বিশ্ব ব্যাংক

পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো

বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য
পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড নির্ধারণ

পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খসড়া

খসড়ার বিষয়বস্তু পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য এবং আইবিআরডি/আইডিএ
নির্বাহী পরিচালক পর্ষদে অনুমোদিত হয়নি।

১ জুলাই, ২০১৫

সূচিপত্র

শব্দসংক্ষেপ ও আদ্যাক্ষর --
বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা ----------------------------
টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য
বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো-------

উদ্দেশ্য ---
লক্ষ্য ও নীতিমালা --
প্রয়োগের আওতা বা পরিধি ---
ব্যাংকের শর্তাবলী --
ক. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণীকরণ --------------------------------------
খ. ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহার ও জোরদারকরণ --------
গ. পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ --------------------------------------
ঘ. বিশেষ প্রকল্পের ধরণসমূহ ---
ঙ. পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) -----------------------
চ. তথ্য প্রকাশ ---
ছ. পরামর্শ ও অংশগ্রহন --
জ. তদারকি ও বাস্তবায়ন সহায়তা ---
ঝ. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল ও জবাবদিহিতা -----------------------------------

প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ---
ঋণ গ্রহীতার জন্য পূর্বশর্ত - পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১-১০ --------------
পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১ । পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা
ভূমিকা ---
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি ---
শর্তাবলী --
ক. ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহার ---------------------
খ. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন --
গ. পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা ------------------------------------
ঘ. প্রকল্প তদারকি ও রিপোর্টিং --
ঙ. অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ ---------------------------------------

ইএসএস১ - পরিশিষ্ট ১ পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন -----------------------
ক. সাধারণ --
খ. প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ---
গ. সুনির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী ------------------------------
ঘ. ইএসআইএ নির্দেশক রূপরেখা ---
ঙ. ইএসএমপি নির্দেশক রূপরেখা --
চ. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষামূলক নির্দেশক রূপরেখা ---------------------

ইএসএস১ - পরিশিষ্ট ২ পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা ---------------
ক. ভূমিকা ---
খ. ইএসসিপি’র বিষয়বস্তু ---
গ. ইএসসিপি বাস্তবায়ন --
ঘ. প্রকল্প কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মেয়াদ ---

ইএসএস১ - পরিশিষ্ট ৩। ঠিকাদারদের ব্যবস্থাপনা --------------------------------
পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২। শ্রমিক ও কর্ম পরিবেশ -----------------------
ভূমিকা ---
উদ্দেশ্য ---
প্রয়োগের পরিধি ---
শর্তাবলী ---
ক. কাজের পরিবেশ ও শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা --------------------------------
খ. শ্রমশক্তির সুরক্ষা ---
গ. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল ---
ঘ. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ওএইচএস) --------------------------------------
ঙ. চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক --
চ. কমিউনিটি কাজে নিয়োজিত শ্রমিক --
ছ. প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক ---

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৩। সম্পদের সামর্থ এবং দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা --
ভূমিকা --
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি --
শর্তাবলী --
সম্পদের সামর্থ --
ক. জ্বালানির ব্যবহার --
খ. পানির ব্যবহার --
গ. কাঁচামালের ব্যবহার ---
দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা ---
ক. বায়ু দূষণ --
খ. ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা -----------------------------------
গ. রাসায়নিক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবস্থাপনা ----------------------------------
ঘ. কীটনাশক ব্যবস্থাপনা

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৪। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ---------------
ভূমিকা --
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি --
শর্তাবলী --
ক. কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা --
খ. নিরাপত্তাকর্মী ---

ইএসএস৪ - পরিশিষ্ট ১। বাঁধের নিরাপত্তা -------------------------------------
ক. নতুন বাঁধ --
খ. বিদ্যমান বাঁধ ও নির্মীয়মান বাঁধ ---
গ. বাঁধ সুরক্ষা রিপোর্ট : বিষয়বস্তু ও মেয়াদ ----------------------------------

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৫। ভূমি অধিগ্রহন, ভূমি ব্যবহারের বিধিনিষেধ এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন
ভূমিকা --

উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি --
শর্তাবলী --
ক. সাধারণ --
খ. স্থানচ্যুতি --
গ. অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা অথবা অধি-জাতীয় এক্তিয়ার ----
ঘ. কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা --

ইএসএস৫ - পরিশিষ্ট ১ । অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ব্যবস্থা -------------------------
ক. পুনর্বাসন পরিকল্পনা --
খ. পুনর্বাসন কাঠামো ---
গ. প্রক্রিয়া কাঠামো --

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৬ । জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা
ভূমিকা ---
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি ---
শর্তাবলী --
ক. সাধারণ --
খ. প্রাথমিক সরবরাহকারী ---

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৭ । আদিবাসী জনগোষ্ঠী --------------------
ভূমিকা --
উদ্দেশ্য ---
প্রয়োগের পরিধি ---
শর্তাবলী ---
ক. সাধারণ ---
খ. অবাধ, প্রাধিকারমূলক ও অবহিত তথ্য ভিত্তিক সম্মতির (এফপিআইসি) জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি
গ. প্রভাব লাঘব ও উন্নয়ন সুবিধা --
ঘ. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল --
ঙ. আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা ---------------------------------

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৮ । সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ------------------------------
ভূমিকা ---
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি --
শর্তাবলী --
ক. সাধারণ --
খ. অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চিহ্নিতকরণ --------------------
গ. আইনগতভাবে সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকা ------------------------------
ঘ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষ ধরণ সংক্রান্ত বিধিমালা ----------------------------
ঙ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাণিজ্যিকীকরণ ---

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৯ । আর্থিক মধ্যস্থতাকারী --------------------------
ভূমিকা --
উদ্দেশ্য ---
প্রয়োগের পরিধি ---

শর্তাবলী ---
ক. আর্থিক মধ্যস্থতা সংক্রান্ত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রক্রিয়া -----------------
খ. অংশীদার সম্পৃক্ততা ---
গ. ব্যাংককে অবহিতকরণ ---

পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন মানদণ্ড ১০। অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ
ভূমিকা ---
উদ্দেশ্য --
প্রয়োগের পরিধি ---
শর্তাবলী ---
ক. প্রকল্প প্রণয়নকালে সম্পৃক্ততা --
খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাইরের রিপোর্টিংকালে সম্পৃক্ততা -------------------------
গ. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল --
ঘ. সাংগঠনিক সামর্থ ও অঙ্গীকার ---

ইএসএস১০ - পরিশিষ্ট ১। অভিযোগ প্রতিকার কৌশল ------------------------------

নির্ঘন্ট ---

শব্দসংক্ষেপ ও আদ্যাক্ষর

বিপি	ব্যাংক কার্যবিধি
সিডিডি	কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন
সিও২	কার্বন ডাই অক্সাইড
ডিইউসি	নির্মানাধীন বাধ
ইএইচএসজিএস	পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার দিকনির্দেশনা
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
ইআরপি	জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা
ইএসএস	পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড
ইএসএ	পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন
ইএসসিপি	পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা
ইএসএমএফ	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠোমো
ইএসএমপি	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ইএসএস	পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড
এফআই	আর্থিক মধ্যস্থতাকারী
এফপিআইসি	অবাধ, প্রাধিকারযুক্ত ও অবহিত সম্মতি
জিএইচজি	গ্রীনহাউজ গ্যাস
জিআইআইপি	অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতি
জিআরএস	অভিযোগ প্রতিকার সেবা
আইবিআরডি	ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
আইডিএ	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
আইপিএম	সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা
আইভিএম	সমন্বিত ভেক্টর ব্যবস্থাপনা
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
ওএন্ডএম	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
ওএইচএস	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
ওপি	পরিচালন নীতি
পিএমপি	কীট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
আরএইচএ	ঝুঁকি ও ক্ষতি মূল্যায়ন
এসইপি	অংশীদার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা
সেসা	কৌশলগত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন

বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা

১. বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা একটি ব্যাংক নীতিমালা ও একগুচ্ছ পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড বজায় রাখার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গীকার নির্ধারণ করেছে যা চরম দারিদ্র্য অবসান এবং অভিন্ন সমৃদ্ধি জোরদারের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. এই কাঠামোতে রয়েছে:

- টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি রূপরেখা, যা পরিবেশগত ও সামাজিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত ব্যাংকের প্রত্যাশা নির্ধারণ করেছে;
- বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি যা ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট যা ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্পগুলোর জন্য প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে।

৩. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতিতে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে যে, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তা প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডসমূহ বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়নের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতাদের জন্য শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে। ব্যাংক মনে করে যে, পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসব মানদণ্ড প্রয়োগ ঋণ গ্রহীতাদের পরিবেশ ও তাদের নাগরিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি টেকসই উপায়ে দারিদ্র্য হ্রাস ও সমৃদ্ধি জোরদারের লক্ষ্য অর্জনে তাদের সহায়তা করবে। এসব মানদণ্ড: (ক) পরিবেশগত ও সামাজিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক রীতি অর্জনে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা প্রদান; (খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পূরণে ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তা প্রদান; (গ) বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহন, জবাবদিহিতা ও শাসনব্যবস্থা জোরদারকরন; এবং (ঘ) অংশীদারদের বিদ্যমান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন ফলাফল জোরদার করন।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক ১০টি মানদণ্ড। এ সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহ নির্ধারণ করে যে, ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্প পুরো প্রকল্পের মেয়াদ জুড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পন্ন করবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২: শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৩: সম্পদ সামর্থ এবং দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৪: কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা;

- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৫: ভূমি অধিগ্রহন, ভূমি ব্যবহারের বিধিনিষেধ ও অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৬: জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৭: আদিবাসী জনগোষ্ঠী;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৯: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী; এবং
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১০: অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ

৬. পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস)১ সকল প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য যার জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন চাওয়া হয়। ইএসএস১ প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে (ক) প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব দূরীকরণে ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো; (খ) প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন; (গ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া লাভ করার মাধ্যমে ফলপ্রসূ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা; এবং (ঘ) ঋণ গ্রহীতার মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাসমূহের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাংকের শর্ত হচ্ছে যে, প্রকল্পের সকল পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ইএসএস১ অনুযায়ী পরিচালিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে মোকাবেলা করতে হবে। ইএসএস২-১০ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণে ঋণ গ্রহীতার বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছে যা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এসব মানদণ্ড এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব এড়ানো, নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং অন্য কোন ঝুঁকি ও প্রভাব জিইয়ে থাকলে ক্ষতিপূরণ দেয়া বা তা প্রশমন করার জন্য কিছু লক্ষ্য ও শর্ত নির্ধারণ করে।

৭. ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধিও প্রণয়ন করবে যা ব্যবস্থাপনা অনুমোদিত বাধ্যতামূলক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে এবং বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধি ব্যাংকের সহায়তার জন্য প্রস্তাবিত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংক কিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ নিবে তা নির্ধারণ করবে।

৮. কাঠামোর পাশাপাশি মানদণ্ড বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক নয় এমন দিকনির্দেশনা ও তথ্য বিষয়ক উপায়, যথাযথ পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন সহায়তা পরিচালনায় ব্যাংক স্টাফ এবং স্বচ্ছতা জোরদার ও অনুসরনীয় চর্চার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অংশীদাররা থাকবে।

৯. তথ্য নীতিতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রবেশাধিকার হচ্ছে এমন একটি বিষয় যাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও সুশাসনের বিষয়ে ব্যাংকের অঙ্গীকার প্রতিফলিত, পুরো কাঠামো কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত করণীয়গুলো অন্তর্ভুক্ত যা ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

---

১ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো কর্মসূচির রূপরেখা

১০. ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্পসমূহ উভয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা (ইএইচএসজিএস) সংক্রান্ত শর্তাবলী প্রয়োগ করা আবশ্যক।[২] এগুলো হচ্ছে কারিগরি বিষয়ের রেফারেন্স নথিপত্র যা সাধারণ ও শিল্প সম্পৃক্ত অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতি (জিআইআইপি) চর্চার উদাহরণ।

১১. কাঠামোর মধ্যে রয়েছে অভিযোগ প্রতিকার ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বিধিমালা। প্রকল্পের কারণে উদ্ভুত কোন উদ্বেগ ও অভিযোগ প্রতিকারের জন্য ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্পে বেশ কিছু কৌশল থাকবে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সকল পক্ষেরই, যথাযথ বিবেচিত হলে, প্রকল্প অভিযোগ প্রতিকার কৌশল, স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার কৌশল, ব্যাংকের কর্পোরেট ক্ষোভ প্রশমন সেবা (http://www.worldbank.org/GRS); email: grievances@worldbank.org) এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইন্সপেকশন প্যানেল সংশ্লিষ্ট তথ্য লাভের অধিকার থাকবে। এসব উদ্বেগের বিষয় সরাসরি বিশ্ব ব্যাংকের গোচরে আনা এবং সাড়া দেয়ার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেয়ার পর, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলো বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালা ও কার্যবিধি প্রতিপালন না করার কারণে কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিপালন নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের নিরপেক্ষ পরিদর্শন প্যানেলের কাছে তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারে। ই-মেইল ঠিকানা ipanel@worldbank.org.. অথবা ওয়েবসাইট ঠিকানা http://www.inspectionpanel.org/... যোগাযোগ করে বিশ্ব ব্যাংকের পরিদর্শন প্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

১২. কাঠামো নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রতিস্থাপিত করেছে, সেগুলো হচ্ছে: অপারেশনাল পলিসি (ওপি) ও ব্যাংক কার্যবিধি (বিপি): ওপি/বিপি৪.০০, ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ইস্যুর সমাধানে ঋণ গ্রহীতার ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক ব্যবহার, ওপি/বিপি৪.০১, পরিবেশগত মূল্যায়ন, ওপি/বিপি৪.০৪, প্রাকৃতিক আবাসভূমি ওপি৪.০৯, কীট ব্যবস্থাপনা, ওপি/বিপি৪.১০, আদিবাসী লোকজন, ওপি/বিপি৪.১১, ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ, ওপি/বিপি৪.১২, অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন, ওপি/বিপি৪.০৩, বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষতার মানদণ্ড, ওপি/বিপি৭.৫০, আন্তর্জাতিক নৌপথ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ, এবং ওপি/বিপি৭.৬০, বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে প্রকল্পসমূহ।

---

[২] http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/

টেকসই উন্নয়নের জন্য রূপরেখা

টেকসই উন্নয়নের জন্য রূপরেখা

১. বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের কৌশল[১] চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং তাদের অংশীদার সকল দেশে অভিন্ন সমৃদ্ধি জোরদারের দুটি কর্পোরেট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে এই পৃথিবী ও এর সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যত সুরক্ষা, সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর অর্থনৈতিক বোঝা সীমিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই দুটি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সমতার জন্য বিশেষ উদ্বেগসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সম্পৃক্ততা ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২. এই রূপরেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বিশ্ব ব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সুদৃঢ় সম্মিলিত পদক্ষেপ সহ পরিবেশগত স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে বৈশ্বিক পর্যায়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়া, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের এই বিশ্বে বিষয়টিকে অত্যাবশ্যকীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। আগামী দশকের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক গ্রুপের প্রতিপাদ্য কৌশল কর্মসূচিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই কৌশলপত্র মনে করে যে, সকল অর্থনীতি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনও আরো উন্নয়ন দরকার, কিন্তু টেকসই উপায়ে তাদেরকে সেকাজ করতে হবে, যাতে আয় সংস্থানমূলক সুযোগগুলো যেন এমন কোন উপায়ে ব্যবহৃত না হয়, যে কারণে এসব সুযোগ-সুবিধা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকল্পের ধরণ ও অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পগুলোতেও কম কার্বন নির্গমন হয় এমন বিকল্প বেছে নিয়ে জলবায়ুর প্রভাব কমাতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে কাজ করে কারণ, এই বিষয়টি আমাদের জীবদ্দশায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক হুমকি। বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্যের অবসান ও অভিন্ন সমৃদ্ধি জোরদারের লক্ষ্যে গ্রাহক দেশসমূহে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৩. পাশাপাশি, সামাজিক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ততা বিশ্ব ব্যাংকের সকল উন্নয়ন পদক্ষেপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের জন্য সম্পৃক্ততার অর্থ হচ্ছে অংশগ্রহন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সকল মানুষের ক্ষমতায়ন। সম্পৃক্ততা কর্মসূচিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, অবকাঠামো, সাশ্রয়ী জ্বালানি, কর্মসংস্থান, আর্থিক সেবা ও উৎপাদনশীল সম্পত্তি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত লোকজন সহ সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সমতা ও বৈষম্যহীনতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রায়শই উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত যেমন নারী, শিশু, যুবা ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান বাধা দূর করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারের এবং তাদের সকলের মতামত শোনার বিষয়টি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, বিশ্ব ব্যাংক মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণায় ব্যক্ত আকাঙ্খা এবং গ্রাহকদের আকাঙ্খা পূরণের বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করে। কার্যকরভাবে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বিশ্ব ব্যাংক তাদের সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'আর্টিক্যাল অব এগ্রিমেন্ট' অনুযায়ী এই ধরণের উদ্যোগ জোরদারের প্রক্রিয়া বজায় রাখতে চায়।

৪. বিশ্ব ব্যাংক তাদের সকল কর্মকাণ্ডে পরিবেশগত ও সামাজিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে অঙ্গীকার অনুযায়ী তাদের সামর্থ, আর্থিক ব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করবে। এসবের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার সমতা সহ ব্যাংকের বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা যা নিশ্চিত করে যে, পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহ সকল খাতের কৌশল, পরিচালন নীতি ও জাতীয় সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে।

---

[১] বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের কৌশল ২০১৩ দেখুন
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/09/000456286_20131009170003/Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box379842B00PUBLIC0.pdf

[২] যেমন, সকলের জন্য একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও সহিষ্ণু বিশ্বায়নের লক্ষ্যে: বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত কৌশল ২০১২-২০২২, এতে সকলের জন্য একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও সহিষ্ণু বিশ্ব গড়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য রূপরেখা

৫. প্রকল্প পর্যায়ে বৈশ্বিক আকাঙ্খা বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ লোকজন সহ সকলের জন্য উন্নয়ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ও প্রাণিজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার করবে। তাই, প্রকল্পের পরিধির মধ্যে, বিশ্ব ব্যাংক :

- জনগণ ও পরিবেশের ওপর প্রতিকুল প্রভাব এড়াতে বা প্রশমিত করতে;
- জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক আবাসভূমি সংরক্ষণ বা পুনর্বাসন করতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার সক্ষম ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে;
- শ্রমিকদের ও কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা জোরদার করতে;
- যেখানে প্রতিকুল প্রভাব দেখা দিতে পারে বা উন্নয়ন সুযোগ-সুবিধা ভাগাভাগি করতে হবে সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং বয়স, শারীরিক অক্ষমতা, জেন্ডার, বা যৌণ পরিচয় ইত্যাদি কারণে সুবিধা বঞ্চিত বা ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে;
- সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রকল্পের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত বা ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনের বিষয়ে কোন সংস্কারমূলক মনোভাব নেই বা বৈষম্য না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে প্রকল্প পর্যায়ে প্রভাবসমূহ দূর করে এবং প্রকল্প নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা, নকশা, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং চালুকরণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনা করতে; এবং
- পরামর্শসভা, অংশগ্রহন এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে অংশীদারদের সর্বোচ্চ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে চায়।

৬. ব্যাংকের পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ উন্নয়ন সুবিধা লাভ করার লক্ষ্যে ‘কোন ক্ষতি না করা’র নীতি বজায় রয়েছে। যেখানে ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য উন্নয়ন সুযোগ-সুবিধাগুলো চিহ্নিত করেছে, সেখানে ব্যাংক প্রকল্পের ক্ষেত্রে এসব সুযোগ-সুবিধা সহ ঋণের সম্ভাব্যতা নিয়ে ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করবে। যথাযথ বিবেচিত হলে, এই ধরণের সুযোগগুলো আরো উন্নয়ন জোরদারের লক্ষ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৭. ব্যাংক সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে, যথাযথ হলে, জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকারগুলো পূরণ করতে কৌশলগত উদ্যোগ ও লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করতে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে কাজ করবে। এই ধরণের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের করার জন্য, ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতা, দাতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ঋণগ্রহীতা, দাতা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট দেশ এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে ব্যাংক সংলাপ চালিয়ে যাবে।

৮. ব্যাংক মনে করে যে, টেকসই উন্নয়নের সাফল্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের উন্নয়ন অংশীদার সহ একটি উন্নয়ন ফলাফল লাভের অংশীদার প্রত্যেকের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি এড়ানো, জাতীয় সামর্থ গঠন এবং বাস্তবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের জন্য ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। ব্যাংক উন্মুক্ত সংলাপ, গণ পরামর্শসভা, সময়োচিত ও পূর্ণ তথ্য লাভের সুযোগ, এবং সাড়াদানে সক্ষম অভিযোগ প্রতিকার কৌশল সম্পর্কে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৯. এই পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো এসব আশা-আকাঙ্খা ও নীতিকে আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্টে নির্ধারিত ব্যাংকের ম্যান্ডেটের প্রেক্ষাপটে প্রকল্প পর্যায়ের প্রায়োগিক কর্মসূচিতে পরিণত করে। এই কাঠামো নিজে টেকসই উন্নয়নের গ্যারান্টি না হলেও, এটির যথাযথ বাস্তবায়ন মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে যা সেই লক্ষ্যের জন্য একটি ভিত্তি দেয় এবং ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পগুলোর বাইরের কর্মকাণ্ডের জন্য একটি প্রধান নজির উপস্থাপন করে।

পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খসড়া ১ জুলাই, ২০১৫

বিশ্ব ব্যাংক

বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি

বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি

উদ্দেশ্য

১. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের[১] জন্য এই পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের[২] জন্য বাধ্যতামূলক শর্ত নির্ধারণ করে।[৩]

লক্ষ্য ও নীতিমালা

২. ব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি[৫] ও প্রভাব[৬] মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ঋণ গ্রহীতার[৪] পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে, ব্যাংক সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডের (ইএসএসএস) সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে যা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এড়াতে, নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে, হ্রাস বা লাঘব করতে প্রণীত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের (নীতি) জন্য এই পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোতে ইএসএসএস প্রয়োগের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা দিবে।

৩. এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য, ব্যাংক:

(ক) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও সম্ভাব্য তাৎপর্য অনুসারে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

(খ) প্রয়োজন মতো,ঋণ গ্রহীতাকে স্টেকহোল্ডাদের[৭] বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সময়মতো অব্যাহতভাবে সম্পৃক্ত থেকে ও অর্থপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যেতে এবং প্রকল্প ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রয়োগ করতে সহায়তা প্রদান করবে।

---

[১] এই নীতি নিম্নলিখিত পরিচালনাগত নীতিমালা (ওপি) এবং ব্যাংক কার্যবিধিসমূহকে (বিপি) প্রতিস্থাপন করেছে: ওপি/বিপি৪.০০, ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষগুলোর ঋণ গ্রহীতার পদ্ধতি ব্যবহারের সূচনা, ওপি/বিপি৪.০১, পরিবেশগত মূল্যায়ন, ওপি/বিপি৪.০৪, প্রাকৃতিক আবাসস্থল, ওপি৪.০৯, বালাই ব্যবস্থাপনা, ওপি/বিপি৪.১০, আদিবাসী, ওপি/বিপি৪.১১, ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ, ওপি/বিপি৪.১২, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, ওপি/বিপি৪.৩৬ , বন এবং ওপি/বিপি৪.৩৭, বাঁধ নিরাপত্তা। এই নীতি ওপি/বিপি৪.০৩ বেসরকারি খাতের কার্যক্রম সংক্রান্ত দক্ষতা মানদণ্ড, ওপি/বিপি৭.৫০, আন্তর্জাতিক জলপথ সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ওপি/বিপি৭.৬০, বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে প্রকল্পসমূহকে প্রতিস্থাপন করবে না।

[২] এই নীতিতে বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, 'ব্যাংক' অর্থ আইবিআরডি এবং/অথবা আইডিএ (নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বা দাতাদের অর্থায়নে ট্রাস্ট তহবিলের প্রশাসক হিসেবে এটির সামর্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হোক বা না হোক)।

[৩] দেখুন ওপি ১০.০০, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন। ওপি১০.০০ এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিনিয়োগ প্রকল্প বলতে ব্যাংক ঋণ ও ব্যাংক গ্যারান্টিকে বোঝায়।

[৪] এই নীতিতে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, 'ঋণ গ্রহীতা' এই শব্দটি ঋণ গ্রহীতা বা একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ব্যাংকের অর্থায়ন গ্রহীতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।

[৫] পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি হচ্ছে নির্দিষ্ট ক্ষতিকর ঘটনার সম্ভাব্যতার একটি সম্মিলণ এবং এই ধরণের ঘটনা থেকে উদ্ভুত প্রভাবের তীব্রতা।

[৬] পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অর্থে বুঝায় (১) ভৌত, প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে কোন পরিবর্তন, সম্ভাবনা বা প্রকৃত অবস্থা এবং (২) সহায়তা দেয়া হবে এমন প্রকল্পের কার্যকলাপের ফলে কমিউনিটি ও শ্রমিকদের ওপর প্রভাব।

[৭] স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত ইএসএস১০ মানদণ্ডে নির্ধারিত রয়েছে।

বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য
বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি

(গ) প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও উপায় চিহ্নিতকরণে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা দিবে;
(ঘ) শর্তাবলী সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে একমত হবে, যার অধীনে পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনায় (ইএসসিপি)[৮] নির্ধারিত শর্তানুযায়ী একটি প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করার জন্য ব্যাংক প্রস্তুত; এবং
(ঙ) ইএসসিপি এবং ইএসএসএস[৯] অনুযায়ী একটি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ।

৪. ব্যাংক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ বিবেচনায় নিবে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(ক) পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব, (১) যেগুলো বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকায় (ইএইচএসজিএস)[১০] চিহ্নিত; (২) যেগুলো কমিউনিটি নিরাপত্তা সম্পর্কিত (বাঁধ নিরাপত্তা ও কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার সহ); (৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য আন্তসীমান্ত বা বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রভাব সম্পর্কিত; (৪) প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোনো বাস্তবিক হুমকি; এবং (৬) যেগুলো প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবা এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন মৎস্য ও বন; এবং

(খ) সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব: যেমন (১) ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত, অপরাধ বা সহিংসতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি; (২) বিশেষ পরিস্থিতির কারণে হতে পারে অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন[১১] এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর এমন প্রকল্পের প্রভাব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি; (৩) উন্নয়ন সম্পদ ও প্রকল্প সুবিধা লাভের সুযোগ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি কোন নেতিবাচক ধারণা বা বৈষম্য, বিশেষ কোন কারণে যারা অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন; (৪) অনৈচ্ছিকভাবে ভূমি গ্রহন বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নেতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব; (৫) ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দখল ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব; পাশাপাশি ভূমি ব্যবহারের ধরণ ও দখলী ব্যবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রকল্পের (প্রাসঙ্গিক বলে) প্রভাব; ভূমিতে প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জমির মূল্য, এবং ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সংঘাত বা প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট যে কোন ঝুঁকি; (৬) স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শ্রমিকদের ও প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের ওপর প্রভাব; এবং (৭) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ঝুঁকি।

---

[৮] ইএসসিপি ঙ অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

[৯] পর্যবেক্ষণ শর্তবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ওপি ১০.০০ দেখুন।

[১০] পরিবেশগত, স্বাস্থ, ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা (ইএইচএসজিএস) হচ্ছে ভাল আন্তর্জাতিক শিল্প রীতির সাধারণ ও শিল্প ভিত্তিক বিবৃতির কারিগরি তথ্য নথিপত্র। ইএইচএসজিএস পদ্ধতিতে রয়েছে দক্ষতার মাত্রা ও ব্যবস্থা যা যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিদ্যমান প্রযুক্তির দ্বারা নতুন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে বলে সাধারণভাবে বিবেচিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *the World Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines*, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/

[১১] অনগ্রসর বা ঝুঁকিপূর্ণ বলতে বুঝায় যারা যে কোন কারণে যেমন, তাদের বয়স, জেন্ডার, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, শারীরিক, মানসিক, বা অন্য কোন অক্ষমতা, সামাজিক, নাগরিক বা স্বাস্থ্যগত অবস্থা, যৌণ পরিচয়, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা আদিবাসী মর্যাদাা, এবং /বা অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা প্রকল্পের প্রভাবের কারণে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং/ বা প্রকল্পের সুফল লাভের সুবিধা গ্রহনে তাদের সক্ষমতা অন্যদের তুলনায় সীমিত। এই ধরণের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মূলধারার পরামর্শমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে বা অক্ষম হতে পারে এবং এই ধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে এ কাজ করতে তাদের বিশেষ ব্যবস্থা এবং/ বা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতি সহ বয়স্ক ও ছোটদের বিষয় বিবেচনা করতে হবে, যেখানে তারা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল।

৫. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকে সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পগুলোকে নিম্নোক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডগুলো পূরণ করতে হবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২: শ্রম ও কাজের পরিবেশ;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৩: সম্পদের সক্ষমতা এবং দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৪: কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৫: ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৭: আদিবাসী জনগোষ্ঠী;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৯: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী; এবং
- পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১০: স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা এবং তথ্য প্রকাশ।

৬. একটি ঝুঁকি ও ফলাফল ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতার ব্যবস্থাপনা ও উন্নতির লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের সাহায্য করার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঙ্খিত ফলাফলগুলো প্রতিটি ইএসএস এর উদ্দেশ্যগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে প্রকল্পের ধরণ ও আকারের উপযুক্ত এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ উপায়ের মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জনে ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তা দিতে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী রয়েছে।

প্রয়োগের আওতা

৭. এই নীতি বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের[১২] মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তা প্রাপ্ত সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [১৩]ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যাংকের আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আওতাধীন প্রকল্পগুলোতে সহায়তা দিবে এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি উপায়ে ও সময়সীমার মধ্যে ইএসএস শর্তগুলো পূরণ করবে বলে আশা করা যায়।

---

[১২] এসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওপি ১০.০০, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন প্রযোজ্য। উন্নয়ন নীতি ঋণদান সহায়তায় পরিচালিত (যার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিধি ওপি ৮.৬০, উন্নয়ন নীতি ঋণদান প্রণীত হয়েছে), বা প্রোগাম-ফর-রেজাল্ট ফিনান্সিং (যার জন্য ওপি/বিপি ৯.০০, প্রোগাম-ফর-রেজাল্ট ফিনান্সিং -তে পরিবেশগত ও সামাজিক বিধি প্রণীত হয়েছে) পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংক পরিবিশগত ও সামাজিক নীতি প্রযোজ্য হবে না।

৮. এই নীতির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, 'প্রকল্প' বলতে বুঝায় উপরে ৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যার জন্য ব্যাংক সহায়তা প্রদান করে এবং যা ঋণ গ্রহীতা কামনা করে এবং এটি ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের[১৪] মধ্যে প্রকল্পের আইনগত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত। প্রকল্পে নতুন সুবিধা বা কার্যক্রম এবং/অথবা বিদ্যমান সুবিধা বা কার্যক্রম, বা এগুলোর সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রকল্পে এছাড়াও অন্যান্য উপপ্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৯. ব্যাংক যৌথভাবে অন্যান্য বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থার[১৫] সঙ্গে একটি প্রকল্পের অর্থায়ন করলে, ব্যাংক প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে সম্মত হওয়ার জন্য এই ধরণের সংস্থা ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। একটি অভিন্ন পদ্ধতি ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত থাকে যে, এই ধরণের পদ্ধতি ইএসএসএস[১৬] এর সঙ্গে বাস্তবিক সঙ্গতিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য অর্জন করতে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলবে। ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করবে।

১০. এই নীতি সহযোগী সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রেও ইএসএস এর প্রয়োগ দাবি করে। সহযোগী সুবিধাগুলো ইএসএস এর শর্তগুলো পূরণ করবে যেখানে ঋণ গ্রহীতার এসব সহযোগী সুবিধার ওপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব রয়েছে।[১৭]

১১. এই নীতির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সহযোগী সুবিধা' অর্থ হচ্ছে অন্যান্য সুবিধা বা কার্যক্রম যা প্রকল্পের অংশ হিসেবে ও ব্যাংকের বিচারে অর্থ সহায়তা পায়নি, যেমন: (ক) প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত; এবং (খ) প্রকল্পের সাথে, একই সময়ে সম্পন্ন হয়েছে, বা সম্পন্ন করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে; এবং (গ) প্রকল্পকে টেকসই করার জন্য জরুরি এবং প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকলে এটি নির্মাণ বা সম্প্রসারিত করা হতো না।

১২. কোথায়:

---

[১৩] এসব প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের দ্বারা প্রদেয় কারিগরি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তা একটি একক প্রকল্প বা একটি প্রকল্পে অংশ হিসেবে দেয়া হোক না কেন। কিছু কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ডের নিজেরই কোন পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাবের সম্ভাবনা নেই। তবে, বিভিন্ন পরিকল্পনা, কৌশল, নীতি, সমীক্ষার বা অন্য কোন কারিগরি সহায়তা ফলাফলের ভবিষ্যত বাস্তবায়নের ঝুঁকি বা প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তাই, ইএসএস১ এর ১৩-১৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্তাবলী ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হলে কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ডে প্রযোজ্য হবে। কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ডের পরিধি ও ফলাফলের সংজ্ঞা প্রদানকারী শর্ত, কর্ম পরিকল্পনা বা অন্য কোন নথিপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, প্রদত্ত পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা ইএসএস ১-১০ মানদণ্ডসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১৪] অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন প্রদান করা যেতে পারে এমন কর্মকাণ্ডের পরিধি ওপি ১০.০০ এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

[১৫] এই ধরণের সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে আইএফসি ও এমআইজিএ।

[১৬] অভিন্ন উদ্যোগ, বা ৯, ১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শর্তাবলী গ্রহনযোগ্য হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে, ব্যাংক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থাগুলোর নীতি, মানদণ্ড এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিবে। অভিন্ন উদ্যোগের অধীনে সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

[১৭] ব্যাংক শর্ত দিবে যে, ঋণ গ্রহীতা প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিস্তারিত বিবরণ সহ সহযোগী সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে কোন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব খাটাতে পারে না তা তুলে ধরবে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে আইনগত, নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়।

(ক) প্রকল্পের জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে। সহায়ক কর্মকাণ্ডে এই অভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে;
(খ) অন্যান্য বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থাগুলো সহযোগী সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে অর্থায়ন করছে। ব্যাংক সহযোগী সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই ধরনের অন্যান্য সংস্থার শর্তগুলো প্রয়োগ করতে রাজি হতে পারে। শর্ত থাকে যে, এই ধরনের শর্তগুলো ইএসএস এর সঙ্গে বাস্তবিক সঙ্গতি বজায় রেখে উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলবে।

১৩. ব্যাংক যেখানে একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (এফআই) সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে একটি প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করছে, এবং অন্যান্য বহুজাতিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থা একই এফআই-কে অর্থ প্রদান করবে বা ইতোমধ্যে করেছে, সেক্ষেত্রে, ব্যাংক ইতোমধ্যে এফআই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সহ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য, এই ধরনের অন্যান্য সংস্থার শর্তাবলীর গ্রহন করতেও পারে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরণের শর্ত ইএসএস এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলবে।
১৪. ব্যাংক যখন মনে করবে যে, কোন ঋণ গ্রহীতার : (ক) প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বা সংঘাতের কারণে জরুরী সহায়তা প্রয়োজন; অথবা (খ) নাজুক বা নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ (ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য সহ) পরিস্থিতির কারণে সামর্থের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওপি ১০.০০ অনুযায়ী[১৮] বিশেষ নীতিগত শর্ত এবং বিশেষ বিবেচনাগুলো প্রয়োগ করবে।

ব্যাংকের শর্তাবলী
১৫. ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা ইএসএস১ অনুযায়ী ব্যাংকের সহায়তা লাভের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে।[১৯]
১৬. ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যাতে তারা বাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতিতে ও সময়সীমার মধ্যে ইএসএস শর্তগুলো পূরণ করতে পারে। গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও সময়সীমার নির্ধারণের লক্ষ্যে, ব্যাংক সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও তাৎপর্য, প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সময়, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জড়িত ঋণ গ্রহীতা ও অন্যান্য সংস্থার সামর্থ, এবং এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলায় যেসব বিশেষ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে বা ঋণ গ্রহীতা যা গ্রহন করেছে সেগুলো বিবেচনায় নিবে।
১৭. যেখানে ব্যাংক সম্মত হয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের নির্দিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো এড়ানো, কমিয়ে আনা, হ্রাস বা প্রশমিত করতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ বা পরিকল্পনা করতে পারে, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক চাইবে যে, ইএসসিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, ঋণ গ্রহীতা বাস্তবিক প্রতিকুল পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব থাকতে পারে এমন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করবে না বা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করবে না বলে অঙ্গীকার করবে।
১৮. ব্যাংকের অনুমোদনের সময় প্রকল্পে যদি কোন সুবিধা থাকে, বা বিদ্যমান সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা ইএসএসএস শর্তাবলী পূরণ করে না এমন বিদ্যমান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ব্যাংক সেক্ষেত্রে চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা ইএসসিপি'র অংশ হিসেবে বাংকের কাছে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে, যাতে ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সময়সীমার মধ্যে এই ধরনের সুবিধা বা কার্যক্রম ইএসএসএস শর্তগুলো পূরণ করে। সন্তোষজনক ব্যবস্থা ও একটি গ্রহণযোগ্য সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ব্যাংক প্রকল্পের ধরণ ও পরিধি এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলোর কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিবে।

---

[১৮] আরো বিস্তারিত ওপি ১০.০০ এ নির্ধারিত।
[১৯] ইএসএস১ অনুচ্ছেদ ২১ দেখুন।

১৯ ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা ইএইচএসজিএস[২০] সংক্রান্ত শর্তগুলো প্রয়োগ করবে। ইএইচএসজিএস এ বিদ্যমান দক্ষতার পর্যায় ও পদক্ষেপগুলো সাধারণত প্রকল্পের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও প্রযোজ্য। ইএইচএসজিএস এ বিদ্যমান কর্মক্ষমতার মাত্রা ও ব্যবস্থা থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের শর্তগুলো ভিন্ন হলে, ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা অধিকতর কঠিন পর্যায়টি অর্জন বা বাস্তবায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতার সীমিত কারিগরি বা আর্থিক সীমাবদ্ধতা বা অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রকল্প পরিস্থিতিতে ইএইচএসজিএস এ উল্লেখিত ব্যবস্থার তুলনায় কম কঠোর মাত্রা বা ব্যবস্থা যথাযথ বিবেচিত হলে, ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কোন প্রস্তাবিত বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত যুক্তি প্রদান করবে। এই যুক্তি অবশ্যই ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনক হতে হবে যে, বেছে নেয়া যে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ইএসএসএস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ইএইচএসজিএস উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বা সামাজিক ক্ষতির কারণ হবে না।

ক: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণীবিভাগ

২০. ব্যাংক সব প্রকল্পকে (মধ্যস্থতায় অর্থায়নকৃত (এফআই) প্রকল্পসহ) উচ্চ ঝুঁকি, অনেক উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি বা নিম্ন ঝুঁকি এই চার শ্রেণীবিভাগের একটিতে শ্রেণীভুক্ত করবে। যথাযথ শ্রেণীকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনা করবে, যেমন প্রকল্পের ধরন, অবস্থান, সংবেদনশীলতা ও আকার; প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও মাত্রা; এবং ইএসএস এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার (প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সহ) সামর্থ ও অঙ্গীকার। নির্দিষ্ট প্রকল্প ও এটি যে কারণে গড়ে তোলা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা ও ফলাফলের সঙ্গে ঝুঁকির অন্য ক্ষেত্রগুলো প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এসব বিষয়ের সঙ্গে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনা, প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ও প্রযুক্তির প্রকৃতি; শাসন কাঠামো ও আইন; এবং স্থিতিশীলতা, দ্বন্দ্ব বা নিরাপত্তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২১. ব্যাংক বাস্তবায়নের সময় সহ, নিয়মিতভাবে প্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে শ্রেণীকরণ পরিবর্তন করবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এটি যথাযথভাবে অব্যাহত রয়েছে।

২২. ব্যাংক যখন একটি এফআই প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করবে, তখন ব্যাংক প্রদেয় বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের ধরণ, এফআই'র বিদ্যমান পোর্টফোলিওর প্রকৃতি এবং প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে প্রকল্পের শ্রেণীকরণ নির্ধারণ করবে।

খ. ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর ব্যবহার শক্তিশালীকরণ

২৩. ব্যাংক বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সমর্থিত প্রকল্পের মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা দিবে। এতে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার দক্ষতা তৈরী হবে এবং প্রকল্প ইএসএসএস এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

---

[২০] পাদটিকা ১০ দেখুন।

২৪. ব্যাংক প্রকল্পের (ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো) গঠন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর পুরো বা অংশ বিশেষ ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর ব্যবহার ব্যাংকের বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। ব্যাংক এই ধরণের ব্যবহার বিবেচনা করতে সম্মত হলে, ইএসএসএস[২১] এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য অর্জন করতে প্রকল্পকে সক্ষম করবে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো পর্যালোচনা করবে।

২৫. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর মধ্যে থাকবে জাতীয়, উপ-জাতীয় বা খাত ভিত্তিক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসহ দেশের নীতি, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক এবং প্রকল্পের সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য আইন, প্রবিধি, বিধি ও কার্যবিধি এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আওতার বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে কোন অসামঞ্জস্যতা বা সুস্পষ্টতার অভাব থাকলে, সেগুলো চিহ্নিত করা হবে। ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান ইএস কাঠামোর বিভিন্ন দিক প্রাসঙ্গিক হলেও প্রকল্পের ধরণ, আকার, অবস্থান এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে তা এক প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে ভিন্ন হতে পারে। ব্যাংক পর্যালোচনাকালে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব প্রশমন করার এবং ইএসএসএস এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্দেশ্য অর্জন করতে প্রকল্পের সক্ষমতা মূল্যায়ন করবে।

২৬. ব্যাংক প্রকল্পের মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর পুরো বা অংশ বিশেষ ব্যবহার করতে সম্মত হলে, ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর দুর্বলতাগুলো দূর করা ও জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করবে ও একমত হয়ে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে কাজ করবে যাতে এই ধরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসএসএস এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার সঙ্গে সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি এর অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

২৭. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রকল্পে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ঋণ গ্রহীতা যদি ব্যাংককে অবহিত করে এবং ব্যাংক মনে করে যে, এইধরণের পরিবর্তন ইএসএসএস ও ইএসসিপি'র সঙ্গে সঙ্গতিহীন, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী : (ক) ইএসএস শর্তগুলো পূরণ করার জন্য প্রয়োজনে ইএসসিপি সংশোধনের কথা বলবে এবং/অথবা (খ) ব্যাংক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা[২২] প্রয়োগ করা সহ ব্যাংকের কাছে যথাযথ বলে বিবেচিত অন্যান্য ব্যবস্থা গহণ করবে।

গ. পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ

২৮. ব্যাংক বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তার জন্য প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে এবং যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করার উপায় সম্পর্কে ব্যাংককে সাহায্য করা।

---

[২১] পর্যালোচনা করার সময়, ব্যাংক সাম্প্রতিককালে ঋণ গ্রহীতা বা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা ও মূল্যায়ন বিবেচনা করতে পারে যেখানে এসব বিষয় প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

[২২] ওপি ১০.০০ ব্যাংকের জন্য বিকল্প ও প্রতিকার নির্ধারণ করছে। ব্যাংকের আইনগত প্রতিকারের বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট আইনী চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯. ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপগুলো উপযুক্ত প্রভাব প্রশমন অনুক্রমের[২৩] ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকারের সঙ্গে মানানসই এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর স্তরের সমানুপাতিক হবে। প্রকল্প ইএসএস অনুযায়ী গড়ে তোলা ও বাস্তবায়িত করতে সক্ষম কিনা যথাযথ পদক্ষেপ তা মূল্যায়ন করবে।

৩০. ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে, (ক) প্রকল্পের[২৪] পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার দেয়া তথ্য পর্যালোচনা এবং অতিরিক্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য অনুরোধ জানানো যেখানে কিছু ঘাটতি রয়েছে যা ব্যাংককে যথাযথ পদক্ষেপ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিরত রাখে; এবং (খ) ইএসএসএস অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রশমন অনুক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা উন্নয়নে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা দেয়ার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। ব্যাংকের কাছে প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব, যাতে ব্যাংক এই নীতি অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৩১. ব্যাংক মনে করে যে, ব্যাংক যখন তার যথাযথ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে তখন প্রকল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন স্তরের তথ্য থাকতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ব্যাংক তার কাছে থাকা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করবে, একই সঙ্গে যেখানে প্রকল্প গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হবে, সেখানে প্রকল্পের ধরণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং (খ) ইএসএস অনুযায়ী প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ ও অঙ্গীকার মূল্যায়ন করবে। ব্যাংক তথ্য ঘাটতি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির তাৎপর্য মূল্যায়ন করবে। এই বিষয়টি ইএসএস উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত আর্থিক অনুমোদনের জন্য পেশ করার সময় ব্যাংক প্রাসঙ্গিক প্রকল্প নথিতে এই মূল্যায়ন তুলে ধরবে।

৩২. ব্যাংক নির্মাণাধীন একটি প্রকল্পের জন্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিলে, অথবা প্রকল্প ইতোমধ্যে স্থানীয় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সহ জাতীয় অনুমোদন পেয়ে থাকলে, ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপে ব্যাংকের শর্তাবলী পূরণ করার জন্য যে কোন অতিরিক্ত গবেষণা এবং/অথবা প্রশমন ব্যবস্থা প্রয়োজন কিনা তা চিহ্নিত করতে ইএসএস সংক্রান্ত একটি ঘাটতি বিশ্লেষন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩৩. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সম্ভাব্য তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে, ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সাহায্য করার জন্য নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদের রাখার প্রয়োজন হবে কি না তা ব্যাংক নির্ধারণ করবে।

---

[২৩] প্রশমনের পর্যায়গুলো ইএসএস১ এর ২৫ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

[২৪] যেমন, সম্ভাব্যতা-পূর্ব সমীক্ষা, পরিধিমূলক সমীক্ষা, জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, লাইসেন্স ও পারমিট।

ঘ. বিশেষ প্রকল্প

উপপ্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

৩৪. উপপ্রকল্প[২৫] প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন একটি প্রকল্প সম্পৃক্ত হলে, ব্যাংক প্রতিটি উপপ্রকল্পের শ্রেণীকরণ, উপপ্রকল্পগুলোর (পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পর্যালোচনা সহ) ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ সম্পন্ন এবং উপপ্রকল্পগুলোর অনুমোদন করার দায়িত্ব পালন করবে।

৩৫. ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা

(ক) ইএসএস অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোর;

(খ) ব্যাংক উপপ্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করলে জাতীয় ও ইএসস এর যে কোন শর্ত অনুযায়ী অনেক বেশী ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি এবং কম ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোর;

যথাযথ পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করবে।

৩৬. ব্যাংক উপপ্রকল্পগুলোর সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর গ্রহনযোগ্যতা পর্যালোচনা করবে এবং অনুচ্ছেদ ৩৫ অনুযায়ী উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ মূল্যায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতার যথেষ্ট সামর্থ রয়েছে বলে ব্যাংক সন্তুষ্ট না হলে, অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন ও যথাযথ বলে বিবেচনাযোগ্য উপ প্রকল্পগুলো ব্যাংকের পর্যালোচনা ও অনুমোদন সাপেক্ষ হতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ জোরদারের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৭. ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, একটি উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন উপ প্রকল্প ইএসএস শর্ত পূরণে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং জাতীয় আইন ও ইএসএস শর্ত পূরণে একটি বিবেচনাযোগ্য ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি বা কম ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা ব্যাংক প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছে।

৩৮. যদি একটি উপপ্রকল্পের ঝুঁকি রেটিং বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ ঝুঁকি রেটিং বলে প্রতীয়মান হয়, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের সঙ্গে একটি সম্মত উপায়ে ইএসএসএস[২৬] সংক্রান্ত শর্তগুলো প্রয়োগ করবে।

ঋণ গ্রহীতা হিসেবে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (এফআই) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

৩৯. ঋণ গ্রহীতা এফআই হলে, ব্যাংক প্রকল্প ও প্রস্তাবিত এফআই উপপ্রকল্পগুলোর[২৭] সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলোর গ্রহনযোগ্যতা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফআই এর সামর্থ পর্যালোচনা করবে। পর্যালোচনায় প্রক্রিয়ার একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হবে; এতে এফআই : (ক) পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই ও এফআই উপপ্রকল্পগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ; (খ) প্রস্তাবিত এফআই উপপ্রকল্পগুলোর যথাযথ পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করার জন্য উপ-ঋণ গ্রহীতার সামর্থ নিশ্চিতকরণ; এবং (গ) পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের ফলাফল পর্যালোচনা করবে। প্রয়োজন হলে, ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পে এই ধরণের পদ্ধতি জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

---

[২৫] 'উপপ্রকল্প' হচ্ছে প্রকল্পের অধীনে একটি পৃথক কর্মকাণ্ড, যা আইনী চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

[২৬] 'ইএসএস পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী' এই সব কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত যার জন্য ঝুঁকি রেটিং বৃদ্ধি পেয়েছে।

[২৭] 'এফআই উপপ্রকল্প' হচ্ছে ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে এফআই দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্প। এইট এফআই থেকে আরেকটি এফআই দ্বারা ঋণদানে প্রকল্প সম্পৃক্ত থাকলে, 'এফআই উপপ্রকল্প প্রতিটি পরবর্তী এফআই এর উপপ্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪০. এফআই সংশ্লিষ্ট একটি প্রকল্পের জন্য ব্যাংকের শর্তাবলী ও সেগুলোর প্রয়োগের আওতা এফআইকে প্রদত্ত ব্যাংকের সহায়তার ধরন, কি ধরণের উপ-প্রকল্প গ্রহন করা হচ্ছে এবং এফআই সংশ্লিষ্ট পোর্টফোলিওর সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করবে। ব্যাংক ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চার শ্রেণীর ঝুঁকির মধ্যে একটিতে এফআই সংশ্লিষ্ট একটি প্রকল্পকে শ্রেণীভুক্ত করবে।

৪১. ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী এফআই নিশ্চিত করবে যে, (ক) সকল উপপ্রকল্পে যথাযথ পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; (খ) আইনগত চুক্তি অনুযায়ী যে কোনো কিছু বাদ দেয়ার শর্ত প্রতিপালন করা হয়েছে; (গ) সম্ভাব্য এফআই উপ প্রকল্পগুলোর শ্রেণীকরণে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে জাতীয় আইনের প্রয়োগ এবং (ঘ) এছাড়াও, নির্দিষ্ট কিছু এফআই উপপ্রকল্পে (৪৩ অনুচ্ছেদে চিহ্নিত) ইএসএসএস সংক্রান্ত শর্তগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪২. এফআই সম্পৃক্ত এমন সম্ভাব্য এফআই উপ প্রকল্প ও অন্যান্য খাতের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ওপর ভিত্তি করে, ব্যাংক অতিরিক্ত বা বিকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক শর্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন করার জন্য এফআই-কে শর্ত দিতে পারে।

৪৩. ব্যাংক যদি এফআই-কে অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন বা বেশ ঝুঁকি সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করে এবং সন্তুষ্ট না হয় যে, শ্রেণীকরণ, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, বা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার জন্য যথেষ্ট সামর্থ রয়েছে, সকল উপপ্রকল্পে যেখানে পুনর্বাসন (এই ধরনের পুনর্বাসনের ঝুঁকি বা প্রভাব নগণ্য না হলে) সম্পৃক্ত, আদিবাসীদের ওপর প্রতিকুল ঝুঁকি বা প্রভাব রয়েছে; অথবা পরিবেশ, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর যথেষ্ট বিরূপ ঝুঁকি বা প্রভাব রয়েছে; সেক্ষেত্রে ব্যাংকের পূর্ব-পর্যালোচনা এবং অনুমোদন সাপেক্ষে এগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

৪৪. একটি এফআই প্রকল্পের ঝুঁকির তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে, এফআই বিষয়টি ব্যাংককে অবহিত করবে এবং ব্যাংকের সঙ্গে একমত হয়ে ইএসএস[২৮] সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো প্রয়োগ করবে। সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি এবং এফআই ও উপ ঋণ গ্রহীতার মধ্যে আইনগত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ব্যাংক তা তদারকি করবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি)

৪৫ ব্যাংক একটি ইএসসিপি প্রণয়নে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা করবে। ইএসসিপি একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ইএসএসএস শর্ত পূরণে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে। ইএসসিপি আইনগত চুক্তির অংশ বিশেষ গঠন করবে। আইনগত চুক্তিতে, প্রয়োজন হলে, ইএসসিপি বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার শর্তগুলো নির্ধারণ করবে।

৪৬. ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা ইএসসিপি-তে উল্লিখিত সময়সীমা অনুযায়ী, ইএসসিপি-তে চিহ্নিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন এবং তার পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের অংশ হিসেবে ইএসসিপি বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করবে।

৪৭. ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা একটি প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের কাছে পেশ করবে যাতে প্রকল্পে কোন প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা অন্য কোন পরিস্থিতিতে অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনার জন্য সুযোগ থাকবে। সম্মত অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি ইএসসিপি-তে নির্ধারণ করা হবে। প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট করা থাকবে যে, কিভাবে এই ধরণের পরিবর্তন বা পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং করতে হবে এবং কিভাবে ইএসসিপি-তে এবং ঋণ গ্রহীতার ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।

---

[২৮] ইএসএস সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী এসব কারণগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এফআই উপপ্রকল্পের ঝুঁকি তালিকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তথ্য প্রকাশ

৪৮. ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার দেয়া সব নথিপত্রের বিষয়ে তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাঙ্কের নীতি প্রয়োগ করবে।

৪৯. ব্যাংক চাইবে ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যথা সময়ে, একটি ব্যবহারযোগ্য স্থানে, প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী ও অন্যান্য আগ্রহী লোকদের কাছে যথাযথভাবে ও বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরতে হবে যা ইএসএস১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে তারা প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে ফলপ্রসূ মতামত দিতে পারে।

পরামর্শ ও অংশগ্রহণ

৫০. ব্যাংক অংশীদারদের সঙ্গে আগাম ও অব্যাহত সম্পৃক্ততা এবং অর্থপূর্ণ আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেয়। ব্যাংক চাইবে যে, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রা অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ, আলোচনা এবং তথ্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী, অন্যান্য গোষ্ঠী, বা প্রস্তাবিত প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সহ অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্বেগ অনুধাবন করতে এবং ঋণ গ্রহীতা কিভাবে এই ধরনের উদ্বেগ ইএসএস১০ অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরাহা করবে, সে বিষয়ে পরামর্শমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার ব্যাংকের থাকবে।

৫১. ইএসএস৭ প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করার জন্য, ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীরা বা তাদের কোন সমষ্টিগত সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য একটি যাচাই কাজ সম্পন্ন করবে। এই যাচাইকালে, ব্যাংক প্রকল্প এলাকায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাইতে পারে। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদিবাসী ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে পরামর্শ করবে। কাঠামোটি এই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, ব্যাংক প্রকল্প যাচাইকালে আদিবাসীদের চিহ্নিতকরণের জন্য ঋণ গ্রহীতার কাঠামো অনুসরণ করতে পারে। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায়, আদিবাসীদের উপস্থিতি বা একটি সমষ্টিগত সম্পৃক্ততা থাকলে, ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা ইএসএস৭[২৯] অনুসারে আদিবাসীদের সঙ্গে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। এই অর্থপূর্ণ আলোচনার ফলাফল নথিভুক্ত করা হবে। ব্যাংক, প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থপূর্ণ আলোচনার ফলাফল নিশ্চিত করবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহন করা হবে কিনা, সে ব্যাপারে এই প্রক্রিয়া ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অবদান রাখবে।

৫২. এছাড়াও, ব্যাংক মনে করে যে, আদিবাসীরা তাদের ভূমি, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হারিয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে, বা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ক্ষতির বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়ে, ব্যাংক চাইবে যে, ইএসএস৭ অনুযায়ী যখন এই ধরনের পরিস্থিতি পরিলক্ষিত[৩০] হয়, তখন ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের কাছ থেকে অবাধ, অগ্রাধিকারমূলক ও তথ্য ভিত্তিক সম্মতি (এফপিআইসি) গ্রহন করবে। এফপিআইসি'র কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। এতে সর্বসম্মতি জরুরি নয়; এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা বা তাদের মধ্যে ব্যক্তি বা গ্রুপ একমত না হলেও সম্মতি লাভ করা যেতে পারে। ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের কাছ থেকে এই ধরনের সম্মতি পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হলে, এসব আদিবাসী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে না। এসব ক্ষেত্রে, ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্প আদিবাসীদের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

---

[২৯] ইএসএস৭ এর ১৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

[৩০] ইএসএস৭ এর খ অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত নির্ধারণ করা হয়েছে।

. পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সহায়তা

৫৩. ব্যাংক ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতার প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের পর্যবেক্ষণের মাত্রা সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রকল্পের প্রভাবের সমানুপাতিক হবে। ব্যাংক ওপি ১০.০০ অনুযায়ী[৩১] একটি চলমান ভিত্তিতে প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করবে। আইনগত চুক্তিতে নির্ধারিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত একটি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে না। প্রকল্প সমাপ্তির সময় ব্যাংকের মূল্যায়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে কোন কোন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি তা নির্ধারণ করা যায় এবং ব্যাংকের অব্যাহত তদারকি ও বাস্তবায়ন সহায়তাসহ আরও ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ প্রয়োজন হবে কি না ব্যাংক তা নির্ধারণ করবে।

৫৪. ব্যাংক ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ঋণ গ্রহীতার পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করবে এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মসম্পাদনে বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করবে।

৫৫. যথাযথ বিবেচিত হলে, ব্যাংক প্রকল্প পর্যবেক্ষণ তথ্য সম্পূর্ণ বা যাচাই করার জন্য স্টেকহোল্ডার ও তৃতীয় পক্ষ যেমন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা বেসরকারি সংস্থাকে (এনজিও) নিয়োগ করতে ঋণ গ্রহীতাকে শর্ত দিবে। অন্যান্য সংস্থা বা তৃতীয় পক্ষকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনায় এবং প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেয়া হলে, ব্যাংক এই ধরণের প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ করতে এই ধরণের সংস্থা ও তৃতীয় পক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পরামর্শ দিবে।

৫৬. ব্যাংক সংশোধনমূলক বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে একমত হলে, সকল ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ ইএসসিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ব্যাংকের অভিমত অনুযায়ী একটি যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, এগুলো ইএসসিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে, এই ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি-তে নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সুরাহা করা হবে। ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায়, ব্যাংকের প্রতিকার ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োগ করার অধিকার রাখবে।

অভিযোগ প্রতিকার কৌশল ও জবাবদিহিতা

৫৭. ব্যাংক শর্ত দিবে যে, ঋণ গ্রহীতা বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্বেগ ও অভিযোগ প্রতিকারের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার কৌশল, প্রক্রিয়া, বা পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। অভিযোগ প্রতিকার কৌশলটি প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।[৩২]

৫৮. প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী প্রকল্পের অভিযোগ প্রতিকার কৌশল, যথাযথ স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার কৌশল, বা বিশ্ব ব্যাংকের করপোরেট অভিযোগ প্রতিকার পরিষেবা (জিআরএস) কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাংকের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দিতে পারেন।

---

[৩১] ব্যাংক ওপি ১০.০০ এ নির্ধারিত সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করবে।

[৩২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রয়োগ করতে পারে; শর্ত থাকে যে, এগুলো যথাযথভাবে প্রণীত ও বাস্তবায়িত এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত; এগুলো প্রকল্প ভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে প্রয়োজন হতে পারে।

জিআরএস নিশ্চিত করবে যে, অবিলম্বে প্রকল্প সংক্রান্ত উদ্বেগের সুরাহা করার জন্য প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করা হবে। তাদের উদ্বেগ সম্পর্কে সরাসরি বিশ্বব্যাংকের মনোযোগ আকর্ষণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ে সাড়াদানের সুযোগ প্রদান করার পর, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলো বিশ্বব্যাংকের নীতি ও কার্যবিধি প্রতিপালন না করার কারণে ক্ষতি ঘটেছে কিনা তা নির্ধারণের একটি নিরপেক্ষ প্রতিপালন নিরীক্ষা সম্পন্ন করার অনুরোধ করতে বিশ্বব্যাংকের নিরপেক্ষ পরিদর্শন প্যানেলের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

৫৯. ব্যাংক এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে দায়িত্ব ও যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ করবে।
৬০. এই নীতি [ ] হিসাবে কার্যকর. এই নীতির পাদটীকা ১ -এ চিহ্নিত ব্যাংকের বিদ্যমান নীতি সাপেক্ষে এই নীতিমালা কার্যকর করার আগে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে প্রাথমিক অনুমোদন গ্রহন করতে হবে।
৬১. ব্যাংক এই নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা, কার্যবিধি ও যথাযথ সহায়িকা ও তথ্য ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।
৬২. এই নীতি অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা এবং পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথভাবে সংশোধিত বা হালনাগাদ করা হবে।

পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খসড়া ১ জুলাই, ২০১৫

ঋণ গ্রহীতার শর্তাবলী

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১-১০

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

১. ইএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পরিবেশগত ও সামাজিক সুফল লাভের লক্ষ্যে, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব ইএসএস১ নির্ধারণ করে।

২. প্রকল্পগুলো পরিবেশগত ও সামাজিক দিক থেকে কল্যাণকর ও টেকসই তা নিশ্চিতকরণে সহায়তা দিতে ব্যাংকের অর্থায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতা[১] প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি প্রকল্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য দিবে এবং প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন উন্নত করতে ব্যবহার করা হবে।

৩. ঋণ গ্রহীতা পদ্ধতিগতভাবে, প্রকল্পের ধরণ ও আকার এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব অনুযায়ী প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করবে।

৪. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্ত একটি প্রকল্পের মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে, ঋণ গ্রহীতা, যথাযথ বিবেচিত হলে, প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব লাঘব করতে ঋণ গ্রহীতার জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর পুরোটি বা অংশ বিশেষ ব্যবহার করার বিষয়ে ব্যাংকের সঙ্গে একমত হতে পারে; যাতে এই ধরণের ব্যবহার প্রকল্পকে ইএসএসএস এর সঙ্গে বাস্তবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

৫. ইএসএস১ এ নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ইএসএস১ এর অংশ এবং এতে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

- পরিশিষ্ট ১: পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন;
- পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা; এবং
- পরিশিষ্ট ৩: ঠিকাদারদের ব্যবস্থাপনা।

লক্ষ্যসমূহ

- ইএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে।

---

[১] এটি স্বীকৃত যে, ঋণ গ্রহীতা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা নাও হতে পারে। তাসত্ত্বেও, ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে যাতে এটি ব্যাংকের সঙ্গে সম্মত উপায় ও সময়সীমার মধ্যে ইএসএসএস সংক্রান্ত সকল শর্ত পূরণ করেছে। ঋণ গ্রহীতা আরো নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত যে কোন সংস্থা ইএসএসএস শর্তাবলী এবং ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তির বিশেষ শর্তগুলো অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার সকল দায়িত্ব ও

অঙ্গীকারের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। নিয়োজিত ঠিকাদার, বা ঋণ গ্রহীতার পক্ষে কর্মরত অথবা বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঋণ গ্রহীতার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে বিবেচিত হবে।

- পর্যায়ক্রমিক প্রভাব প্রশমন পদ্ধতি গ্রহন করতে:

  (ক) ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা ও এড়ানোর জন্য;
  (খ) এড়ানো সম্ভব না হলে, গ্রহনযোগ্য পর্যায়ে ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো কমিয়ে আনা বা হ্রাস করা;
  (গ) একবার ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো কমিয়ে আনতে, হ্রাস বা লাঘব করতে পারলে; এবং
  (ঘ) যেখানে আরো কিছু ঝুঁকি ও প্রভাব রয়ে যায়, সেখানে কারিগরি[২] বা আর্থিক[৩] দিক থেকে সম্ভাব্য বিবেচিত হলে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বা বন্ধ করে দেয়া।

- যথাযথ বিবেচিত হলে, প্রকল্পের মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যবস্থা, আইন, বিধি-বিধান ও কার্যবিধি ব্যবহার;
- ঋণ গ্রহীতার সামর্থের স্বীকৃতি ও উন্নয়নের উপায় অনুযায়ী, উন্নত পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড জোরদার করা।

প্রয়োগের আওতা
----

৬. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের[৭] মাধ্যমে ব্যাংকের[৬] সহায়তায় পরিচালিত সকল প্রকল্পের[৪] [৫] ক্ষেত্রে ইএসএস১ প্রযোজ্য।

---

[২] কারিগরি সম্ভাব্যতার ভিত্তি হচ্ছে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যমান দক্ষতা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা, এক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থানীয় অন্যান্য বিষয়গুলোও বিবেচনা করতে হবে যেমন, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, নিরাপত্তা, শাসন ব্যবস্থা, সক্ষমতা ও পরিচালনগত বাস্তবতা।

[৩] আর্থিক সম্ভাব্যতা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক আর্থিক বিভিন্ন বিষয় বিচেনার ওপর যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের বিনিয়োগ, পরিচালন, ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডের তুলনায় এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহনের বাড়তি ব্যয়ের মাত্রা এবং এই বাড়তি ব্যয় ঋণ গ্রহীতার জন্য প্রকল্পটি অনুপযুক্ত করে তোলে কি না।

[৪] কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ওপি/বিপি ১০.০০, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন প্রযোজ্য। বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি এবং ইএসএসএস উন্নয়ন নীতি ঋণদান (যার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিধিমালা ওপি/বিপি ৮.৬০, উন্নয়ন নীতি ঋণদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে) ব্যবস্থা অথবা প্রোগ্রাম ফর রিজাল্ট ফিনান্সিং (যার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিধিমালা ওপি/বিপি ৯.০০, প্রোগ্রাম ফর রিজাল্ট ফিনান্সিং নির্ধারণ করা হয়েছে) পরিচালিত কর্মসূচিতে প্রযোজ্য হবে না।

৫ এসব প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত কারিগরি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেখানে একটি একক প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশ হোক না কেন। কিছু কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ড থাকতে পারে যেগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব নেই। তবে, ভবিষ্যতে পরিকল্পনা, কৌশল, নীতি, সমীক্ষা বা অন্য কোন কারিগরি সহায়তার ফলাফলের ঝুঁকি ও প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তাই, ইএসএস১ এর ১৩-১৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্তাবলী ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হলে কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করা হবে। কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ডের পরিধি ও ফলাফল চিহ্নিতকারী কার্যপরিধি, কর্মপরিকল্পনা বা অন্য কোন নথিপত্র প্রণয়নকালে নিশ্চিত করা হবে যে, প্রদেয় পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা ইএসএস১ -১০ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫ ওপি ১০.০০ এ আরো বিস্তারিত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬ বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির ৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী, ব্যাংক কেবল সেইসব প্রকল্পে সহায়তা দিবে যেগুলো ব্যাংকের আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সীমারেখার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

৭ প্রকল্প ওপি ১০.০০ এর অধীনে গ্যারান্টির একটি বিধিতে সম্পৃক্ত হলে, ইএসএস ব্যবস্থা প্রয়োগের পরিধি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড বা গ্যারান্টির মাধ্যমে প্রদত্ত অঙ্গীকারের ওপর নির্ভর করবে।

৭. ‘প্রকল্প’ হচ্ছে কিছু কর্মকাণ্ড যার জন্য ঋণ গ্রহীতা অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী ব্যাংকের অর্থায়ন চেয়েছে এবং যা ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে আইনগত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত।[৮]

৮. অন্য কোন বহুজাতিক বা সহযোগী অর্থায়ন সংস্থার[৯] সঙ্গে ব্যাংক একটি প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একটি অভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্য ব্যাংক ও এই ধরণের সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করবে। শর্ত থাকে যে, এই ধরণের পদ্ধতি ইএসএস[১০] এর সঙ্গে বাস্তবিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলতে পারলেই কেবল একটি অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহনযোগ্য হবে। ঋণ গ্রহীতাকে প্রকল্পে অভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

৯. ইএসএস১ অন্যান্য সকল সহযোগী কর্মকাণ্ডের[১১] ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সহযোগী কর্মকাণ্ডগুলো এই পর্যায়ে ইএসএস শর্তগুলো পূরণ করবে যে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের সহযোগী কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব রাখতে পারে।

১০. এই ইএসএস এর লক্ষ্য পূরণের জন্য, ‘সহযোগী কর্মকাণ্ড’ অর্থ হচ্ছে অন্য কোন সেবা বা কর্মকাণ্ড যা প্রকল্পের অংশ হিসেবে অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং (ক) সরাসরি ও গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; এবং (খ) প্রকল্পের পাশাপাশি সম্পন্ন করা হয়েছে বা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং (গ) প্রকল্পকে টেকসই করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকল্প না থাকলে এটি নির্মান বা সম্প্রসারণ করা হতো না।

১১. যেখানে :

(ক) প্রকল্পের জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছে, অভিন্ন পদ্ধতি সহযোগী কর্মকাণ্ডে প্রযোজ্য হবে;

(খ) সহযোগী কর্মকাণ্ড অন্যান্য বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থার মাধমে পরিচালিত, ঋণ গ্রহীতা এসব সহযোগী কর্মকাণ্ডে এই ধরণের অন্যান্য সংস্থার শর্ত প্রয়োগ করার ব্যাপারে ব্যাংকের সঙ্গে একমত হতে পারে। তবে, শর্ত থাকে যে, এই ধরণের শর্ত ইএসএস এর সঙ্গে বাস্তবিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলবে।

১২. যখন ব্যাংক একটি অর্থায়ন মধ্যস্থতাকারী (এফআই) সংস্পৃক্ত একটি প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থা ইতোমধ্যে একই এফআই-কে অর্থ প্রদান করেছে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা এফআই এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সহ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য এই ধরণের সংস্থাগুলোর শর্তাবলীর ওপর নির্ভর করার বিষয়ে ব্যাংকের সঙ্গে একমত হতে পারে। তবে, শর্ত থাকে যে, এই ধরণের শর্ত ইএসএস এর সঙ্গে বাস্তবিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলবে।

---

[৮] কর্মকাণ্ডের সুযোগ যার জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন করা যেতে পারে, এই বিষয়গুলো ওপি ১০.০০ তে নির্ধারণ করা হয়েছে।

[৯] এসব সংস্থাগুলোর মধ্যে আইএফসি এবং মিগা অন্তর্ভুক্ত হবে।

[১০] এ ক্ষেত্রে ৮,১১, ১২ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অভিন্ন পদ্ধতি বা শর্তগুলো গ্রহনযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে, ব্যাংক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থাগুলোর নীতি, মানদণ্ড ও বাস্তবায়ন কার্যবিধিগুলো বিবেচনা করবে। অভিন্ন পদ্ধতির অধীনে সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি’তে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

[১১] ঋণ গ্রহীতা আইনগত, নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোসহ প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সহযোগী কর্মকান্ডে যেসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে না, সেগুলো তুলে ধরবে।

শর্তাবলী

১৩. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করবে যাতে ব্যাংকের কাছে গ্রহনযোগ্য উপায়ে ও সময়সীমার মধ্যে ইএসএস সংক্রান্ত শর্তগুলো পূরণ করা যায়।[12]

১৪. ঋণ গ্রহীতা

(ক) স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা সহ প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করবে;
(খ) স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা গ্রহন এবং ইএসএস১০ অনুযায়ী যথাযথ তথ্য প্রকাশ করবে;
(গ) একটি ইএসসিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে; এবং
(ঘ) ইএসএস এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক দক্ষতার বিষয়ে তদারকি ও রিপোর্টিং করবে।

১৫. যেখানে ইএসসিপি চায় যে, ঋণ গ্রহীতা কোন প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব এড়াতে, কমিয়ে আনতে, হ্রাস করতে বা প্রশমিত করতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহনের পরিকল্পনা করবে বা গ্রহন করবে, সেখানে ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এমন কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে না, যা ইএসসিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন ধরণের বাস্তবিক প্রতিকুল পরিবেশগত বা সামজিক ঝুঁকি বা প্রভাব ফেলতে পারে।

১৬. প্রকল্প যদি বোর্ডের অনুমোদকালে এমন কোন বিদ্যমান স্থাপনা বা কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে যা ইএসএস সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করে না, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে এই ধরণের স্থাপনা ও কর্মকাণ্ড ইএসসিপি অনুযায়ী ইএসএস শর্তাবলী পূরণ করতে পারে।

১৭. প্রকল্প পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা (ইএইচএসজিএস) সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো প্রয়োগ করবে। স্বাগতিক দেশের শর্তগুলোর সঙ্গে ইএইচএসজিএস -এ উল্লেখিত পর্যায় ও ব্যবস্থাগুলোর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে, ঋণ গ্রহীতাকে অধিকতর কঠিন পর্যায় অর্জন বা বাস্তবায়ন করতে হবে। ঋণ গ্রহীতার সীমিত কারিগরি বা আর্থিক সীমাবদ্ধতা বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ইএইচএসজিএস-এ উল্লেখিত পর্যায় বা ব্যবস্থাগুলোর তুলনায় কম কঠিন বিষয়গুলো যথাযথ বিবেচিত হলে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অন্য কোন প্রস্তাবিত বিকল্পের বিষয়ে পূর্ণ ও বিস্তারিত যৌক্তিকতা তুলে ধরবে। এই যৌক্তিকতায় ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনকভাবে তুলে ধরতে হবে যে, কোন বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নেয়া ইএসএস লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ইএইচএসজিএস প্রযোজ্য, এবং কোন ধরণের পরিবেশগত বা সামাজিক ক্ষতির কারণ হবে না।

---

[12] একটি উপায় ও সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ব্যাংক সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও তাৎপর্য, প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা, প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত ঋণ গ্রহীতা ও অন্যান্য সংস্থার সামর্থ, এবং এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার সম্ভাব্য বা গৃহীত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করতে হবে।

ক. ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহার

১৮. যখন একটি প্রকল্পে ব্যাংকের সহায়তার জন্য প্রস্তাব করা হয়, ঋণ গ্রহীতা বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো) পুরোটি বা অংশ বিশেষ ব্যবহার করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ জানাতে পারে; শর্ত থাকে যে, এটি প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো দূর করতে পারবে এবং প্রকল্পকে ইএসএসএস অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণভাবে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের অনুরোধের জন্য, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো সম্পর্কে ব্যাংকের পর্যালোচনার ভিত্তিতে ব্যাংকের কাছে তথ্য দিবে।[১৩, ১৪]

১৯. ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে যে কোন ঘাটতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে, যা এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ ইএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পকে সক্ষম করে তোলার জন্য আবশ্যক। প্রকল্প প্রণয়ন বা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা, যে কোন সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আধা-জাতীয় বা খাত ভিত্তিক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নিয়ে যে কোন সামর্থ গঠনমূলক ইস্যুর সমাধান করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহন করবে। সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমার মধ্যে ইএসসিপি'র অংশ বিশেষ গঠন করবে।

২০. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে ইএসসিপি-তে চিহ্নিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো এবং গ্রহনযোগ্য বাস্তবায়ন রীতি, ট্র্যাক রেকর্ড, সামর্থ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহন করবে। ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংককে অবহিত করবে যা প্রকল্পের[১৫] ক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে পারে। যদি ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ইএসএসএস ও ইএসসিপি'র লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ইএসএসএস অনুযায়ী যথাযথভাবে অতিরিক্ত মূল্যায়ন এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করবে এবং ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য ইএসসিপি-তে পরিবর্তনের প্রস্তাব করবে।

---

[১৩] ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে দেশের নীতি, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, এবং তাদের জাতীয়, আধা-জাতীয়, বা খাত ভিত্তিক বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রযোজ্য আইন ও বিধি, বিধান ও কার্যবিধি এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সংক্রান্ত বাস্তবায়ন সক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আওতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা বা সুস্পষ্টতার অভাব থাকলে, এগুলো চিহ্নিত এবং ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান ইএস কাঠামোর বিভিন্ন দিক প্রাসঙ্গিক হলেও প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে তা ভিন্ন হবে, এই ধরণের বিভিন্ন বিষয় যেমন ধরণ, আকার, অবস্থান, প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করবে।

[১৪] ঋণ গ্রহীতার দেয়া তথ্য ইএসএস পদ্ধতির সঙ্গে বাস্তবসম্মত সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পকে সক্ষম করে তুলতে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ব্যবহার করা হবে কিনা এবং তা কতটুকু হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা দিবে। ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের কাছে ঋণ গ্রহীতা বা নামকরা তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রদান করবে, সেইসাথে দেশে সম্পন্ন অন্য প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের সঙ্গে তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা উল্লেখ করা হবে।

[১৫] ব্যাংকের অভিমত অনুযায়ী এই ধরণের পরিবর্তন ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পে এই ধরণের পরিবর্তন প্রয়োগ করবে।

খ. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন

২১. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের একটি পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন[১৬] সম্পন্ন করবে। এই মূল্যায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের জন্য উপযুক্ত হতে হবে এবং ইএসএস২-১০ পর্যন্ত মানদণ্ডগুলোতে যেগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত সেগুলোসহ প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে[১৭] সংশ্লিষ্ট সকল প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং সম্মিলিত[১৮] পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব একটি সমন্বিত উপায়ে মূল্যায়ন করবে।

২২. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের ভিত্তি হবে বিদ্যমান তথ্যসহ প্রকল্পের একটি সঠিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং প্রভাবগুলোর বৈশিষ্ট্য ও লাঘব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিস্তারিত বিবরণের একটি সঠিক পর্যায়ে যে কোন সংশ্লিষ্ট দিক এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ভিত্তিরেখামূলক উপাত্ত। মূল্যায়নকালে প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে মূল্যায়ন, প্রকল্পের বিকল্প পরীক্ষা, প্রতিকুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমিক প্রশমন ব্যবস্থা প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রকল্প বাছাই, এলাকা নির্ধারণ, পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকগুলো উন্নত করার উপায় চিহ্নিত করা এবং প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবগুলো জোরদার করতে সুযোগ সন্ধান করা। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে ইএসএস১০ অনুযায়ী মূল্যায়নের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

২৩. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন হবে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রণীত একটি ব্যাপক, সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ও প্রভাব সংক্রান্ত উপস্থাপনা। অধিক এবং অনেক বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন প্রকল্পগুলোর জন্য সেইসাথে অন্যান্য পরিস্থিতিতে, ঋণ গ্রহীতার সামর্থ সীমিত হলে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিবে।

২৪. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল ইস্যু যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু সংক্রান্ত দেশের প্রযোজ্য নীতি কাঠামো, জাতীয় আইন ও প্রবিধান, এবং (বাস্তবায়ন সহ) প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ; দেশের পরিস্থিতি ও প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা; দেশের পরিবেশগত বা সামাজিক গবেষণা; জাতীয় পরিবেশ বা সমাজ কর্ম পরিকল্পনা; সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও চুক্তির অধীনে প্রকল্পে সরাসরি প্রযোজ্য দেশের জন্য বাধ্যবাধকতা;

---

[১৬] ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত ও মূল্যায়নের জন্য স্কোপিং, পরিবেশগত ও সামাজিক বিশ্লেষণ, তদন্ত, নিরীক্ষা, জরিপ ও সমীক্ষা সহ যথাযথ পদ্ধতি ও উপায় চিহ্নিত ও ব্যবহার করবে। এসব পদ্ধতি ও উপায়গুলোতে প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকার প্রতিফলিত হবে এবং যথাযথ বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর একটি সমন্বয় (অথবা উপাদান) অন্তর্ভুক্ত করা হবে: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ); পরিবেশগত নিরীক্ষা; বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন; সামাজিক ও সংঘাত মূল্যায়ন; পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি); পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ); আঞ্চলিক বা খাত ভিত্তিক ইআইএ; কৌশলগত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন (এসইএসএ)। একটি প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে মূল্যায়নের বিশেষ পদ্ধতি ও উপায় ব্যবহার করতে হতে পারে যেমন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাত ভিত্তিক বা আঞ্চলিক প্রভাব থাকলে, একটি খাত ভিত্তিক বা আঞ্চলিক ইআইএ প্রয়োজন হবে।

[১৭] এতে প্রাক-নির্মান, নির্মান, পরিচালন, অবসান ঘটানো, বন্ধ করা, পুনর্বহাল করা এবং পুন:প্রতিষ্ঠা করতে হতে পারে।

[১৮] মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অতীত, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঘটনার এবং অপরিকল্পিত তবে অনুমানযোগ্য প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফলে পরে বা অন্য কোন স্থানে উদ্ভুত হতে পারে এমন প্রভাবগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে প্রকল্পের সার্বিক প্রভাবগুলো বিবেচনা করা হবে।

(খ) ইএসএস এর অধীনে প্রযোজ্য শর্তাবলী; এবং (গ) ইএইচএসজিএস এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অনুসরনীয় শিল্প রীতি (জিআইআইপি)[১৯]। প্রকল্পের মূল্যায়ন, এবং মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রস্তাব, এই অনুচ্ছেদের শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২৫. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন একটি প্রভাব প্রশমন অনুক্রম প্রয়োগ করবে, যা গ্রহণযোগ্য মাত্রার প্রভাব হ্রাস বা কমিয়ে আনার[২০] চেয়ে বরং প্রভাব পরিহার করার পক্ষপাতী হবে এবং অবশিষ্ট ঝুঁকি বা প্রভাব থাকলে সেখানে কারিগরি দিক থেকে এবং আর্থিকভাবে সম্ভবপর হলে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

২৬. সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকল পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা করবে; যেমনঃ

(ক) পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ, যেমন (১) ইএইচএসজিএস দ্বারা সংজ্ঞায়িত; (২) জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় (বাঁধ নিরাপত্তা ও কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার সহ); (৩) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বা বৈশ্বিক ঝুঁকি ও প্রভাব; (৫) সুরক্ষা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ও জীববৈচিত্র্যের পুনরুদ্ধার; এবং (৬) প্রতিবেশ ব্যবস্থা[২১] সংশ্লিষ্ট সেবা এবং মৎস্য ও বন সহ প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদ;

(খ) সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, যেমন: (১) ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত, অপরাধ বা সহিংসতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা হুমকি; (২) নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, অনগ্রসরতা বা ঝুঁকিপ্রবন[২২] হওয়ার কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রকল্পের প্রভাবের ফলে ঝুঁকি; (৩) বিশেষ করে অনগ্রসর বা ঝুঁকিপ্রবন হতে পারে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, উন্নয়ন সম্পদ এবং প্রকল্প সুবিধা লাভের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য; (৪) অনৈচ্ছিকভাবে ভূমি গ্রহন বা জমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নেতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব;

---

[১৯] অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতি হচ্ছে পেশাগত দক্ষতা, নিরলস প্রয়াস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার অনুশীলন যা যুক্তিসঙ্গতভাবেই বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে একই বা অনুরূপ পরিস্থিতিতে গৃহীত একই ধরণের কাজে সম্পৃক্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের কাছ থেকে আশা করা যায়। এই ধরণের অনুশীলনের ফলাফল হবে যে, প্রকল্প সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রকল্প সর্বাধিক যথাযথ প্রযুক্তি নিয়োজিত করেছে।

[২০] ঝুঁকি ও প্রভাব লাঘব পর্যায়গুলো ইএসএস ২-১০ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে, যেখানে প্রাসঙ্গিক, আরো বিস্তারিত আলোচনা ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

[২১] প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবা হচ্ছে সুবিধাদি যা লোকজন প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে আহরন করে। প্রতিবেশ ব্যবস্থা চারটি ধরণে বিভক্ত: (১) সেবা প্রদানের সুবিধা যা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে পায় এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, মিঠাপানি, কাঠ, তন্তু, ভেষজ উদ্ভিদ; (২) নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা যা প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে লোকজন আহরণ করে থাকে যেমন, ভূপৃষ্ঠের পানি পরিশোধন, কার্বন স্টোরেজ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা; (৩) সাংস্কৃতিক সেবা যা প্রতিবেশ ব্যবস্থায় মানুষ বিমূর্ত সুবিধা হিসেবে আহরণ করে থাকে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে পবিত্র স্থানসমূহ, বিনোদনের ও নান্দনিক কিছু উপভোগ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান; এবং (৪) সহায়ক সেবা যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও অন্যান্য পরিষেবা বজায় রাখে যেমন, মাটির গঠন, পুষ্টি চক্র, এবং প্রাথমিক উৎপাদন।

[২২] অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন ব্যক্তি হচ্ছে যারা নানা কারণে যেমন তাদের বয়স, লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, শারীরিক, মানসিক বা অন্যান্য অক্ষমতা, সামাজিক, নাগরিক বা স্বাস্থ্যের অবস্থা, যৌন, লিঙ্গ পরিচয়, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা আদিবাসী অবস্থা এবং/বা অনন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য প্রকল্পের প্রভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এবং/বা একটি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ অন্যদের তুলনায় কম। এই রকম ব্যক্তি/গোষ্ঠী মূলধারার আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে বা সম্পূণরূপে অংশগ্রহণে অক্ষম হতে পারে এবং তা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন এবং/বা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। বয়সের বিবেচনায় বিভিন্ন পরিস্থিতি সহ বয়স্ক ও ছোটদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেখানে তারা পরিবার, জনগোষ্ঠী বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল।

(৫) জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও ব্যবহার[২৩] সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব, (প্রাসঙ্গিক হিসাবে) এর সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় ভূমি ব্যবহারের ধরণ ও দখলী ব্যবস্থা, জমিতে প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জমির মূল্য, এবং জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিরোধ বা প্রতিযোগিতার কারণে কোনো ঝুঁকির প্রেক্ষিতে প্রকল্পে সম্ভাব্য প্রভাব; (৬) শ্রমিক ও প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রভাব; এবং (৭) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি।

২৭. প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন অনগ্রসর বা ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করলে, ঋণ গ্রহীতা পৃথক ব্যবস্থার প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করবে যাতে বিরূপ প্রভাব অনগ্রসর বা ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ওপর সামঞ্জস্যহীনভাবে না পড়ে, এবং তারা যাতে কোন উন্নয়ন সুবিধা এবং প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সুযোগ লাভে বঞ্চিত না হয়।
২৮. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবা চিহ্নিত করবে যা প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জনগোষ্ঠীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তারা প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার এবং উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে।

২৯. প্রকল্প যদি কোন উপ প্রকল্প প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে, ঋণ গ্রহীতা যথাযথ পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করবে:
(ক) ইএসএসএস অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন উপপ্রকল্প;
(খ) অনেক বেশী ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি এবং ঝুঁকি কম উপপ্রকল্পসমূহ, জাতীয় আইন ও অন্য যে কোনো ইএসএস শর্ত অনুযায়ী যা ব্যাংক উপপ্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।
৩০. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, ইএসএস শর্ত পূরণের লক্ষ্যে একটি উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এবং জাতীয় আইন ও ব্যাংকের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত ইএসএস শর্ত পূরণ করার জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ উপপ্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩১. উপপ্রকল্পের উচ্চ ঝুঁকি রেটিং যদি বৃদ্ধি পেয়ে অধিকতর ঝুঁকি রেটিং পর্যায়ে ওঠে যায়, তাহলে ঋণ গ্রহীতা প্রাসঙ্গিক ইএসএস[২৪] শর্ত প্রয়োগ করবে এবং সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো রেকর্ড করার জন্য যথাযথভাবে ইএসসিপি হালনাগাদ করা হবে।
৩২. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সহযোগী স্থাপনার সম্ভাবনাময় পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতা সহযোগী স্থাপনার ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো এমনভাবে দূর করবে যাতে তা সহযোগী স্থাপনার ওপর সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবের সমানুপাতিক হয়। ঋণ গ্রহীতা ইএসএস শর্ত পূরণের জন্য সহযোগী স্থাপনার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে না পারলে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে সহযোগী স্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি ও প্রভাব সৃষ্টি করবে তা চিহ্নিত করবে।

---

[২৩] এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব একটি প্রকল্পের সহায়তায় ভূমির নাম জারি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণে উদ্ভূত হতে পারে। এই ধরণের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরো জানতে ইএসএস ১ পরিশিষ্ট ১ এর পাদটিকা ১০ দেখুন।

[২৪] 'ইএসএস পদ্ধতির শর্তগুলো' অন্যান্য কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত যার জন্য ঝুঁকি রেটিং বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৩. প্রকল্পগুলো উচ্চ ঝুঁকি বা বিরোধপূর্ণ হলে বা গুরুতর বহুমাত্রিক পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব থাকলে, ঋণ গ্রহীতাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত করতে হতে পারে। এই ধরণের বিশেষজ্ঞরা, প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে, একটি উপদেষ্টা প্যানেলের অংশ হিসেবে অথবা ঋণ গ্রহীতা দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, প্রকল্পের ব্যাপারে নিরপেক্ষ পরামর্শ দিবে ও তদারকি করবে।

৩৪. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রাথমিক সরবরাহকারীদের[২৫] সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনা করবে এবং এই ধরনের ঝুঁকি ও প্রভাব ইএসএস২ এবং ইএসএস৬ শর্ত অনুযায়ী দূর করা হবে।

৩৫. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্ভাব্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আন্তঃসীমান্ত ও বৈশ্বিক ঝুঁকি ও প্রভাব যেমন দূষণ ছড়িয়ে পড়া ও নির্গমন, আন্তর্জাতিক জলপথ দূষণ বা ব্যবহার বৃদ্ধি, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী[২৬] নির্গমন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, অভিযোজন ও সহিষ্ণুতার বিষয় এবং হুমকির সম্মুখীন বা বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থলগুলোর ওপর প্রভাব বিবেচনা করবে।

গ. পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা

৩৬. ঋণ গ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইএসএস অনুযায়ী প্রতিপালন শর্ত পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে। ইএসসিপি সম্পর্কে ব্যাংকের সঙ্গে একমত হতে হবে এবং এটি আইনি চুক্তির অংশ গঠন করবে। ইএসসিপি প্রকাশ করা হবে।

৩৭. ইএসসিপি পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের ফলাফল, ব্যাংক এর পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ, এবং অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততার ফলাফল বিবেচনা করবে। এটি প্রকল্পের[২৭] সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এড়ানো, কমিয়ে আনা, হ্রাস করা বা অন্য কোনভাবে প্রশমিত করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের সঠিক সারসংক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি কর্ম সমাপ্তির তারিখ ইএসসিপি-তে উল্লেখ করা হবে।

৩৮. একটি সাধারণ পদ্ধতি[২৮] সম্পর্কে সম্মত হলে, ইএসসিপি-তে একটি সাধারণ পদ্ধতির শর্ত পূরণের জন্য প্রকল্পকে সক্ষম করতে ঋণ গ্রহীতার সম্মতি অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩৯. ইএসসিপি শর্ত যোগ করবে যে, ঋণ গ্রহীতা একটি প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যা প্রকল্পে প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা অভাবিত পরিস্থিতিতে অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনার সুযোগ দিবে। কিভাবে এই ধরণের পরিবর্তন বা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও রিপোর্ট করা হবে, তা প্রক্রিয়াকালে নির্ধারণ করা হবে এবং ইএসসিপি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে যে কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।

---

[২৫] প্রাথমিক সরবরাহকারীরা হচ্ছে যারা চলমান ভিত্তিতে প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা সামগ্রী সরাসরি প্রদান করে। প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সেইসব অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন এবং সেবা প্রক্রিয়া যা না থাকলে প্রকল্প চলতে পারেনা।

[২৬] এগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল গ্রীনহাউজ গ্যাস (জিএইচজিএস) এবং ব্ল্যাক কার্বন।

[২৭] এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ইতোমধ্যে গৃহীত যে কোন প্রভাব লাঘব ব্যবস্থা ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ; অন্যান্য পদক্ষেপ যা ব্যাংকের পরিচালকদের অনুমোদনের আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে; ইএসএস শর্ত পূরণের জন্য জাতীয় আইন ও বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ; ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করার জন্য পদক্ষেপ এবং অন্য যে কোন পদক্ষেপ যা ইএসএস শর্ত প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত। প্রাসঙ্গিক ইএসএস পদ্ধতিতে কি প্রয়োজন হবে তা রেফারেন্সের মাধ্যমে ঘাটতিগুলোর মূল্যায়ন করবে।

[২৮] অনুচ্ছেদ ৮ দেখুন।

৪০. ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী ইএসসিপি-তে চিহ্নিত ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপগুলো সযত্নে বাস্তবায়ন করবে, এবং তার পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে ইএসসিপি বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করবে।[২৯]

৪১. ইএসসিপি বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির[৩০] বিবরণ দিবে যা ঋণ গ্রহীতা সম্মত ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ব্যবহার করবে। এই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে থাকবে উপযুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো, পরিচালন নীতি, পরিচালন ব্যবহার পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, কার্যবিধি, রীতি-নীতি ও পুঁজি বিনিয়োগ। এসব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রশমন পদক্ষেপের সকল স্তরে প্রয়োগ এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে ইএসসিপি অনুযায়ী প্রযোজ্য আইন এবং নিয়মকানুন এবং ইএসএস শর্তগুলো[৩১] প্রকল্প পূরণ করতে পারে।

৪২. ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাসম্ভব মূল্যায়নযোগ্য ভাষায় (যেমন, সূচনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে) কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সংজ্ঞা দিবে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় যেমন লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সূচক উল্লেখ করবে যা নির্দিষ্ট সময়ে অনুসরণ করা যাবে।

৪৩. প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গতিশীল প্রকৃতি স্বীকৃতি করে, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি দীর্ঘমেয়াদী ও পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি গ্রহন করবে এবং প্রকল্প পরিস্থিতিতে পরিবর্তন, অভাবিত ঘটনা, নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ফলাফলের ক্ষেত্রে সাড়া দেয়ার উপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে।

৪৪. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি বা প্রকল্পের প্রভাবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে এমন অবস্থায় প্রকল্পের পরিধি, নকশা, বাস্তবায়ন বা পরিচালনার বিষয়ে যে কোনো প্রস্তাবিত পরিবর্তন অবিলম্বে ব্যাংককে অবহিত করবে। ঋণ গ্রহীতা যথাযথভাবে, অতিরিক্ত মূল্যায়ন, ইএসএস অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত, এবং ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য ইএসসিপিতে পরিবর্তনের প্রস্তাব, এবং এই ধরনের মূল্যায়ন ও আলোচনার ফলাফল অনুযায়ী যথাযথ প্রাসঙ্গিক পরিচালনার ব্যবস্থা করবে।

ঘ. প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

৪৫. ঋণ গ্রহীতা আইনি চুক্তি অনুযায়ী (ইএসসিপি সহ) প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যক্রম নিরীক্ষণ ও পরিমাপ করবে। পর্যবেক্ষণের পরিধি হবে ব্যাংকের সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে এবং তা প্রকল্পের প্রকৃতি, প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, এবং প্রতিপালন শর্ত মেনে চলার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত হবে। ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, সম্পদ এবং কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়েছে। যথাযথ বিবেচিত হলে, ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডার এবং তৃতীয় পক্ষ যেমন স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের, স্থানীয় সম্প্রদায় বা এনজিওকে তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে সহযোগিতা ও যাচাই করার জন্য সম্পৃক্ত করবে। যেখানে অন্যান্য সংস্থা বা তৃতীয় পক্ষ প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বা নির্দিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে, সেখানে ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের প্রশমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নিরীক্ষণ করতে এই ধরণের সংস্থা এবং তৃতীয় পক্ষগুলোর সাথে সহযোগিতা করবে।

---

[২৯] অনুচ্ছেদ ঘ দেখুন।

[৩০] বিস্তারিত বিষয়ের পরিধি ও ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার জটিলতা, প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব, এবং এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করার ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ যথাযথ হতে হবে। তারা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অভিজ্ঞতা সক্ষমতা বিবেচনায় নিবে; সেইসাথে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ বিবেচনা করা হবে এবং উদ্দেশ্য হবে পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যক্ষমতা জোরদার করতে সহায়তা প্রদান করা।

[৩১] প্রাসঙ্গিক জিআইআইপি সহ।

৪৬. সাধারণত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিধি প্রতিপালন ও অগ্রগতি যাচাই করার প্রাসঙ্গিক পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারির তথ্য রেকর্ডিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মক্ষমতা অভিজ্ঞতা, সেইসাথে প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুরোধকৃত পদক্ষেপসমূহ এবং কমিউনিটি সদস্যদের মতো স্টেকহোল্ডারদের মতামতগুলোর সমন্বয় সাধন করা হবে। ঋণ গ্রহীতা পর্যবেক্ষণের ফলাফল নথিবদ্ধ করবে।

৪৭. ঋণ গ্রহীতা ইএসসিপি-তে (কোন অবস্থায় বার্ষিক একবারের কম নয়) নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ ফলাফল ব্যাংকের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবে। এই ধরণের রিপোর্ট ইএসসিপি প্রতিপালন এবং ইএসএস শর্ত মেনে চলাসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ রেকর্ড প্রদান করবে। এই ধরণের রিপোর্ট ইএসএস১০ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিচালিত স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবে। ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর দায়িত্ব দিবে।

৪৮. পর্যবেক্ষণ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক এবং প্রতিরোধক কর্ম চিহ্নিত করবে এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতিতে, সংশোধিত ইএসসিপি বা প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। ঋণ গ্রহীতা সংশোধিত ইএসসিপি বা প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুযায়ী সম্মত সংশোধনমূলক এবং প্রতিরোধক কর্ম বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ এবং এই কর্মের উপর রিপোর্ট করবে।

৪৯. ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকের কর্মীদের বা পরামর্শকদের দ্বারা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করবে।

৫০. ঋণ গ্রহীতা অবিলম্বে, পরিবেশ, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী, জনগণ বা শ্রমিকদের উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব পড়েছে বা পড়ার সম্ভবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে প্রকল্প সংক্রান্ত যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিষয় ব্যাংককে অবহিত করবে। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো মৃত্যু বা গুরুতর জখম সহ এই ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা, সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হবে। ঋণ গ্রহীতা জাতীয় আইন ও ইএসএস অনুযায়ী, এই ধরণের কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নিবে।

ঙ. স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা এবং তথ্য প্রকাশ

৫১. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রকল্পের প্রভাবগুলোর ধরণ অনুযায়ী যথাযথভাবে, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে এবং তথ্য প্রদান করবে।

৫২. প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে যদি তা বাড়তি ঝুঁকি ও প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য প্রদান এবং এই ঝুঁকি কিভাবে মোকাবেলা করা যায়, সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। ঋণ গ্রহীতা প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করে একটি হালনাগাদ ইএসসিপি প্রকাশ করবে।

ইএসএস ১। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা

ইএসএসএস১ - পরিশিষ্ট ১. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন

ক. সাধারণ

১. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। ‘পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন’ হচ্ছে, একটি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত, এড়ানো, কমিয়ে আনা, হ্রাস বা প্রশমিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার ব্যবহৃত বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ।

২. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন হচ্ছে প্রকল্পকে পরিবেশগতভাবে এবং সামাজিকভাবে যথাযথ ও টেকসই করার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম এবং এটি সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যবহার করা হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন একটি নমনীয় প্রক্রিয়া যা প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ এবং ঋণগ্রহীতার পরিস্থিতির (নীচের অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন) উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

৩. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ইএসএস১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে, এবং বিশেষভাবে ইএসএস১-১০ এ চিহ্নিত বিষয়গুলো সহ প্রকল্পের সকল প্রাসঙ্গিক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও ক্রমসঞ্চিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোকে একটি সমন্বিত উপায়ে বিবেচনা করবে। প্রকল্পের ধরণ ও আকার এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের কি ফল হতে পারে, সে অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিশ্লেষণের মাত্রা, গভীরতা ও ধরণ গ্রহন করা হবে। সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ বিস্তারিত বিবরণের মাত্রা ও পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে।[1]

৪. যে পদ্ধতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পরিচালিত হবে এবং সমস্যাগুলোর সুরাহা করা হবে, তা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভিন্ন হবে। ঋণ গ্রহীতা সুযোগ-সুবিধা, স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা, সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা এবং ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে উদ্ভুত অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সহ বেশ কিছু কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে সব সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত ও সুরাহা করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সমন্বয় ও পরামর্শ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ও বিবেচনায় নিতে হবে।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে এবং বাস্তবায়নযোগ্য প্রশমন ব্যবস্থা সহ এই ধরণের মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধ করতে ঋণ গ্রহীতার ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায়গুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের[2] প্রকৃতি ও আকারের ধারণা প্রতিফলিত হয়। [3] ইএসএস১ এ উল্লিখিত, এসব বিষয়গুলোতে যথাযথ হলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বা সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

---

[1] ইএসএস১ অনুচ্ছেদ খ দেখুন।

[2] এগুলো জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তবলীর প্রতিফলন ঘটাবে, ঋণ গ্রহীতাকে এগুলোর ওপর নির্ভর করতে হতে পারে এই মাত্রায় যে, এগুলো ইএসএস এর শর্তগুলো পূরণ করেছে।

[3] ইএসএস১ অনুচ্ছেদ ২১ দেখুন।

ক. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ)

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) হচ্ছে একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার এবং বিকল্প বিষয় মূল্যায়ন এবং যথাযথ প্রশমন, ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়নের একটি হাতিয়ার।

খ. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষা

পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষা হচ্ছে একটি বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলোর প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারণ করার একটি উপায়। নিরীক্ষাকালে উদ্বেগ প্রশমিত করার যথাযথ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত ও সেগুলোর ব্যাখ্যা, ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোর খরচ প্রাক্কলন এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সূচীর বিশেষ পরামর্শ দেয়া হয়। কিছু নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন একটিমাত্র পরিবেশগত বা সামাজিক নিরীক্ষা গঠিত হতে পারে; অন্যান্য ক্ষেত্রে, নিরীক্ষা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ।

গ. বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন

বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন হচ্ছে একটি প্রকল্প এলাকার বিপজ্জনক পদার্থ ও অবস্থার উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত বিপদ চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উপায়। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী পরিমাণে ক্ষতিকর উপাদান থাকলে, ব্যাংক নির্দিষ্ট দাহ্য, বিস্ফোরক, বিক্রিয়াশীল এবং বিষাক্ত পদার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য একটি বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে। নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পের জন্য, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন এককভাবে সম্পন্ন হতে পারে; অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিপত্তি বা ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ।

ঘ. পুঞ্জীভূত প্রভাব মূল্যায়ন

পুঞ্জীভূত প্রভাব মূল্যায়ন হচ্ছে পরবর্তীতে বা অন্য কোন স্থানে ঘটতে পারে এমন অতীত, বর্তমান ও যুক্তিসঙ্গভাবে অনুমানযোগ্য কোন ঘটনা এবং প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত বা অভাবনীয় কর্মকাণ্ডগুলোর সমন্বয়ে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব বিবেচনার একটি উপায়।

ঙ. সামাজিক ও সংঘাত বিশ্লেষণ

সামাজিক ও সংঘাতের বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি উপায় যা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এমন বিষয়গুলোর মাত্রা বিশ্লেষন করে যা (ক) সমাজের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনা ও বৈষম্য বাড়িয়ে তুলতে পারে, (প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এবং এসব সম্প্রদায় ও অন্যদের মধ্যে); (খ) স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব আছে; (গ) নেতিবাচকভাবে বিশেষ করে যুদ্ধ পরিস্থিতি, বিদ্রোহ ও নাগরিক অশান্তি পরিস্থিতিসহ উত্তেজনা, সংঘাত ও অস্থিরতা, দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

চ. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি)

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) হচ্ছে একটি উপায় যা (ক) একটি প্রকল্প পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে প্রতিকূল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব দূরীকরণ বা ভারসাম্য আনয়ন, বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে কমিয়ে আনার গ্রহনযোগ্য ব্যবস্থা এবং (খ) এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিবরণ দেয়।

ছ. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ)

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) হচ্ছে ঝুঁকি ও প্রভাব শনাক্ত করার একটি উপায় যেখানে প্রকল্পে একটি কর্মসূচি এবং/বা বেশ কিছু উপ-প্রকল্প থাকলে কর্মসূচি বা উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত এসব ঝুঁকি ও প্রভাব নির্ধারণ করা যায় না। ইএসএমএফ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করার নীতি, নিয়ম, নির্দেশনা ও পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ

করে। এতে প্রতিকূল ঝুঁকি ও প্রভাব কমাতে, প্রশমিত করতে এবং/বা ভারসাম্য আনয়নের পরিকল্পনা, এই ধরণের ব্যবস্থা খরচ সংক্রান্ত প্রাক্কলন ও বাজেট সংক্রান্ত বিধি এবং প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব দূর করার জন্য দায়িত্বশীল সংস্থা বা সংস্থাসমূহের বিষয়ে তথ্য রয়েছে।

জ. আঞ্চলিক ইএসআইএ

আঞ্চলিক ইএসআইএ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের (যেমন, একটি শহুরে এলাকা, একটি জলাশয়, বা উপকূলীয় অঞ্চল) জন্য একটি বিশেষ কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা, অথবা কর্মসূচির সাথে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, এবং অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করে; বিকল্পগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন ও তুলনা করে; ঝুঁকি, প্রভাব ও অন্যান্য বিষগুলোর প্রাসঙ্গিক আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো মূল্যায়ন করে; এবং অঞ্চলে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা জোরদারের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করে। আঞ্চলিক ইএসআইএ একটি অঞ্চলের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য পুঞ্জীভূত ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়, তবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে না। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার অবশ্যই সম্পূরক তথ্য থাকতে হবে।

ঞ. খাতওয়ারী ইএসআইএ

খাতওয়ারী ইএসআইএ একটি অঞ্চলের বা সমগ্র দেশে একটি বিশেষ খাতের সঙ্গে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, এবং অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করে; অন্যান্য বিকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রভাব মূল্যায়ন ও তুলনা করে; ঝুঁকি ও প্রভাব সংশ্লিষ্ট আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো নির্ণয় করে; এবং অঞ্চলের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ প্রদান করে। খাতওয়ারী ইএসআইএ এছাড়াও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ওপর সম্ভাব্য সার্বিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দেয়। একটি খাতওয়ারী ইএসআইএ পদ্ধতিতে প্রকল্প এবং প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে।

চ. কৌশলগত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন (এসইএসএ)

কৌশলগত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন (এসইএসএ) হচ্ছে সাধারণত জাতীয় পর্যায়ে কিন্তু ছোট এলাকার মধ্যে একটি নীতি, পরিকল্পনা বা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে একটি পদ্ধতিগত পরীক্ষা। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব পরীক্ষায় ইএসএস১ থেকে ১০ পর্যন্ত মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলোর পূর্ণ পরিসীমা বিবেচনা করা হবে। এসইএসএ সাধারণত স্থান-ভিত্তিক নয়। তাই, প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন সম্পৃক্ত প্রকল্প এবং প্রকল্প স্থান-ভিত্তিক নির্দিষ্ট সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে এটি প্রণয়ন করা হয়।

৬. একটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতাকে মূল্যায়নের জন্য বিশেষ পদ্ধতি ও উপায় কাজে লাগাতে হতে পারে যেমন- পুনর্বাসন পরিকল্পনা, জীবিকা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা, আদিবাসী পরিকল্পনা, জীববৈচিত্র্য কর্ম পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ব্যাংকের সঙ্গে সম্মত অন্যান্য পরিকল্পনা।

৭. একটি ব্যাপক পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য, ঋণ গ্রহীতা :

(ক) পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ঘটার সম্ভাবনার সঙ্গে প্রকল্পের সব দিক চিহ্নিত করার জন্য একটি মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে। প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের বিশেষ মূল্যায়ন/যাচাইকালে অনিশ্চয়তা সমাধান করতে ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি পরিদর্শন কাজে সহায়তা দিবে।

খ. জাতীয় ও স্থানীয় আইন ও পারমিট, ইএসএস১-১০ প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী, ইএইচএসজি এবং প্রাসঙ্গিক জিআইআইপি শর্তাবলীসহ, প্রযোজ্য আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করবে। ঋণ গ্রহীতা প্রযোজ্য শর্তাবলীর মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা দ্বন্দ্ব চিহ্নিত এবং এই সমস্যাগুলি সমাধান কিভাবে করা হবে তা ব্যাখ্যা করবে।

গ. প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জনগোষ্ঠী, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর লোকজনের নির্ভরশীলতা বা সুবিধা লাভের সুযোগের পরিধি সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান ও বৈশিষ্ট্য নিরূপন করবে।

ঘ. প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও ক্রমসঞ্চিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করবে। বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব প্রশমনের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ঙ. গুরুত্বের সঙ্গে প্রকল্পের বিকল্পগুলো চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করবে যা প্রকল্পের আকার, এলাকা, উপকরণ ব্যবহার, শ্রমশক্তি, নির্মাণ পদ্ধতি এবং নকশা ও পরিচালনার অন্যান্য উপাদান সহ প্রভাব এড়াতে বা কমাতে পারে। সবচেয়ে কম প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিকল্প অগ্রাধিকার না পেলে, এই পদ্ধতি সম্পূণরূপে সমর্থনযোগ্য হবে।[৪]

চ. ইএসএস১ এর ২৫ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত প্রশমন অনুক্রমের শর্ত অনুযায়ী ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার ব্যবস্থা চিহ্নিতকরবে। ইএসএস৫ বা ইএসএস৭ এ উল্লেখিত পদক্ষেপসহ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিল ও বহুমুখী ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহন করার প্রয়োজন হলে, প্রকল্পের ইএসএস শর্ত পূরণ নিশ্চিত করার জন্য একক পরিকল্পনার প্রয়োজন হতে পারে।

ছ. বিরূপ প্রভাব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর বৈষম্যমূলকভাবে পড়তে পারে, যারা নির্দিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, সেক্ষেত্রে এই ধরণের বৈষম্যপূর্ণ প্রভাব[৫] রোধ করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।[৫] এসব ব্যবস্থা ও পদক্ষেপে যে কোন গ্রুপকে বিবেচনায় নেয়া হবে (উদাহরণস্বরূপ), যারা বয়স,[৬] লিঙ্গ, জাতিগত, ধর্ম, শারীরিক, মানসিক বা অন্যান্য অক্ষমতা, সামাজিক, নাগরিক বা স্বাস্থ্যের অবস্থা, অভিবাসী অথবা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থা, যৌন, লিঙ্গ পরিচয়, অর্থনৈতিক অসুবিধা বা আদিবাসী অবস্থা, এবং/বা অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল; সম্ভাবনা থাকতে পারে যে তারা :

১. প্রকল্পের প্রভাবের ফলে বিরূপ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত; এবং/বা

২. একটি প্রকল্প সুবিধা গ্রহণ করতে তাদের ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সীমিত; এবং/বা

৩. মূলধারার আলোচনা প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছে বা সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণে অক্ষম।

---

[৪] প্রকল্প পরিকল্পনায় (স্থান, আকার, অংশসমূহ সহ) একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া গ্রহন করতে হবে যা প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফল বিবেচনা করবে এবং যা অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় প্রভাব লাঘবের প্রযোজনীয়তা সহ গুরুত্বপূর্ন প্রভাবগুলো এড়িয়ে যাওয়া বা হ্রাস করার পরিকল্পনা সংশোধনের সুযোগ দিবে।

[৫] ইএসএস১ অনুচ্ছেদ ২৭ দেখুন।

[৬] বিভিন্ন পরিস্থিতি সহ বয়স্ক ও অল্প বয়সীরা সহ বয়স সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়, যেখানে তারা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে যার ওপর তারা নির্ভরশীল।

জ. ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশের জন্য এবং ব্যাংকের সহায়তার জন্য প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তিতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যাংক দ্বারা পর্যালোচনার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রদান।

ঝ. ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ব্যাংক দ্বারা প্রকাশের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত নথি সংশোধন বা পরিমার্জন।

ঞ. ইএসএস১০ অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীসহ অংশীদারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পরামর্শ করা।

৮. ঋণগ্রহীতারা প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং কারিগরি বিশ্লেষণের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও সমন্বয় করে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন শুরু করবে। ইএসএস শর্ত পূরণ করার জন্য শুরুতেই যাতে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতারা যত দ্রুত সম্ভব ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

৯. একটি প্রকল্পে ব্যাংকের সম্পৃক্ততার পূর্বে ঋণগ্রহীতা আংশিক বা পুরোপুরিভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করলে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ব্যাংকের দ্বারা পর্যালোচনা করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এটি ইএসএস শর্তাবলী পূরণ করেছে। যথাযথ হলে, ঋণ গ্রহীতাকে গণ আলোচনা এবং তথ্য প্রকাশ সহ অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১০. ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সম্ভাব্য গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পুরোটা বা আংশিক প্রস্তুত বা পর্যালোচনা করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত রাখতে হতে পারে।[৭]

১১. ঋণ গ্রহীতা ইএসএস১ অনুযায়ী[৮] আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত রাখলে, বিশেষজ্ঞরা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সহ প্রকল্পের মূল দিকগুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিবে। তাদের ভূমিকা নির্ভর করবে প্রকল্পের প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে তার মাত্রা এবং ব্যাংক প্রকল্প বিবেচনা শুরু করার সময়ে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে তার ওপর।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১২. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন দেশে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও পদক্ষেপগুলোর সমন্বয়ের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রকল্পের সীমা/দায়িত্ব ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে অন্যান্য পরিবেশগত ও সামাজিক কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্ভব হলে যুক্ত করা উচিত। একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন এই প্রক্রিয়ায় দেশে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা জোরদারে সহায়ক হতে পারে এবং

---

[৭] পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রকল্পের অর্থনৈতিক, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, ও কারিগরি বিশ্লেষণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, (ক) পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনায় প্রকল্পের বাছাই, এলাকা নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; এবং (খ) পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে প্রকল্প প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়নি। তবে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে সম্পৃক্ত হলে, যে কোন ধরণের স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, কোথাও একটি নিরপেক্ষ ইএসআইএ প্রয়োজন দেখা দিলে, পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরামর্শকরা তা সম্পন্ন করবে না।

[৮] ইএসএস অনুচ্ছেদ ৩৩।

ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংক উভয়কে এটি ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়।

১৩. ঋণ গ্রহীতা মূল পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য তার আইনি বা কারিগরি সক্ষমতা জোরদার করতে প্রকল্পে উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ব্যাংক যদি মনে করে যে, ঋণ গ্রহীতার এই ধরণের কার্যকলাপ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত আইনী বা কারিগরি সক্ষমতা রয়েছে, তাহলে ব্যাংক প্রকল্পের অংশ হিসাবে শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। প্রকল্পে সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এক বা একাধিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকলে, ইএসএস১ অনুযায়ী এই উপাদানগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে সম্পন্ন করতে হবে।

নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী

১৪. প্রাসঙ্গিক হলে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক জলপথ সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য ওপি ৭.৫০ এবং বিতর্কিত এলাকায় প্রকল্পের জন্য ওপি ৭.৬০ বিবেচনা করবে।

ইএসআইএ নির্দেশক রূপরেখা

১৫. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রস্তুত করা হলে, এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

(ক) সার সংক্ষেপ

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সুপারিশকৃত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

(খ) আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- প্রকল্পের জন্য আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশ্লেষণ; এতে ইএসএস১ এ ২৪ অনুচ্ছেদে[৯] নির্ধারিত বিষয়গুলো সহ, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।
- ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো এবং ইএসএস গুলোর তুলনা এবং এগুলোর মধ্যেকার ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা হয়।
- অন্য কোন যৌথ অর্থায়নকারীর পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলী চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা হয়।

(গ) প্রকল্পের বিবরণ

- সংক্ষেপে প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং এটির ভৌগোলিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাময়িক প্রেক্ষাপট সহ, প্রয়োজন হতে পারে এমন কোনো অফসাইট বিনিয়োগ (যেমন পাইপলাইন, সংযোগ সড়ক, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, আবাসন, এবং কাঁচামাল ও পণ্যের স্টোরেজ সুবিধা), সেইসাথে প্রকল্পের প্রাথমিক সরবরাহকারী সম্পর্কিত বিবরণ।

---

[৯] ইএসএস১ এ ২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ইস্যু একটি যথাযথ উপায়ে বিবেচনা করে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে : (ক) পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু সংক্রান্ত দেশের প্রযোজ্য নীতি কাঠামো, জাতীয় আইন ও বিধিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (বাস্তবায়ন সহ); দেশের অবস্থা ও প্রকল্পের প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা; দেশের পরিবেশগত বা সামাজিক সমীক্ষা; জাতীয় পরিবেশগত বা সামাজিক কর্মপরিকল্পনা; এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর অধীনে প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগযোগ্য দেশের বাধ্যবাধকতা; (খ) ইএসএস এর অধীনে প্রযোজ্য শর্তাবলী; এবং (গ) ইএইচএসজিএস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জিআইআইপি।

- প্রকল্পের বিবরণ বিবেচনার মাধ্যমে, ইএসএস১ থেকে ১০ পর্যন্ত মানদণ্ডগুলোর শর্ত পূরণের জন্য কোনো পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।
- বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি মানচিত্র, যাতে প্রকল্পের এলাকা এবং প্রকল্পের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং সার্বিক প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) প্রাথমিক উপাত্ত

- প্রকল্পের অবস্থান, নকশা, পরিচালনা, বা প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রাথমিক উপাত্ত নির্ধারণ। এতে প্রকল্প সনাক্তকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার তারিখ এবং উপাত্তের নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং উৎস সম্পর্কে আলোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাপ্ত উপাত্ত, মূল উপাত্তের ঘাটতি, অনুমান সংশ্লিষ্ট অনিশ্চিয়তাগুলোর মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত ও পরিমাপ করা ।
- বিদ্যমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে, সমীক্ষার অধীন এলাকার পরিধি মূল্যায়ন এবং প্রকল্প আরম্ভের পূর্বে বিবেচিত কোনো পরিবর্তন সহ প্রাসঙ্গিক ভৌত, জৈবিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা প্রদান।
- প্রকল্প এলাকার মধ্যে কিন্তু সরাসরি প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত না নয়, এমন বর্তমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো বিবেচনা করা।

(ঙ) পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব

-প্রকল্পের সকল প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনা করে। এতে বিশেষ করে ইএসএস২ থেকে ৮ পর্যন্ত মানদণ্ডে চিহ্নিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এবং

প্রকল্প নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত অন্য কোন পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এগুলোর মধ্যে থাকবে :

(ক) পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব, যেমন:

(১) ইএইচএসজি দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিষয়গুলো;

(২) কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো; সেইসাথে ইএসএস৪ এ বিশেষভাবে চিহ্নিত (বাঁধ নিরাপত্তা ও কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার সহ) অন্যান্য বিষয়;

(৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বা বৈশ্বিক প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়;

(৪) সুরক্ষা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কোনো হুমকি; এবং

(৫) প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়, যেমন মৎস্য সম্পদ ও বন।

(খ) সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, যেমন:

(১) ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত, অপরাধ বা সহিংসতা উস্কে দেয়ার মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি;

(২) প্রকল্পের প্রভাবের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি বিশেষ পরিস্থিতিতে অনগ্রসর বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতে পারে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর সামঞ্জস্যহীনভাবে পড়তে পারে;

(৩) বিশেষ করে অনগ্রসর বা ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, উন্নয়ন সম্পদ এবং প্রকল্পের সুফল লাভের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য;
(৪) ইএসএস ৫ এ নির্ধারিত (ভৌত স্থানচ্যুতি এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি সহ) শর্ত অনুযায়ী এবং অনৈচ্ছিকভাবে জমি গ্রহন বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে নেতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব;
(৫) জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগদখল ও ব্যবহার[10] সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব, পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ভূমি ব্যবহার করার ধরণ ও ভোগ দখল ব্যবস্থা, জমিতে প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জমি মূল্যের ওপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব (প্রাসঙ্গিক হিসাবে) এবং জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিরোধ বা প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট যে কোন ঝুঁকি;
(৬) শ্রমিক ও প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও মঙ্গলের উপর প্রভাব; এবং
(ঝ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ঝুঁকি।

(চ) প্রশমন ব্যবস্থা

- প্রশমন ব্যবস্থা ও কোন কোন অবশিষ্ট নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করা যাবে না, তা চিহ্নিত করা এবং যতদূর সম্ভব, এসব অবশিষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের গ্রহনযোগ্যতা মূল্যায়ন করা।
- ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা যাতে বিরূপ প্রভাব অনগ্রসর বা ঝুঁকি প্রবন গোষ্ঠীগুলোর ওপর সামঞ্জস্যহীনভাবে না পড়ে।
- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করার সম্ভাব্যতা; প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার মূল ও পৌনঃপুনিক খরচ, এবং স্থানীয় অবস্থার অধীনে তাদের উপযুক্ততা; প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশিক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য শর্ত নিরূপণ করা।
- বিভিন্ন ইস্যু সুনির্দিষ্ট করা যেগুলোর বিষয়ে আরও মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন হবে না, যা এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ভিত্তি প্রদান করে।

---

[10] এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব একটি প্রকল্পের সহায়তায় ভূমি নাম জারি ও সংশ্লিষ্ট কাজ করার কারণে উদ্ভূত হতে পারে, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য ভূমি অধিকার নিশ্চিত বা জোরদার করা এবং ইতিবাচক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল লাভের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে ভূমি অধিকার বিষয়ে বিদ্যমান জটিলতার কারণে ও জীবিকার জন্য নিরাপদ ভূমি অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে যত্নের সঙ্গে মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এই ধরণের কর্মকাণ্ড বিদ্যমান আইন সঙ্গত অধিকারের (সম্মিলিত অধিকার, আনুষঙ্গিক অধিকার ও নারীদের অধিকার সহ) বিষয়ে প্রতিকুল আপোষ করে না বা অন্য কোন অনাকাঙ্খিত পরিণতি ঘটায় না। এই ধরণের একটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতাকে অন্তত ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনক পর্যায়ে প্রমাণ করতে হবে যে, প্রযোজ্য আইন ও কার্যবিধি এবং সেই সঙ্গে প্রকল্পের পরিকল্পনায় : (ক) প্রাসঙ্গিক ভূমির দখল অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট বিধি রয়েছে; (খ) দখল অধিকার দাবির মীমাংসা করার জন্য সুষ্ঠু ধরণ ও কার্যপরিচালনা, স্বচ্ছ ও অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এবং (গ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যথাযথ প্রয়াস অন্তর্ভুক্ত ও নিরপেক্ষ পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

(ছ) বিকল্প বিশ্লেষণ
- সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর প্রেক্ষাপটে ‘প্রকল্প বিহীন’ পরিস্থিতি সহ -প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাইট, প্রযুক্তি, নকশা, এবং পরিচালনার সম্ভব সব বিকল্প পদ্ধতিগতভাবে তুলনা করে;
- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করার বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর সম্ভাব্যতা নির্ণয়; বিকল্প প্রশমন ব্যবস্থার জন্য মূল ও পৌনঃপুনিক খরচ, এবং স্থানীয় অবস্থার অধীনে তাদের উপযুক্ততা; বিকল্প প্রশমন ব্যবস্থা জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশিক্ষণ, এবং নিরীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।
- প্রতিটি বিকল্পের জন্য, যতদূর সম্ভব, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিমাপ করা এবং সম্ভব হলে, অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণে গুরুত্ব আরোপ করা।

(জ) প্রকল্পে নকশা প্রণয়ন ব্যবস্থা
- প্রস্তাবিত বিশেষ প্রকল্পের নকশা নির্বাচনের জন্য ভিত্তি নির্ধারণ করা এবং প্রযোজ্য ইএইচএসজি নির্দিষ্ট করা বা ইএসএইচজি প্রযোজ্য বলে নির্ধারিত হলে, সুপারিশকৃত নির্গমন মাত্রা এবং দূষণ প্রতিরোধ ও উপশম করার ব্যবস্থা অনুমোদন করা যা জিআইআইপি অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
(ঝ) পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনার (ইএসসিপি) জন্য মূল ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ

-ইএসএস শর্তাবলী পূরণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ এবং সময়সীমা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এটি পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) প্রণয়নে ব্যবহৃত হবে।

(ঞ) পরিশিষ্ট
(১) পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রণয়ন বা এতে অবদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা।
(২) তথ্যসূত্র-ব্যবহার করা হয়েছে এমন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ।
(৩) ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গে অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক, আলোচনা ও সমীক্ষাগুলোর বিবরণ। এই বিবরণে এই ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার উপায়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ও অন্যান্য আগ্রহী দলগুলোর মতামত গ্রহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।
(৪) টেবিল যাতে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত বা প্রধান টেক্সটে উল্লেখিত সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।
(৫) সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট বা পরিকল্পনার তালিকা।

ঙ. ইএসএমপি’র নির্দেশক রূপরেখা

১৬. একটি ইএসএমপি-তে প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নির্মূল, ভারসাম্য আনয়ন অথবা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সময় গ্রহণ করা প্রশমন, পর্যবেক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইএসএমপি-তে এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা (ক) সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবে সাড়াদানের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত; (খ) এসব সাড়াদান পদক্ষেপ কার্যকরভাবে ও যথাসময়ে নেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য শর্ত নির্ধারণ করবে; এবং (গ) এসব শর্ত পূরণের জন্য উপায় তুলে ধরবে।

১৭. প্রকল্পের উপর নির্ভর করে, একটি একক দলিল[১১] হিসেবে একটি ইএসএমপি প্রণয়ণ বা এর বিষয়বস্তু সরাসরি ইএসসিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ইএসএমপি'র বিষয়বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে:
(ক) প্রশমন
-ইএসএমপি প্রশমন অনুক্রমের অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে যা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব কমাতে পারে। প্রযোজ্য হলে, পরিকল্পনায় ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষ করে, ইএসএমপি :
(১) সম্ভাব্য সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব (আদিবাসী বা অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্টরা সহ) চিহ্নিত করবে এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবে;
(২) প্রতিটি প্রশমন ব্যবস্থার কারিগরি বিষয়সহ বিবরণ, পাশাপাশি প্রভাবের ধরণ, যার সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত এবং অবস্থা যে কারণে এটির প্রয়োজন হয়েছে (যেমন, ধারাবাহিক বা সম্ভাব্য ঘটনা) একইসাথে নকশা, যন্ত্রপাতির বিবরণ এবং যথাযথ হলে, পরিচালন পদ্ধতি;
(৩) এসব ব্যবস্থার যে কোনো সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অনুমান করে; এবং
(৪) প্রকল্পের জন্য (যেমন, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, আদিবাসী বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রশমন পরিকল্পনা, এবং সঙ্গতি বজায় রেখে, বিবেচনা করা।

(খ) পর্যবেক্ষণ

ইএসএমপি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য চিহ্নিত এবং পর্যবেক্ষণের ধরণ নির্দিষ্ট করে, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে প্রভাব মূল্যায়ন এবং ইএসএমপি-তে[১২] বর্ণিত প্রশমন ব্যবস্থা। বিশেষ করে, ইএসএমপি'র পর্যবেক্ষণ বিভাগ (ক) পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কারিগরি বিস্তারিত বিষয় সহ একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা প্রদান করে, এবং এতে পরিমাপ করার পরিধি, ব্যবহার করা পদ্ধতি, স্থানগুলোর নমুনা, পরিমাপ করার সংখ্যা, সনাক্তকরণ সীমা (যেখানে প্রযোজ্য) এবং প্রান্তিক সংজ্ঞা যা সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলোর প্রয়োজনীয়তার সঙ্কেত দিবে; এবং (খ) পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি; যা (১) বিশেষ প্রশমন ব্যবস্থা প্রয়োজনে বিভিন্ন অবস্থার আগাম সনাক্তকরণ নিশ্চিত করবে; যা পদ্ধতি প্রতিবেদনের বিশেষ প্রশমন ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী, এবং (২) প্রশমন উন্নতি ও ফলাফলে বিষয়ে তথ্য যাচাই করবে।

---

[১১] এই বিষয়টি বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক হতে পারে যেখানে ঋণ গ্রহীতা ঠিকাদারদের নিয়োগ করছে, এবং ইএসএমপি ঠিকাদারদের অনুসরণ করার জন্য শর্ত নির্ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে ইএসএমপি ঋণ গ্রহীতা ও ঠিকাদারদের মধ্যে চুক্তির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এবং সেইসাথে যথাযথ পর্যবেক্ষণ বিধিগুলোর প্রয়োগ করতে হবে।

[১২] প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক দিকগুলো বিশেষ করে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এই ধরণের তথ্য ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংককে প্রকল্প তদারকির অংশ হিসেবে প্রভাব লাঘবের সাফল্য মূল্যায়ন করতে সক্ষমতা দান করে এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহনের সুযোগ দেয়।

(গ) সামর্থ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রকল্প উপাদান এবং প্রশমন ব্যবস্থা সময়মত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে, ইএসএমপি প্রকল্প এলাকায় বা সংস্থা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল পক্ষগুলোর অস্তিত্ব, ভূমিকা ও সামর্থের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন বিবেচনা করবে।

- বিশেষ করে, ইএসএমপি প্রভাব প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (যেমন, পরিচালন, তত্ত্বাবধান, প্রয়োগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, অর্থায়ন, প্রতিবেদন, এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ) বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল পক্ষকে চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট বিবরণ দিবে।

- বাস্তবায়নের জন্য দায়ী সংস্থাগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সামর্থ জোরদার করার জন্য, ইএসএমপি দায়িত্বশীল পক্ষগুলোর প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে যা প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা বা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন সুপারিশ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার প্রয়োজন হতে পারে।

(ঘ) বাস্তবায়ন সময়সূচি এবং ব্যয় প্রাক্কলন

- এই তিনটি বিষয়ের (প্রশমন, পর্যবেক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন) জন্য, ইএসএমপি (ক) ব্যবস্থাগুলোর জন্য একটি বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রদান করবে যা সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি পর্যায় প্রদর্শন ও সমন্বয় সাধন করে প্রকল্পের অংশ হিসেবে সম্পন্ন করতে হবে; এবং (খ) মূলধন ও পৌনঃপুনিক ব্যয় প্রাক্কলন ও ইএসএমপি বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে অবহিত করবে। এসব তথ্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের টেবিলে অন্তর্ভুক্ত।

ঞ. প্রকল্পের সঙ্গে ইএসএমপি'র সম্পৃক্ততা

- একটি প্রকল্পের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে ও এতে সহায়তা প্রদানের জন্য ঋণ গ্রহীতার সিদ্ধান্ত, প্রত্যাশা সংক্রান্ত অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যা ইএসএমপি (এককভাবে বা ইএসসিপি'র মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হিসেবে) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবে। ফলে, বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ পৃথকভাবে প্রশমন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ এবং প্রতিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এবং প্রকল্পের সার্বিক পরিকল্পনা, নকশা, বাজেট ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষার নির্দশক রূপরেখা

১৮. নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যমান প্রকল্পে বা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত এবং বিশেষভাবে ইএসএস শর্তগুলো পূরণের জন্য সেগুলোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা।

(ক) সার সংক্ষেপ

- সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশকৃত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ এবং সময়সীমা নির্ধারণ করে।

(খ) আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- ইএসএস১ এর ২৪ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত ইস্যুসহ বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রমের জন্য আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিদ্যমান অর্থায়নকারীর (যেখানে প্রযোজ্য) কোন প্রয়োগযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলী।

(গ) প্রকল্পের বিবরণ
- সংক্ষেপে বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রম এবং ভৌগলিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাময়িক প্রেক্ষাপট ও প্রকল্পের বাইরের যে কোনো বিনিয়োগ সহ বর্ণনা (যেমন, বিশেষ পাইপলাইন, সংযোগ সড়ক, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, আবাসন, এবং কাঁচামাল ও পণ্য স্টোরেজ সুবিধা) দিবে।
- সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মোকাবেলার জন্য ইতোমধ্যে প্রণীত কোনো পরিকল্পনা থাকলে তা চিহ্নিত করা (উদাহরণ, জমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসন পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিকল্পনা, জীববৈচিত্র্য পরিকল্পনা)
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রম এবং
প্রস্তাবিত এলাকা দেখানোর জন্য বিস্তারিত মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়
- পর্যালোচনায় বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। ইএসএস পদ্ধতিতে সুরাহা করা বিষয়গুলো একটি সূচনা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক হিসেবে সমাধান করা হবে। ইএসএস পদ্ধতিতে মীমাংসা করা যায়নি এমন বিষয়গুলো নিরীক্ষার সময় পর্যালোচনা করা হবে; যাতে এগুলো প্রকল্পের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রধান দিকগুলোকে তুলে ধরে।
- সাধারণত একটি পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষার আওতায় বিভিন্ন ইস্যুর মধ্যে নিম্নলিখিত পর্যালোচনা থাকবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা
- ইএসএস১০ অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সনাক্তকরণ, তথ্য প্রকাশ ও আলোচনা করা
- পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং সম্পদের প্রাপ্যতা
- শ্রম সমস্যা সংক্রান্ত নীতি বা পদ্ধতি, যেমন, চাকুরীর শর্তাবলী, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, বৈষম্যহীনতা, সমান সুযোগ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা
- ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদ্ধতি
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (স্থানীয় ও জাতীয় শর্তাবলী, প্রধান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যা, নিয়ন্ত্রণ ও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঝুঁকি, বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি, নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিপালন অবস্থার সারসংক্ষেপ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যয়ের সারসংক্ষেপ, জরুরী সাড়াদান ইত্যাদি)
- সম্ভাব্য বিপজ্জনক কাজের ব্যবস্থাপনা
- দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জিআইআইপি সহ প্রযোজ্য শর্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডগুলোর সার্বিক প্রতিপালন
- বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা যা বিভিন্ন বিষয় ও অভিযাগের সারসংক্ষেপ সহ, প্রকল্প বা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত
- প্রধান বিপদগুলো মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা; একটি ঘটনা, দুর্ঘটনা বা চুইয়ে পড়ার ঘটনায় পরিবেশগত/ জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

- জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নীতি, কার্যপদ্ধতি ও রীতি (যেমন প্রক্রিয়া, আলোচনা, ক্ষতিপূরণ, অভিযোগ প্রতিকার কৌশল)। এতে অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত রিপোর্ট ও সিদ্ধান্তের একটি পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- আদিবাসী সংক্রান্ত নীতি, পদ্ধতি ও রীতি

- একটি ইএসআইএ,(ই) অনুচ্ছেদের জন্য নির্দেশক রূপরেখায় নির্ধারিত বিষয়

(ই) পরিবেশগত ও সামাজিক বিশ্লেষণ
- নিরীক্ষা এছাড়াও (১) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব (বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রম সংক্রান্ত নিরীক্ষা তথ্য বিবেচনা করে) এবং (২) ইএসএস শর্ত পূরণের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের সক্ষমতা মূল্যায়ন করবে।

(চ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থা
- নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, এই অনুচ্ছেদ এই ধরণের প্রাপ্ত ফলাফল মোকাবেলার জন্য সুপারিশকৃত ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। এসব ব্যবস্থা প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনায় (ইএসসিপি) অন্তর্ভুক্ত করবে। সাধারণত এই অনুচ্ছেদের অধীন ব্যবস্থাগুলোর রয়েছে:

- ইএসএস শর্ত পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ

- বিদ্যমান প্রকল্প বা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত এবং/বা সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব এড়ানোর বা প্রশমিত করার ব্যবস্থা

ইএসএস১ পরিশিষ্ট ২. পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা

ক. ভূমিকা

১.পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে ঐকমত্য থাকতে হবে এবং তা আইনি চুক্তির অংশ হবে। ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইএসএস শর্ত পূরণ করতে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী হিসেবে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব জানা হয়ে গেলে এ সংক্রান্ত তথ্য হিসেবে ইএসসিপি প্রণয়ন করা হবে। এতে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের ফলাফল, ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ এবং অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততার ফলাফল বিবেচনা করবে। ইএসসিপি প্রণয়ন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষ করে প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাইকালে শুরু করতে হবে, এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণের জন্য একটি উপায় হিসেবে কাজ করবে।

খ. ইএসসিপি'র বিষয়

৩. ইএসসিপি হচ্ছে প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এড়ানো, কমিয়ে আনা, হ্রাস বা অন্য কোনভাবে প্রশমিত করার লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোর সারসংক্ষেপ। এটি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করার জন্য ভিত্তি গঠন করবে। সকল শর্ত সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রতিপালন, সময় এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা না থাকে। প্রকল্পের উপর নির্ভর করে, ইএসসিপি কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রাপ্তির বিষয়টি সুনির্দিষ্ট এবং তা সমাপ্তির প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৪. ইএসসিপি সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করবে যা ঋণ গ্রহীতা ইএসসিপি-তে সম্মত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করবে ও বজায় রাখবে। সাংগঠনিক কাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল ঋণগ্রহীতা ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব বিবেচনা করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করবে।

৫. ইএসসিপি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করবে যা ঋণ গ্রহীতা ইএসসিপি'র অধীনে প্রয়োজনীয় বিশেষ পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং এই ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের এবং প্রয়োজনীয় মানব ও আর্থিক সম্পদগুলো চিহ্নিত করবে।

৬. ইএসসিপি সিস্টেম, সম্পদ ও ব্যক্তিদের জন্য শর্ত নির্ধারণ করবে যা ঋণগ্রহীতা পর্যবেক্ষণের জন্য সম্পন্ন করবে এবং যে কোনো তৃতীয় পক্ষকে চিহ্নিত করবে যারা ঋণগ্রহীতার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বা যাচাই করতে ব্যবহার করা হবে।

৭. একটি ইএসসিপি'র বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে পৃথক হবে। কিছু প্রকল্পের জন্য, ইএসসিপি ঋণ গ্রহীতার সকল প্রাসঙ্গিক বাধ্যবাধকতা ধারণ করবে এবং অতিরিক্ত পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন থাকবে না। অন্যান্য প্রকল্পের জন্য, ইএসসিপি ইতোমধ্যে বিদ্যমান বা প্রণয়ণ করা হবে এমন পরিকল্পনার উল্লেখ করবে (যেমন একটি ইএসএমপি, একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা, একটি বিপজ্জনক বর্জ্য পরিকল্পনা) যাতে প্রকল্পের বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ইএসসিপি পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ তৈরী করবে। পরিকল্পনা প্রণয়ণ করতে হলে, ইএসসিপি এই ধরনের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

৮. যেখানে ও যে পর্যায়ে, প্রকল্প ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, ইএসসিপি সে অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ইএসএস রেফারেন্স দিয়ে জাতীয় কাঠামোর নির্দিষ্ট দিকগুলো চিহ্নিত করবে।

গ. ইএসসিপি বাস্তবায়ন

৯. ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী ইএসসিপি-তে চিহ্নিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং তার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে ইএসসিপি'র বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করবে।[১]

১০. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক দিক দেখাশোনা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখবে ও জোরদার করবে। মূল সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব ভালভাবে সংজ্ঞায়িত এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের অবহিত করা হবে। তাই যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের অঙ্গীকার এবং মানব ও আর্থিক সম্পদ, ইএসসিপি বাস্তবায়নে একটি চলমান ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

১১. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, ইএসসিপি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জন্য সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঋণ গ্রহীতা, ইএসসিপি'র প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং কার্যকর ও অব্যাহত সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিবে।

ঘ. প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়

১২. প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব এড়ানো, কমিয়ে আনা, হ্রাস করা বা প্রশমিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঋণ গ্রহীতার পরিকল্পনা বা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে, পরামর্শ ও তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রযোজ্য শর্ত পূরণ সহ ইএসসিপি অনুযায়ী, প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প সম্পর্কিত কোনো কার্যকলাপ পরিচালনা করবে না, যা বিরূপ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

---

[১] ইএসএস১ অনুচ্ছেদ গ দেখুন।

ইএসএস১ - পরিশিষ্ট-৩। ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা

ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সব ঠিকাদার ইএসসিপি-তে নির্ধারিত নির্দিষ্ট শর্তাবলীসহ ইএসএস শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করবে। ঋণ গ্রহীতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোসহ একটি কার্যকর পদ্ধতিতে সকল ঠিকাদারদের পরিচালনা করবে:
(ক) এই ধরণের চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন;
(খ) ইএসসিপি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় দরপত্র নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
(গ) চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদাররা ইএসসিপি সংশ্লিষ্ট দিকগুলো এবং প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং যথাযথ ও কার্যকরী প্রতিপালন না হলে প্রতিকার ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে;
(ঘ) নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত ঠিকাদাররা নামী এবং বৈধ প্রতিষ্ঠান এবং চুক্তিভিত্তিক অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের রয়েছে;
(ঙ) তাদের চুক্তিভিত্তিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ; এবং
(ঋ) সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানের ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদেরকে তাদের সাব-কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গেও অনুরূপ শর্তে সম্পৃক্ত হতে হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২।
শ্রম ও কাজের শর্তাবলী

ভূমিকা

১. ইএসএস ২ দারিদ্র্য নিরসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় সংস্থানের গুরুত্ব স্বীকার করে। প্রকল্পে শ্রমিকদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করা হচ্ছে ও নিরাপদ ও সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ দেয়া হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে, ঋণ গ্রহীতারা সুষ্ঠু কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক জোরদার এবং একটি প্রকল্পের উন্নয়ন সুবিধা বাড়াতে পারে।

উদ্দেশ্য

- কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ।
- প্রকল্প শ্রমিকদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ, বৈষম্যহীনতা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- দুস্থ শ্রমিক যেমন নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিশু (কাজের বয়স, ইএসএস অনুযায়ী), অভিবাসী শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক ও প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক সহ প্রকল্পের শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান।
- সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম ও ক্ষতিকর শিশুশ্রম ব্যবহার রোধ করা।
- সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি নীতি সমর্থন করা।

প্রয়োগের পরিধি

২. ইএসএস ২ এর প্রযোজ্যতা ইএসএস ১ -এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে প্রতিষ্ঠিত; এ মূল্যায়নকালে ঋণ গ্রহীতা ইএসএস২ সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো এবং প্রকল্পে সেগুলো কিভাবে সুরাহা করা হবে তা চিহ্নিত করবে।[1]

৩. ইএসএস ২ প্রয়োগের পরিধি নির্ভর করে ঋণ গ্রহীতা এবং প্রকল্পের শ্রমিকদের মধ্যে কাজের সম্পর্কের ধরনের ওপর। ‘প্রকল্পের কর্মী’ বলতে বুঝায়:

> (ক) প্রকল্পে (সরাসরি শ্রমিক) বিশেষ করে কাজ করার জন্য ঋণ গ্রহীতা, প্রকল্পে সহায়তকারী এবং/বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার দ্বারা সরাসরি নিয়োগকৃত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তি;
>
> (খ) অবস্থান নির্বিশেষে (ঠিকা শ্রমিক), প্রকল্পের মূল কাজের[3] সাথে সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য তৃতীয় পক্ষের[2] মাধ্যমে নিয়োগকৃত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তি;

---

[1] পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে এবং শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিষয়গুলোর তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে, শ্রমিকদের ও কর্মচারীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মতামত চাইতে পারে।

[2] ‘তৃতীয় পক্ষ’ হিসেবে ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার, দালাল, এজেন্ট বা মধ্যস্থাকারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

[3] একটি প্রকল্পের ‘মূল কর্মকাণ্ডে’ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন এবং/বা সেবামূলক প্রক্রিয়া যা না হলে প্রকল্প অব্যাহত থাকে না।

(গ) ঋণগ্রহীতার প্রাথমিক সরবরাহকারীদের[৪] (প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক) দ্বারা নিয়োগকৃত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তি;
(ঘ) কমিউনিটি শ্রম যেমন সম্প্রদায় চালিত উন্নয়ন প্রকল্প বা কাজের কর্মসূচিতে (কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিক) সম্পৃক্ত ব্যক্তি;

ইএসএস২ পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন, অস্থায়ী, মৌসুমী ও অভিবাসী শ্রমিক[৫] সহ প্রকল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সরাসরি শ্রমিক

৪. এই ইএসএস এর ৯ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী সরাসরি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ঠিকা শ্রমিক

৫. এই ইএসএস এর ৩১ থেকে ৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজত শ্রমিকরা

৬. এই ইএসএস এর ৩৪ থেকে ৩৬ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী কমিউনিটি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্রাথমিক সরবরাহকারী শ্রমিক

৭. এই ইএসএস এর ৩৭ থেকে ৩৯ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী প্রাথমিক সরবরাহ কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮. কোন প্রকল্পের সঙ্গে সরকারী কর্মকর্তারা, পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন ব্যবস্থায়, কাজ করলে, প্রকল্পে[৬] তাদের নিয়োগ বা সম্পৃক্ততা একটি কার্যকর আইনি প্রক্রিয়ায় বদলি করা না হলে, তারা তাদের বিদ্যমান সরকারি চাকরির চুক্তি বা ব্যবস্থা শর্তাবলী সাপেক্ষে নিযুক্ত থাকবেন। ১৭ থেকে ২০ অনুচ্ছেদের (শ্রমশক্তির সুরক্ষা) এবং ২৪ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদের (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) বিধানগুলো ছাড়া, ইএসএস২ এই ধরণের সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

শর্তাবলী

ক: কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা

৯. ঋণ গ্রহীতার প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি লিখিত শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থাকবে।

---

[৪] 'প্রাথমিক সরবরাহকারীরা' হচ্ছে সেইসব সরবরাহকারী যারা একটি অব্যাহত ভিত্তিতে প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা সামগ্রী সরাসরি প্রদান করে।

[৫] 'অভিবাসন শ্রমিক' হচ্ছে সেইসব শ্রমিক যারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে বা দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করেছে।

[৬] এই ধরণের স্থানান্তর করা হবে সকল আইনগত শর্ত অনুসরণ করে এবং এই ইএসএস এর সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হতে হবে।

এই পদ্ধতি জাতীয় আইন ও এই ইএসএস[৭] এর সকল শর্ত অনুযায়ী, প্রকল্পের শ্রমিকদের পরিচালনা করার উপায় নির্ধারণ করবে। এই কার্যপদ্ধতি সরাসরি শ্রমিকসহ বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ইএসএস প্রয়োগের উপায় ও অনুচ্ছেদ ৩১-৩৩ অনুযায়ী তাদের কর্মীদের ব্যবস্থাপনার জন্য ঋণগ্রহীতা কিভাবে তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা নিবে তা নির্ধারণ করবে।

কর্মসংস্থানের শর্তাবলী

১০. প্রকল্প শ্রমিকদেরকে তাদের পদ ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় তথ্য ও নথিপত্র প্রদান করা হবে। এই তথ্য ও নথিপত্র শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা, মজুরী, ওভারটাইম, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সুবিধা এবং এই ইএসএস শর্তাবলী থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত তাদের অধিকার সহ জাতীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান আইন অনুযায়ী (যে কোন প্রয়োগযোগ্য যৌথ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হবে) তাদের অধিকার নির্ধারণ করবে। কাজের সম্পর্ক তৈরীর শুরুতে এবং পদ বা চাকুরীর শর্তাবলীর কোন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে, এই তথ্য ও নথিপত্র দেয়া হবে।

১১. জাতীয় আইন ও শ্রম ব্যবস্থাপনার শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে। জাতীয় আইন ও শ্রম ব্যবস্থাপনা দ্বারা অনুমোদিত উপায়ে প্রকল্পের শ্রমিকদের মজুরীর অংশ কর্তন করা হবে এবং যে শর্তের অধীনে মজুরী পরিশোধের অর্থ থেকে কর্তন করা হয়েছে তা প্রকল্প শ্রমিকদের অবহিত করা হবে। জাতীয় আইন ও শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দ্বারা সকল প্রকল্প শ্রমিক, প্রতি সপ্তাহে পর্যাপ্ত সময় বিশ্রাম, অসুস্থতাজনিত ও বার্ষিক ছুটি, প্রসূতি ও পারিবারিক ছুটি পাবে।

১২. কাজের সম্পর্ক সমাপ্ত করার জন্য, যথা সময়ে জাতীয় আইন ও শ্রম ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রতিটি প্রকল্প শ্রমিক লিখিতভাবে বরখাস্ত নোটিশ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের বিস্তারিত তথ্য পাবেন। উপার্জিত সকল মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা, পেনশন অবদানসমূহ এবং অন্য কোন পাওনা বা কাজের সম্পর্ক সমাপ্ত সময়ে বা আগেই দেয়া হবে। প্রকল্পের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য, সরাসরি প্রকল্প শ্রমিকদের হাতে বা যথাযথ উপায়ে পরিশোধ করা হবে। প্রকল্পের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য অর্থ পরিশোধ করা হলে, প্রকল্পের শ্রমিকদের এই ধরণের পরিশোধের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দেয়া হবে।

বৈষম্যহীনতা ও সমান সুযোগ

১৩. প্রকল্প শ্রমিকের চাকুরী বা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত বিদ্যমান চাকুরীর শর্তগুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রহন করা হবে না। প্রকল্প শ্রমিকের কর্মসংস্থান সমান সুযোগ এবং ন্যায্য আচরণের নীতির উপর ভিত্তি করে করা হবে, এবং কাজের সম্পর্ক যেমন নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নিয়োগ, ক্ষতিপূরণ (বেতন ও সুবিধা সহ), কাজের পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের শর্ত, প্রশিক্ষণের সুযোগ, কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব, পদোন্নতি, কর্ম অবসান, বা অবসর, বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যের সুযোগ থাকবে না। শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়রানি, ভয় দেখানো এবং/বা শোষণ রোধ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। জাতীয় আইন এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলে, প্রকল্প যতটা সম্ভব এই অনুচ্ছেদের শর্তাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

---

[৭] জাতীয় আইনের বিধিমালা প্রকল্প কর্মকাণ্ডের প্রযোজ্য এবং এই ইএসএস এর শর্তগুলো সন্তোষজনক হলে, ঋণ গ্রহীতাকে শ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যপদ্ধতির এই ধরণের বিধানগুলোর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হবে না।

১৪. কাজের সহজাত শর্তের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিগত সময়ের বৈষম্য বা নির্বাচন করার প্রতিকার করার জন্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক বিশেষ ব্যবস্থা, বৈষম্য হিসাবে গণ্য হবে না, যদি তা জাতীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
১৫. ঋণ গ্রহীতা বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিক যেমন নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক ও শিশুসহ (ইএসএস অনুযায়ী কাজের বয়স) প্রকল্পের শ্রমিকদের দুর্বলতা মোকাবেলার জন্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এই ধরনের ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রকল্পের কর্মী ও দুর্বলতার প্রকৃতির পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

শ্রমিক সংগঠন

১৬. যেসব দেশে জাতীয় আইন কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই শ্রমিকদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার এবং সম্মিলিতভাবে দরকষাকষি করার স্বীকৃতি দেয়, সেখানে প্রকল্প জাতীয় আইন মেনে চলবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আইনতগতভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনসমূহের ও বৈধ শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, এবং যথাযথ সময়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হবে। জাতীয় আইনে শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ হলে, প্রকল্প তাদের অভিযোগ জানানোর বিকল্প উপায় তৈরি করতে বাধা দিবে না এবং শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও কর্মসংস্থান শর্তাবলী সংক্রান্ত তাদের অধিকার রক্ষা করবে। ঋণ গ্রহীতা এই বিকল্প পদ্ধতি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালাবে না।

খ. শ্রমশক্তির সুরক্ষা

শিশু শ্রম ও নূন্যতম বয়স

১৭. এই অনুচ্ছেদের মোতাবেক, নূন্যমত বয়সের কম বয়সী কোন শিশু প্রকল্পে নিযুক্ত বা সম্পৃক্ত হবে না। শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রকল্পে চাকুরী বা সম্পৃক্ততার জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করবে, জাতীয় আইনে অধিক বয়সের উল্লেখ না থাকলে তা ১৪ বছর হবে।

১৮. সর্বনিম্ন বয়সের বেশী এবং ১৮ বছরের কম বয়সী কোন শিশু কেবলমাত্র নিচের নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে প্রকল্পে নিয়োজিত বা সংশ্লিষ্ট হতে পারে:

(ক) কাজটি নীচের ১৯ অনুচ্ছেদের আওতার মধ্যে পড়ে না;
(খ) কাজ শুরু করার পূর্বে যথাযথ ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে; এবং
(গ) ঋণ গ্রহীতা নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য, কাজের পরিবেশ, কাজের ঘন্টা এবং এই ইএসএস এর অন্যান্য শর্তগুলো পর্যবেক্ষণ করছে।

১৯. সর্বনিম্ন বয়সের বেশী তবে ১৮ বছরের কম বয়সী একটি শিশু, প্রকল্পের সাথে এমনভাবে নিয়োজিত বা সংশ্লিষ্ট করা হবে না যা বিপজ্জনক[৮] বা শিশুর শিক্ষার জন্য প্রতিবন্ধক, অথবা শিশুর স্বাস্থ্য বা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের (ক্ষতিকর শিশুশ্রম) জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হতে পারে।

---

[৮] কোন কাজ শিশুর জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হবে যা এটির ধরণ বা পরিস্থিতির যেভাবে তা সম্পন্ন করা হয়, তা শিশুর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হতে পারে। শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ ক্ষতিকর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, যেমন (ক) শারীরিক, মানসিক বা যৌণ অপব্যবহার; (খ) ভূগর্ভস্থ, পানির নিচে, উঁচু স্থানের বা বদ্ধ স্থানে কাজ; (গ) বিপদজ্জনক মেশিন, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, নিয়ে কাজ করা বা ভারী ওজন পরিবহন; (ঘ) ক্ষতিকর বস্তু, এজেন্ট, বা প্রক্রিয়া অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাপমাত্রা, শব্দ দূষণ বা কম্পন; অথবা (ঙ) বিশেষ কোন কঠিন পরিস্থিতি যেমন, অতি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ, রাতে বা নিয়োগকর্তার জায়গায় অযৌক্তিকভাবে আটকাবস্থায় কাজ করা।

জোরপূর্বক শ্রম

২০. জোর পূর্বক শ্রম হচ্ছে যে কোন কাজ বা সেবা যা স্বেচ্ছায়[৯] করা হয়নি, বল প্রয়োগের বা শাস্তির হুমকি দিয়ে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, প্রকল্পে এই ধরণের কোন কাজ করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞায় যে কোন ধরণের অনৈচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক শ্রম, যেমন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, বাধ্যতামূলক শ্রম, বা অনুরূপ শ্রম-ঠিকাদারি ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত। কোন পাচার হওয়া ব্যক্তি প্রকল্পের[১০] কাজে নিযুক্ত করা হবে না।

অভিযোগ ব্যবস্থাসমূহ

২১. কর্মস্থলের সমস্যা উত্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের সব শ্রমিকদের জন্য (প্রাসঙ্গিক হলে, তাদের সংগঠন) একটি অভিযোগ প্রতিকার কৌশল থাকবে। প্রকল্পের সকল শ্রমিককে নিয়োগ করার সময় নালিশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা এবং প্রতিশোধমূলক কাজে এটির ব্যবহার রোধ করার ব্যবস্থা রাখা হবে। অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রকল্পের সব শ্রমিকদের জন্য সহজলভ্য করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২২. একটি বোধগম্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অবিলম্বে উদ্বেগের সুরাহা করার জন্য অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রণয়ন করা হবে, যা কোনো শাস্তি ছাড়াই, সংশ্লিষ্টদের যথাসময়ে মতামত জানাবে এবং একটি স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে কাজ করবে।

২৩. এই প্রক্রিয়া অন্য কোন বিচারিক বা প্রশাসনিক প্রতিকার লাভে প্রতিবন্ধক হবে না, যা আইনের অধীনে বা বিদ্যমান সালিসী প্রক্রিয়া বা সমষ্টিগত চুক্তির মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার কৌশলের বিকল্প হিসেবে গণ্য হবে না।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস)

২৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই ওএইচএস ব্যবস্থায় এই অধ্যায়ের শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জেনারেল ইএইচএসজি এবং যথাযথ হলে শিল্প ভিত্তিক নির্দিষ্ট ইএইচএসজি

---

[৯] কাজ হচ্ছে একটি স্বেচ্ছা ভিত্তিক বিষয়, যখন একজন শ্রমিকের স্বাধীন ও অবগত সম্মতির সঙ্গে তা করা হয়। এই ধরণের সম্মতি কর্মসংস্থান সম্পর্কের পুরো মেয়াদ জুড়ে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং শ্রমিক স্বাধীনভাবে তার সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারে। হুমকি বা অন্য কোন বিধি নিষেধের পরিস্থিতি বা প্রতারণার ক্ষেত্রে কোন 'স্বেচ্ছা প্রস্তাব' হতে পারেনা। একটি স্বাধীন ও অবগত সম্মতির বৈধতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি যে, কর্তৃপক্ষের কোন কাজের বা কোন কর্মচারীর আচরণের দ্বারা কোন বাইরের বাধা বা পরোক্ষ চাপ দেয়া হয়নি।

[১০] ব্যক্তির পাচার বলতে বুঝাবে হুমকি বা বল প্রয়োগ বা অন্য কোনভাবে জোর প্রয়োগ করে অথবা অপহরণ, জালিয়াতি, প্রতারণা ক্ষমতার অপব্যবহার, বা নাজুকতার সুযোগ নিয়ে, অথবা অর্থ বা অন্য সুবিধা নিয়ে বা দিয়ে, শোষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ব্যক্তির ওপর অন্য কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয়দান, বা গ্রহন করা। নারী ও শিশুরা বিশেষ করে পাচারের শিকার হয়।

এবং জিআইপিপি বিবেচনা করা হবে। প্রকল্পে প্রযোজ্য ওএইচএস ব্যবস্থা আইনি চুক্তি এবং ইএসসিপি তে নির্ধারণ করা হবে।[১১]

২৫. ওএইচএস ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য হবে: (ক) প্রকল্পের শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সনাক্তকরণ, বিশেষ করে যারা জীবনের হুমকির সম্মুখীন হতে পারে; (খ) বিপজ্জনক অবস্থার বা বস্তুর পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, বা বর্জন সহ প্রতিরোধক ও নিরাপত্তামূলক বিধান; (গ) প্রকল্প কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ; (ঘ) পেশাগত দুর্ঘটনা, রোগ ও ঘটনা সম্পর্কে নথি ও প্রতিবেদন তৈরী; (ঙ) জরুরি পরিস্থিতি[১২] মোকাবিলায় জরুরী প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান ব্যবস্থা; এবং (চ) প্রযোজ্য, হলে প্রকল্প কর্মীর বয়স, মজুরী, বিরূপ প্রভাবের মাত্রা, সংশ্লিষ্ট কর্মীর ওপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা ও বয়স বিবেচনা করে এই ধরনের পেশাগত জখম, মৃত্যু, অক্ষমতা এবং রোগ-ব্যাধির প্রতিকার।

২৬. প্রকল্পে শ্রমিকদের নিয়োগ বা সম্পৃক্তকারীরা এমন কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যাতে বাস্তবসম্মতভাবে নিশ্চিত করা যায় যে, কর্মস্থল, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল প্রক্রিয়া যথাযথ ব্যবস্থা দ্বারা নিরাপদ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি মুক্ত এবং রাসায়নিক, ভৌত ও জৈবিক পদার্থ এবং এজেন্ট সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা ওএইচএস শর্তগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়টি উপলব্ধি করে ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রকল্পের শ্রমিকদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা ও আলোচনা করবে, সেইসাথে প্রকল্পের শ্রমিকদের তথ্য, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বিনাখরচে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করবে।

২৭. প্রকল্পের শ্রমিকরা যদি মনে করে যে, কর্মস্থল নিরাপদ বা স্বাস্থ্য সম্মত নয়, এবং কাজের স্থান থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নিতে চায়, এবং তাদের বিশ্বাস করার আরো যুক্তি রয়েছে যে তাদের জীবন বা স্বাস্থ্যের ওপর হুমকি রয়েছে, সেই অবস্থায় প্রকল্পের শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলের প্রক্রিয়ায় কাজের পরিবেশ সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রকল্পের শ্রমিকরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের সরিয়ে নেয়ার পর প্রয়োজনীয় প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন বা পরিস্থিতি ঠিক না করা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের রিপোর্ট বা অপসারণের জন্য প্রকল্পের শ্রমিকরা কোন প্রতিহিংসামূলক বা নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করবে না।

২৮. প্রকল্পের সকল শ্রমিকের জন্য ক্যান্টিন ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা, এবং যথাযথ স্থানে বিশ্রাম, সহ তাদের কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া হবে। প্রকল্পের শ্রমিকদের বাসস্থান সুবিধা[১৩] দেয়া হলে, কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ সহ ব্যবস্থাপনা ও মান সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদেরকে তাদের শারীরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটানোর সেবা লাভের সুযোগ বা সুবিধা প্রদান করতে হবে।

---

[১১] সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ ইএইচএসজিএস পদ্ধতির অনুচ্ছেদ ২ প্রযোজ্য এবং তা পড়তে দেখুন http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES. প্রতিটি শিল্প ভিত্তিক দিকনির্দেশনায় বিশেষ শিল্প সংশ্লিষ্ট ওএইচএস ইস্যুর সুরাহা করে। এ বিষয়গুলো দেখতে পারেন: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/

[১২] এই ব্যবস্থাগুলো ইএসএস৪ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

[১৩] এসব সেবা সরাসরি ঋণ গ্রহীতার বা তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রদান করা যেতে পারে।

২৯. প্রকল্পের শ্রমিকরা একাধিক দল দ্বারা নিযুক্ত এবং একই স্থানে একসঙ্গে কাজ করলে, শ্রমিকদের নিয়োগ বা সম্পৃক্তকারী পক্ষগণ তাদের নিজেদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য কেবল প্রতিটি দলের দায়িত্ববোধের ধারণা পরিহার করে ওএইচএস শর্তগুলো প্রয়োগ করতে সহযোগিতা দিবে।

৩০. পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক একটি নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং এতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত ঝুঁকি ও বিপদে সাড়া প্রদানের জন্য কার্যকর পদ্ধতি বাস্তবায়ন, ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং ফলাফল মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঠিকা শ্রমিক

৩১. ঋণ গ্রহীতা সকল যুক্তিসঙ্গত প্রয়াস চালিয়ে নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগকারী তৃতীয় পক্ষগুলো[১৪] নামকরা বৈধ প্রতিষ্ঠান এবং অনুচ্ছেদ ৩৪-৩৯ ব্যতিরেকে এই ইএসএস অনুযায়ী তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তাদের একটি প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রয়েছে।

৩২. ঋণ গ্রহীতা এই ইএসএস শর্ত অনুযায়ী এই ধরণের তৃতীয় পক্ষের কর্মক্ষমতার ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষণের জন্য পদ্ধতি গড়ে তুলবে। এছাড়া, ঋণ গ্রহীতা যথাযথ বিধি প্রতিপালন প্রতিকার সহ এই ধরণের তৃতীয় পক্ষের সাথে ঠিকা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ইএসএস শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। উপ-ঠিকা প্রদানের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা চাইবে যে, এই ধরণের তৃতীয় পক্ষ উপ-ঠিকাদারদের সঙ্গে তাদের চুক্তিতে অনুরূপ শর্তাবলী ও বিধি প্রতিপালন প্রতিকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩৩. ঠিকা কর্মীদের একটি অভিযোগ প্রক্রিয়া অনুসরনের সুযোগ থাকবে। শ্রমিকদের নিযুক্ত বা সম্পৃক্তকারী তৃতীয় পক্ষ এই ধরণের শ্রমিকদের জন্য একটি ক্ষোভ প্রশমন কৌশল ব্যবহার করার সুযোগ দিতে না পারলে, ঋণ গ্রহীতা ঠিকা শ্রমিকদের জন্য এই ইএসএস পদ্ধতির ‘গ’ অধ্যায়ের অধীনে অভিযোগ প্রতিকার কৌশল ব্যবহারের সুযোগ দিবে।

কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিক

৩৪. কমিউনিটি শ্রম প্রকল্পের একটি উপাদান হতে পারে, যেমন কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প, এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের চুক্তির ফলাফল হিসাবে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে এই ধরণের শ্রম দেয়া হচ্ছে বা হবে কি না, তা নিরূপণ করতে যথাযথ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে।[১৫]

৩৫. ৯ থেকে ১৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত (কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা) এবং ২৪ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) বিধিগুলো প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে, কমিউনিটি শ্রম ব্যবহার হচ্ছে এমন নির্দিষ্ট প্রকল্প কর্মকাণ্ড এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব অনুযায়ী কমিউনিটি শ্রমে প্রয়োগ করা হবে।

---

[১৪] পাদটিকা ২ দেখুন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার, দালাল, এজেন্ট, বা মধ্যস্থতাকারী।

[১৫] পাদটিকা ৯ দেখুন।

৩৬. কমিউনিটি শ্রমে ক্ষতিকর শিশুশ্রম বা জোরপূর্বক শ্রমের ঝুঁকি থাকলে, ঋণ গ্রহীতা ওপরে উল্লেখিত ১৭ থেকে ২৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে সেগুলো সনাক্ত করবে। ক্ষতিকারক শিশুশ্রম বা জোরপূর্বক শ্রম চিহ্নিত হলে, ঋণ গ্রহীতা তাদের প্রতিকার করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। ঋণ গ্রহীতা কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য কমিউনিটি শ্রম পর্যবেক্ষণ করবে এবং নতুন ঝুঁকি বা ক্ষতিকারক বা জোরপূর্বক শিশু শ্রমের ঘটনা চিহ্নিত করা গেলে, ঋণ গ্রহীতা তাদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে।

প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক

৩৭. প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিকদের সঙ্গে ক্ষতিকারক শিশুশ্রম বা জোরপূর্বক শ্রম সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকলে, ঋণ গ্রহীতা ওপরে বর্ণিত ১৭ থেকে ২০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এসব ঝুঁকি চিহ্নিত করবে। ক্ষতিকারক শিশুশ্রম বা জোরপূর্বক শ্রম চিহ্নিত হলে, ঋণ গ্রহীতা তাদের প্রতিকার করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। ঋণ গ্রহীতা তার প্রাথমিক সরবরাহকারীদের মনিটর করবে এবং নতুন ঝুঁকি বা ক্ষতিকারক শিশু বা জোরপূর্বক শ্রম দেয়ার ঘটনা চিহ্নিত করা হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রতিকারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে।

৩৮. এছাড়া, প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিকের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় থাকলে, ঋণ গ্রহীতা প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, প্রাথমিক সরবরাহকারীরা জীবনের জন্য হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠতে বা রোধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করছে।

৩৯. এসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ঋণ গ্রহীতার সামর্থ তার প্রাথমিক সরবরাহকারীদের ওপর ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবগুলোর ওপর নির্ভর করে। প্রতিকার সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের প্রাথমিক সরবরাহকারীদের পরিবর্তে সরবররাহকারীদের সঙ্গে কাজ করবে যাতে প্রমাণ করা যায় যে, তারা এই ইএসএস সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো মেনে চলছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৩।
সম্পদের দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

১. ইএসএস৩ মনে করে যে, অধিকতর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং নগরায়ন প্রায়ই বায়ু, পানি ও জমি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং সসীম সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে মানুষ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সারা বিশ্বে আরো একটি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, গ্রিনহাউজ গ্যাসের (জিএইচজি) বর্তমান এবং সম্ভাব্য বায়ুমণ্ডলীয় ঘনত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করছে। একই সময়ে, আরো বেশী দক্ষ ও কার্যকর সম্পদ ব্যবহার, দূষণ প্রতিরোধ, জিএইচজি পরিহার এবং প্রশমন প্রযুক্তি ও চর্চা কার্যত বিশ্বের সব অংশের মধ্যে আরো সুগম এবং অর্জনযোগ্য হয়েছে।
২. এই ইএসএস প্রকল্পের জীবনচক্র জুড়ে জিআইআইপি অনুযায়ী সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ[১] ব্যবস্থাপনা[২] মোকাবেলার শর্তাবলী নির্ধারণ করে।

উদ্দেশ্য

- জ্বালানি, পানি ও কাঁচামাল সহ সম্পদের আরো টেকসই ব্যবহার জোরদার করা।
- প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে দূষণ এড়ানোর বা কমানোর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব এড়ানো বা কমিয়ে আনা।
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী[৩] প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্গমন এড়ানো বা কমিয়ে আনা।

প্রয়োগের পরিধি

৩. এই ইএসএস এর প্রযোজ্যতা ইএসএস১ এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শর্তাবলী

৪. ঋণ গ্রহীতা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিবেচনা করে এবং প্রশমন অনুক্রম অনুযায়ী কারিগরি দিক থেকে এবং আর্থিকভাবে সম্ভবপর সম্পদের দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োগ করবে। এসব ব্যবস্থা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর আনুপাতিক হবে এবং জিআইআইপি এবং বিশেষ করে ইএইচএসজি'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

---

[১] 'দূষণ' বলতে বুঝায় কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় ক্ষতিকর বা অক্ষতিকর রাসায়নিক দূষণকারী বস্তু এবং এগুলোর মধ্যে অন্যান্য উপাদান থাকতে পারে যেমন পানিতে তাপীয় বর্জ্য নিঃসরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী বস্তু, দুর্গন্ধ, শব্দ দূষণ, কম্পন, বিকিরণ, বৈদ্যুতিকচুম্বকীয় শক্তি, আলোকসহ সম্ভাব্য ভিজ্যুয়াল প্রভাব সৃষ্টি।

[২] এই ইএসএস এ অন্য কোনভাবে উল্লেখ না থাকলে, 'দূষণ ব্যবস্থাপনা' হচ্ছে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী সহ দূষণ নির্গমন এড়ানো বা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত ব্যবস্থা, বিবেচনায় রাখতে হবে যে, জ্বালানি ও কাঁচামাল ব্যবহার এবং স্থানীয় দূষণ নির্গমন কমিয়ে আনতে উৎসাহ প্রদানকারী ব্যবস্থাগুলো সাধারণত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী নির্গমন হ্রাসে উৎসাহজনক ফলাফল বয়ে আনে।

[৩] এতে সকল জিএইচজিএস এবং ব্ল্যাক কার্বন (বিসি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সম্পদ দক্ষতা

৫. ঋণ গ্রহীতা জ্বালানি, পানি ও কাঁচামাল সেইসাথে অন্যান্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহার উন্নত করার জন্য কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভবপর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। এই ধরনের ব্যবস্থা কাঁচামাল, জ্বালানি ও পানি, সেইসাথে অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে পণ্য পরিকল্পনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নীতি একীভূত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত পাওয়া গেলে, ঋণ গ্রহীতা দক্ষতার আপেক্ষিক স্তর প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুস্পষ্ট তুলনা করবে।

শক্তি ব্যবহার

৬. প্রকল্প জ্বালানির একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী হলে, ঋণ গ্রহীতা জ্বালানি সামর্থ সংক্রান্ত এই ইএসএস শর্তাবলী প্রয়োগ করার পাশাপাশি ইএইএসজি-তে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার লক্ষ্য হচ্ছে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্য দিক বিবেচনায় জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস বা নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

পানির ব্যবহার

৭. প্রকল্প পানির সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী হলে, ঋণ গ্রহীতা এই ইএসএস অনুযায়ী সম্পদ সামর্থ সংক্রান্ত শর্তাবলী প্রয়োগ করবে, কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভবপর হলে, পানি ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস বা কমিয়ে আনবে যাতে প্রকল্পের পানি ব্যবহারের কারণে তা অন্যদের উপর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিকুল প্রভাব না ফেলে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে, সীমাবদ্ধ না হলেও, ঋণগ্রহীতার পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত কারিগরি দিক থেকে সম্ভবপর পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার, বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবহার, বিদ্যমান সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে মোট পানিসম্পদ চাহিদা বজায় রাখার জন্য পানির ব্যবহারে ভারসাম্য আনয়ন এবং বিকল্প প্রকল্প এলাকার অবস্থান মূল্যায়ন।

৮. প্রকল্পের জন্য পানির চাহিদা অনেক বেশী হলে, জনগোষ্ঠী, অন্যান্য ব্যবহারকারীদের বা পরিবেশের উপর গুরুতর প্রতিকূল প্রভাবের সম্ভবাবনা থাকলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে:

- একটি বিস্তারিত পানি ভারসাম্য ব্যবস্থা প্রণয়ন, বজায় রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়ে সময়ে রিপোর্ট করা হবে;
- পানি ব্যবহারের দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতির জন্য সুযোগগুলো অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে ;
- নির্দিষ্ট পানি ব্যবহারের (ইউনিট প্রতি উৎপাদনে ব্যবহৃত পানির পরিমান মাপা) মূল্যায়ন করা হবে; এবং
- বিদ্যমান পানি ব্যবহারের দক্ষতার শিল্প মান চিহ্নিত করা আবশ্যক।

৯. ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, সম্প্রদায়, অন্যান্য ব্যবহারকারীদের এবং পরিবেশের উপর পানি ব্যবহারের সম্ভাব্য সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, ঋণ গ্রহীতা যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করবে।

গ. কাঁচামাল ব্যবহার

১০. প্রকল্প কাঁচামালে একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী হলে, ঋণ গ্রহীতা কাঁচামালের সামর্থ সংক্রান্ত এই ইএসএস শর্তাবলী প্রয়োগ করার পাশাপাশি ইএইএসজি-তে উল্লিখিত ব্যবস্থা[৪] গ্রহণ করবে, যার লক্ষ্য হচ্ছে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্য দিক বিবেচনায় জ্বালানি ব্যবহা হ্রাস বা নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

দূষণ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা

১১. ঋণ গ্রহীতা দূষণ নির্গমন পরিহার করবে, বা পরিহার সম্ভবপর না হলে, জাতীয় আইন বা ইএইচএসজি-তে উল্লিখিত দক্ষতার মাত্রা ও পদক্ষেপ ব্যবস্থা, যা সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য, ব্যবহার করে এগুলোর নির্গমন কমিয়ে আনা, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। এই বিধান প্রাত্যহিক, অ-প্রাত্যহিক এবং দুর্ঘটনা পরিস্থিতির কারণে বায়ু, পানি ও জমি দূষণ এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্ত:সীমান্ত প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১২. প্রকল্পে ঐতিহাসিক দূষণ[৫] জড়িত থাকলে, ঋণ গ্রহীতা দায়ী পার্টি চিহ্নিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়া গড়ে তুলবে। ঐতিহাসিক দূষণ মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশে গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টির কারণে, সম্প্রদায়, শ্রমিক ও পরিবেশকে প্রভাবিত করলে, বিদ্যমান দূষণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা একটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন[৬] করবে। এলাকায় যে কোন প্রতিকারের লক্ষ্যে জাতীয় আইন ও জিআইআইপি, (যা সবচেয়ে কঠোর), অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।[৭]

১৩. মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের[৮] উপর প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য, ঋণ গ্রহীতা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনা করবে, যেমন; (ক) বিদ্যমান শর্ত; (খ) পরিবেশের সসীম সার্বিক সক্ষমতা[৯]; (গ) বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার; (ঘ) জীববৈচিত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার কাছে প্রকল্পের অবস্থান; (ঙ) অনিশ্চিত এবং/বা অপরিহার্য পরিস্থিতি সহ ব্যাপক প্রভাবের সম্ভাব্যতা; এবং (চ) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব।

১৪. এই ইএসএস এর শর্ত অনুযায়ী সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলোর প্রয়োগ ছাড়াও, প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত একটি এলাকায় দূষণ নির্গমনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা অতিরিক্ত কৌশল বিবেচনা এবং নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে বা হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এসব কৌশলে প্রকল্প এলাকার বিকল্পগুলোর মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করবে, তবে কেবল তাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

---

[৪] এসব ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রীর পুনরায় ব্যবহার বা রিসাইক্লিং অর্ন্তভুক্ত হতে পারে। ঋণ গ্রহীতা বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক কাঁচামাল ব্যবহার কমাতে বা বন্ধ করতে চাইবে।

[৫] এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক দূষণ হচ্ছে অতীতের কর্মকাণ্ডের কারণে ভূমি বা পানি সম্পদের ওপর সৃষ্ট দূষণ যা দূর করা বা প্রয়োজনীয় প্রতিকার করার জন্য কোন পক্ষ দায়িত্ব গ্রহন করেনি বা প্রদান করা হয়নি।

[৬] এই ধরণের মূল্যায়ন ইএইচএসজিএস পদ্ধতিতে প্রতিফলিত জিআইআইপি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে।

[৭] ঐতিহাসিক দূষণের জন্য একটি বা একাধিক তৃতীয় পক্ষ দায়ি হলে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের পক্ষগুলোর কাছ থেকে প্রতিকার চাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এই ধরণের দূষণ জাতীয় আইন ও জিআইআইপি অনুযায়ী প্রতিকার করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা পর্যাপ্ত অন্যান্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় ঐতিহানিক দূষণ শ্রমিক ও জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করছে না।

[৮] যেমন, বায়ু, স্থলভাগ, ভূগর্ভস্থ পানি এবং মাটি।

[৯] সমন্বিত সক্ষমতা হচ্ছে দূষণের ক্রমবর্ধমান চাপ শোষণ করার জন্য পরিবেশের সক্ষমতা, তার চেয়ে কম হলে সেটি মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অগ্রনযোগ্য।

ক. বায়ু দূষণ

১৫. উপরে বর্ণিত সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছাড়াও, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের প্রনয়ন ও বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংক্রান্ত বায়ু নির্গমন হ্রাস বা কমানোর জন্য বিকল্প বিবেচনা এবং কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভাব্য এবং ব্যয় সাশ্রয়ী কার্যকর বিকল্প বাস্তবায়ন করবে।[১০]

১৬. যেসব প্রকল্প বার্ষিক[১২] কার্বন নির্গমন সংক্রান্ত ব্যাংক[১১] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সীমার বেশী জিএইচজি নির্গমন উৎপাদন করবে বলে আশা করা যায়, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা প্রযুক্তিগতভাবে এবং আর্থিকভাবে সম্ভবপর হলে, (ক) প্রকল্পের সীমানার[১৩] মধ্যে মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত স্থাপনা থেকে সরাসরি নির্গমন; এবং (খ) প্রকল্প দ্বারা ব্যবহৃত জ্বালানির[১৪] পরোক্ষ নির্গমন প্রাক্কলন করবে। জিএইচজি নির্গমন প্রাক্কলন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি এবং অনুকরনীয় রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর ঋণ গ্রহীতা সম্পন্ন করবে।

খ. বিপজ্জনক এবং অ-বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১৭. ঋণ গ্রহীতা বিপজ্জনক এবং অ-বিপজ্জনক বর্জ্য[১৫] উৎপাদন এড়াবে। বর্জ্য উৎপাদন এড়ানো না গেলে, ঋণ গ্রহীতা বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস এবং বস্তুর পুনঃব্যবহার, এমনভাবে করবে যাতে তা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য নিরাপদ হয়ে ওঠে। বর্জ্য পুনঃব্যহার, রিসাইকেল বা উদ্ধার করা সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা এগুলোকে পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবহার, ধ্বংস বা বর্জ্য হিসেবে ফেলে দিবে। সে অনুযায়ী বর্জ্য বস্তুর ব্যবহার বা প্রক্রিয়াকরণের ফলে নির্গমন এবং অবশিষ্টাংশ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

১৮. উৎপন্ন বর্জ্য বিপজ্জনক[১৬] হিসেবে গণ্য হলে, ঋণ গ্রহীতা জাতীয় আইন ও আন্ত:সীমান্ত পরিবহন সংক্রান্ত প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সহ ক্ষতিকর বর্জ্য (স্টোরেজ, পরিবহন ও ফেলে দেয়া সহ) ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান শর্তাবলী মেনে চলবে। এই ধরণের কোন শর্ত না থাকলে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য ফেলার পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য জিআইআইপি বিকল্প অবলম্বন করবে। বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত হলে, ঋণ গ্রহীতা চূড়ান্ত স্থানের নথিপত্র সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত নামকরা এবং বৈধ প্রতিষ্ঠানিক ঠিকাদার ব্যবহার করবে। ঋণ গ্রহীতা লাইসেন্স প্রাপ্ত বর্জ্য স্থানগুলো কোথায় অবস্থিত এবং সেগুলো মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিরূপণ করবে এবং তারপর ঋণ গ্রহীতা এসব স্থান ব্যবহার করবে। লাইসেন্সকৃত স্থানটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত না হলে, ঋণ গ্রহীতা এ ধরণের স্থানে বর্জ্য পাঠানো হ্রাস এবং প্রকল্প সাইটে বা অন্য কোথাও এ নিজস্ব রিকভারি বা নিষ্পত্তি সুবিধা তৈরির সম্ভাবনা সহ বিকল্প নিষ্পত্তির বিকল্প বিবেচনা করবে।

---

[১০] এসব বিকল্পের মধ্যে থাকতে পারে নবায়নযোগ্য বা কম কার্বন জ্বালানি উৎস ব্যবহার; অধিক বৈশ্বিক উষ্ণতা ঘটানোর সম্ভাবনাময় রেফ্রিজারেটরগুলোর বিকল্প ব্যবহার, টেকসই কৃষি, বন, ও পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ, অজ্ঞাতসারে নির্গমন ও গ্যাস পুড়ানো হ্রাস করা; কার্বন আলাদাকরণ ও মজুদ; টেকসই পরিবহন বিকল্প; এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ।

[১১] (এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে)

[১২] নির্গমনের প্রাক্কলনে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো অ-জ্বালানি উৎসহ সহ জিএইচজি নির্গমনের উল্লেখযোগ্য সকল উৎস বিবেচনা করা।

[১৩] মাটির কার্বন উপাদান বা মাটির ওপরের বায়োমাস বস্তুর ওপর প্রকল্প প্রভাবিত পরিবর্তন এবং জৈব বস্তুতে প্রকল্প প্রভাবিত ক্ষয় উৎসে সরাসরি নির্গমনে অবদান রাখতে পারে এবং নির্গমন প্রাক্কলনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যেখানে এই ধরণের নির্গমন তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

[১৪] প্রকল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, তাপ ও শীতলীকরণ কাজের জন্য প্রকল্পের বাইরে অন্যদের দ্বারা উৎপাদিত ব্যবস্থা থেকে এই ধরণের নির্গমন হতে পারে।

[১৫] এসব বর্জ্যের মধ্যে থাকতে পারে পৌর বর্জ্য, ই-বর্জ্য এবং পশুর বর্জ্য।

[১৬] ইএইচএসজিএস ও প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী।

গ. কেমিক্যাল ও বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবস্থাপনা

১৯. ঋণ গ্রহীতা একটি গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ, পর্যায়ক্রমিক পরিহার বিধি সাপেক্ষে রাসায়নিক ও বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, বাণিজ্য ও ব্যবহার এড়িয়ে যাবে, যা কভেনশন বা বা প্রোটোকল দ্বারা সংজ্ঞায়িত; অথবা ঋণ গ্রহীতা যদি কোন ছাড় পেয়ে থাকে যা প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে ঋণ গ্রহীতা সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০. ঋণ গ্রহীতা বিপজ্জনক পদার্থ[১৭] ফেলা ও ব্যবহার কমাবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, পরিবহন, হ্যান্ডলিং, স্টোরেজ, এবং ব্যবহারের বিষয়টি পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা অন্যান্য কার্যক্রমে বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা সেখানে কম বিপজ্জনক বিকল্প পদার্থ ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

ঘ. কীটনাশক ব্যবস্থাপনা

২১. প্রকল্পে কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহন করার প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)[১৮] বা সমন্বিত ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট (আইভিএম)[১৯] সম্মিলিত বা বহুমুখী কৌশল ব্যবহার করবে।

২২. কোন কীটনাশক ক্রয়ের প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রস্তাবিত ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের[২০] বিষয় বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা মূল্যায়ন করবে। ইএইচএসজি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, ঋণ গ্রহীতা কোনো কীটনাশক বা কীটনাশক পণ্য বা ফর্মুলা ব্যবহার করবে না। এছাড়াও, ঋণ গ্রহীতা এমন কোন কীটনাশক পন্য ব্যবহার করবে না যাতে বিদ্যমান সক্রিয় উপাদান প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা তাদের প্রোটোকল অনুযায়ী নিষিদ্ধ অথবা তালিকাভুক্ত বা তাদের পরিশিষ্টে উল্লেখিত ধরণ পূরণ করে; যদি না এই ধরণের কনভেনশন বা প্রটোকলের বা পরিশিষ্টের অধীনে ঋণ গ্রহীতা কোন বিশেষ ছাড় পেয়ে থাকে, যা এসব ও অন্যান্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে ঋণ গ্রহীতার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঋণ গ্রহীতা এমন কোন কীটনাশক পণ্য ব্যবহার করবে না, যা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে ক্যান্সার প্রবন, মিউটেশন ঘটায় বা প্রজনন স্বাস্থ্যে বিষাক্ততা সঞ্চার করে। অন্য কোনো কীটনাশক পণ্য যা মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশের ওপর অন্য ধরণের সম্ভাব্য গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রেণীকরণ ও লেবেলিং ব্যবস্থায় চিহ্নিত। ঋণ গ্রহীতা সেক্ষেত্রে কোন কীটনাশক জাতীয় পণ্যের মিশ্রন ব্যবহার করবে না, যদি : (ক) দেশে এগুলোর বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ না থাকে; অথবা (খ) এগুলো কোন আনাড়ি ব্যক্তি, কৃষক বা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যবহার করতে বা তার হাতে পড়তে পারে, যার এই ধরনের বস্তু ব্যবহার, মজুদ করা, যথাযথভাবে প্রয়োগ করার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা নেই।

---

[১৭] এসব সামগ্রীর মধ্যে থাকতে পারে সার, মাটিতে অন্যান্য বস্তুর সংমিশ্রন এবং কীটনাশক ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক।

[১৮] আইপিএম হচ্ছে কৃষকদের ব্যবহৃত প্রতিবেশ ব্যবস্থা ভিত্তিক কীট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা সিনথেটিক রাসায়নিক কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে চায়। এতে রয়েছে (ক) কীট নির্মূল করার চেয়ে কীট ব্যবস্থাপনা (এগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক মাত্রার নিচে নামিয়ে আনা); (খ) কীট সংখ্যা কমিয়ে রাখার লক্ষ্যে বহুবিধ পদ্ধতির সমন্বয় সাধন (যথাসম্ভব রাসায়নিক ব্যবস্থা বিহীন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল); এবং (গ) কীট নাশক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেগুলো বেছে নেয়া ও প্রয়োগ করা, যাতে উপকারী জৈব, মানুষ ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে কম হয়।

[১৯] আইভিএম হচ্ছে ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে রোগ-ব্যাধির ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের কার্যক্ষমতা, ব্যয়-সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও টেকসই পরিস্থিতির উন্নতি করা।

[২০] এই মূল্যায়ন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে।

২৩. এই ধরনের কীটনাশক বেছে নেয়া ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় প্রয়োগ করতে হবে: (ক) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এগুলোর প্রতিকুল প্রভাব নগণ্য থাকবে; (খ) এগুলো কেবল নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির বিরুদ্ধে কার্যকর হবে বলে দেখানো যাবে; (গ) লক্ষ্যবস্তু নয় এমন প্রজাতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এগুলোর ন্যূনতম প্রভাব থাকবে। কীটনাশক প্রয়োগের পদ্ধতি, সময়, এবং পুনরাবৃত্তির মাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক শত্রুদের ক্ষতি কমিয়ে আনা। জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ব্যবহৃত কীটনাশক সংশ্লিষ্ট এলাকায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাসিন্দাদের এবং গৃহপালিত পশুর জন্য নিরাপদ বলে প্রমাণিত হতে হবে; (ঘ) কীট প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠা রোধ এগুলোর ব্যবহার বিবেচনা করতে হবে; (ঙ) প্রয়োজন হলে, সব কীটনাশক নিবন্ধিত হতে হবে বা অন্যথায় শস্যের ওপর ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হতে হবে, অথবা প্রকল্পের অধীনে ব্যবহার করার অন্য কোন ধরণের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২৪. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, তারা কোন কীটনাশক ব্যবহার করলে সেটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মান ও আচরণবিধি, সেইসাথে ইএইচএসজি অনুযায়ী তৈরী, ফর্মুলা ব্যবহার, প্যাকেজ, লেবেল, নাড়াচাড়া করা, মজুদকৃত, সংরক্ষিত এবং প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৫. কোনো প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা বিষয়[২১] অর্ন্তভুক্ত হলে বা যে কোন প্রকল্প অন্য কোন বিবেচনাধীন রাখলে যা কীট ও কীটনাশক ব্যবস্থাপনা ইস্যু[২২] হিসেবে দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা একটি কীট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি) তৈরী করবে। কোনো প্রকল্পের একটি বড় অংশের জন্য কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পণ্য সংক্রান্ত অর্থায়ন প্রস্তাব থাকলে একটি কীট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।[২৩]

---

[২১] এই ধরণের ইস্যুগুলোর মধ্যে থাকবে: (ক) পরিযায়ী পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ; (খ) মশা বা অন্যান্য ব্যাধির ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ; (গ) পাখি নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

[২২] যেমন: (ক) একটি এলাকায় নতুন ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন বা পরিবর্তিত চাষাবাদ রীতি; (খ) নতুন নতুন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ; (গ) কৃষিতে নতুন শস্যের বহুমুখীকরণ; (ঘ) বিদ্যমান কম প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ; (ঙ) অপেক্ষাকৃত ক্ষতিকর কীট নিয়ন্ত্রণ পণ্য বা ব্যবস্থার প্রস্তাবিত ক্রয়; অথবা (চ) সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য উদ্বেগ (যেমন, সুরক্ষিত এলাকার নৈকট্য, বা গুরুত্বপূর্ণ জলজ সম্পদ; শ্রমিকদের সুরক্ষা)।

[২৩] উল্লেখযোগ্য পরিমানে কীটনাশকের জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করা হয়। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য মশারি অথবা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রেণীকরণ ব্যবস্থায় চিহ্নিত ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য কীট নাশকের ক্রয় বা ব্যবহার করার জন্য একটি কীট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৪।
কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

ভূমিকা

১. ইএসএস৪ স্বীকার করে যে, প্রকল্পের কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুঁকি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে। উপরন্তু, যেসব জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা করছে তারা প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে প্রভাব বৃদ্ধি বা তীব্রতা অনুভব করতে পারে।
২. ইএসএস ৪ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের উপর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সুরাহা করে এবং সেই সঙ্গে এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব এড়াতে বা কমানোর জন্য বিশেষ করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে এমন লোকদের ওপর বিশেষ মনোযোগ সহ ঋণগ্রহীতাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে।

উদ্দেশ্য

- প্রাত্যহিক ও অপ্রাত্যহিক/দৈনন্দিন উভয় পরিস্থিতিতেই প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ওপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করা ও এড়ানো।
- জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কার্যকর ব্যবস্থা রাখা।
- ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এমনভাবে দেয়া হয়েছে যাতে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ঝুঁকি এড়ানো বা কমিয়ে আনা নিশ্চিত করা যায়।

প্রয়োগের পরিধি

৩. এই ইএসএস এর প্রযোজ্যতা ইএসএস ১ এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৪. এই ইএসএস প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন সম্প্রদায়ের উপর সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সুরাহা করে। ইএসএস ২ তে প্রকল্পের শ্রমিকদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিরাপত্তা (ওএইচএস) শর্তাবলী এবং ইএসএস৩ এ চলমান বা পূর্ব থেকে বিদ্যমান দূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব এড়ানো বা কমানোর জন্য পরিবেশগত মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবশ্যকতা

কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

৫. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ওপর প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতা ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত ও প্রশমন অনুক্রমের অনুযায়ী প্রশমন প্রস্তাব উত্থাপন করবে।

অবকাঠামো ও সরঞ্জাম নকশা এবং নিরাপত্তা

৬. ঋণ গ্রহীতা জাতীয় আইনগত শর্ত, ইএইচএসজি ও জিআআইপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাঠামোগত উপাদান নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, পরিচালনা এবং চালু করবে; এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর যে কোন নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে। প্রকল্পের কাঠামোগত উপাদানগুলো যোগ্য পেশাদারদের দ্বারা নকশা প্রণয়ন ও নির্মান করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের বা পেশাদারদের[১] দ্বারা প্রত্যায়িত বা অনুমোদিত হতে হবে। কাঠামোগত নকশা প্রণয়নকালে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

৭. প্রকল্পে জনসাধারণের প্রবেশযোগ্য নতুন ভবন ও কাঠামো অন্তর্ভুক্ত হলে, ঋণ গ্রহীতা চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিসহ সহ কর্মস্থলে দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করবে। কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভব হলে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের নতুন ভবন ও কাঠামোর নকশা ও নির্মাণকালে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার[২] নীতির প্রয়োগ করবে।

৮. একটি প্রকল্পের[৩] কাঠামোগত উপাদান বা অংশ চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি বা ধীর গতিতে চলার পরিস্থিতি সহ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হলে এবং কার্যক্রম ব্যর্থ বা বিকল হলে জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা নকশা ও নির্মানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের বাইরে অনুরূপ কোন প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করবে। তারা যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের উন্নয়ন এবং প্রকল্পের নকশা, নির্মান, পরিচালন ও চালু করার প্রতিটি পর্যায়ে পর্যালোচনা সম্পন্ন করবে। বাধের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরো তথ্য পরিশিষ্ট ১ এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সার্ভিসের নিরাপত্তা

৯. প্রকল্প সম্প্রদায়ের জন্য সেবা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করলে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের সেবা কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা উপর প্রভাব ফেলবে না তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা

১০. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে সম্ভাব্য যান চলাচল[৪], শ্রমিকদের সড়ক নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় চিহ্নিত, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করবে এবং যথাযথ হলে এগুলো প্রশমনের জন্য ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহন করবে।

১১. ঋণ গ্রহীতা স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর সম্ভাব্য সড়ক নিরাপত্তা প্রভাব রোধ ও প্রশমিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের নকশার মধ্যে কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভবপর সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চিহ্নিত ও অন্তর্ভুক্ত করবে।

১২. যথাযথ বিবেচিত হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি সড়ক নিরাপত্তা নিরীক্ষা সম্পন্ন করবে এবং ঘটনা-দুর্ঘটনা মনিটর করবে, এবং এই ধরনের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরী করবে। ঋণ গ্রহীতা এগুলোর সমাধান করতে নেতিবাচক নিরাপত্তা প্রবণতা চিহ্নিত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করার জন্য এই রিপোর্ট ব্যবহার করবে। যানবাহন বা যান বহর (মালিকানাধীন বা ইজারা) থাকলে, ঋণ গ্রহীতা গাড়ির চালক ও গাড়ির নিরাপত্তা সম্পর্কে শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিবে। ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের সকল যানবাহনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে।

---

[১] এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহৃত বিদ্যমান ভবনের জন্য, যথাযথ হলে, এবং নতুন ভবনের জন্য চালু বা ব্যবহার করার আগে তৃতীয় পক্ষের জীবন ও অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষা।

[২] সার্বজনীন প্রবেশাধিকার হচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সকল বয়স ও যোগ্যতার মানুষের ক্ষেত্রে বাধাহীন প্রবেশাধিকার।

[৩] যেমন, বাঁধ, পুচ্ছ বাঁধ বা মজা পুকুর।

[৪] প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মটরচালিত পরিবহনযান অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১৩. প্রকল্পের কাজের জন্য সরকারি রাস্তায় নির্মাণ ও অন্যান্য ভ্রাম্যমান সরঞ্জাম রাখা হলে, অথবা প্রকল্পের সরঞ্জাম ব্যবহার করার কারণে সরকারি রাস্তায় বা অন্যান্য পাবলিক পরিকাঠামোতে প্রভাব ফেলতে পারে, সেখানে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে কোন ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং জনসাধারণের আহত হওয়া এড়াতে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবার ওপর প্রভাব

১৪. প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবার উপর প্রকল্পের সরাসরি প্রভাব প্রতিকূল স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের[৫] উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই ইএসএস৬ অনুযায়ী, প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবার ইএসএস৬ এর ৫ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত পরিষেবা চালুকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ। যথাযথ ও সম্ভাব্য হলে, ঋণ গ্রহীতা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে এমন প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার উপর প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করবে। বিরূপ প্রভাব এড়ানো হবে, এবং এড়ানো সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা

১৫. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে হতে পারে এমন পানিবাহিত, পানি-ভিত্তিক, পানি সংক্রান্ত, ভেক্টর বাহিত রোগ এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াবে বা কমিয়ে আনবে। এক্ষেত্রে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ সংবেদনশীলতা পৃথকভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রকল্প এলাকায় কোন নির্দিষ্ট রোগ-ব্যাধি[৬] ছড়িয়ে পড়লে, ঋণ গ্রহীতা এগুলোর প্রকোপ কমানোর জন্য সাহায্য করার জন্য পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি ঘটাতে প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে সুযোগ কাজে লাগাতে উৎসাহ দেয়।
১৬. ঋণ গ্রহীতা সংক্রামক রোগের সংক্রমণ এড়াতে বা কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করবে যা প্রকল্পে স্থায়ী বা অস্থায়ী শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যায় আগমনের ফলে ঘটতে পারে।

বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা

১৭. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প দ্বারা বেরিয়ে আসতে পারে এমন বিপজ্জনক পদার্থ বা বস্তুর জন্য জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানো বা হ্রাস করবে। জনসাধারণের (শ্রমিক ও তাদের পরিবার সহ) জন্য ঝুঁকির সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং বিশেষ করে জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হলে, ঋণ গ্রহীতা সম্ভাব্য ক্ষতিকর বস্তুর পরিবর্তন সাধন, বিকল্প বস্তু ব্যবহার, বস্তুর বা অবস্থার অবসান করে ঝুঁকি এড়াতে বা কমিয়ে আনতে বিশেষ যত্ন নিবে। বিপজ্জনক পদার্থ প্রকল্পের অবকাঠামো বা বিদ্যমান অংশ হলে, ঋণ গ্রহীতা জনগোষ্ঠীতে প্রভাব এড়াতে, প্রকল্পের নির্মাণ ও বাস্তবায়নকালে যথাযথ যত্ন নিবে।

---

[৫] যেমন, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ ও উঁচু বনভূমি, যা প্রাকৃতিক ঝুঁকি যেমন বন্যা, ভূমিধস ও অগ্নিকাণ্ডের প্রভাব লাঘব করতে পারে, এমন ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক বাফার এলাকার ক্ষতি, নাজুকতা বৃদ্ধি করতে এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব বাড়াতে পারে।

[৬] যেমন ম্যালেরিয়া।

১৮. ঋণ গ্রহীতা বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ সরবরাহ এবং বিপজ্জনক পদার্থ ও বর্জ্য মজুদ, পরিবহন ও অপসারণের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই ধরনের ক্ষতিকর পদার্থের কারণে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি এড়ানো বা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

১৯. ঋণ গ্রহীতা জরুরী ঘটনা মোকাবেলার ব্যবস্থা চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করবে। জরুরী পরিস্থিতি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপদ থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যেমন আগুন, বিস্ফোরণ, চুইয়ে বা উপচে পড়া; এগুলো সাধারণত বিভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য পরিকল্পিত পরিচালন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সহ চরম আবহাওয়া বা আগাম সতর্কবার্তা না থাকার কারণে ঘটতে পারে। জনগোষ্ঠীর সদস্যদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় যে কোন ক্ষতি রোধ করতে এবং ঘটতে পারে এমন কোন প্রভাব কমাতে, লাঘব করতে বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে সমন্বিত এবং ত্বরিত পদ্ধতিতে জরুরী ঘটনা মোকাবেলার জন্য এসব ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০. জরুরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে এমন সম্ভাবনাময় প্রকল্পে সম্পৃক্ত ঋণ গ্রহীতারা ইএসএস১ অনুসারে গৃহীত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে একটি ঝুঁকির বিপদ মূল্যায়ন (আরএইচএ) সম্পন্ন করবে। আরএইচএ'র ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, ঋণ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয় করে একটি জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা (ইআরপি) প্রণয়ন করবে এবং ইএসএসএস২ অনুযায়ী প্রকল্পের শ্রমিকদের বিদ্যমান জরুরী প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থা বিবেচনায় নিবে।

২১. একটি ইআরপি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যথাযথ : (ক) বিপত্তির প্রকৃতি ও মাত্রার সমানুপাতিক প্রকৌশল নিয়ন্ত্রণ (যেমন সংবরণ, স্বয়ংক্রিয় এলার্ম, এবং বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা) ; (খ) প্রকল্প এলাকা ও কাছাকাছি স্থানে সহজলভ্য জরুরী সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য সুরক্ষিত প্রবেশাধিকার; (গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত জরুরী কর্মীদের জন্য অবহিতকরণ পদ্ধতি; (ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের অবহিতকরণের জন্য বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেল; (ঙ) নিয়মিত বিরতিতে ড্রিলস সহ জরুরী কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; (চ) জনসাধারণকে দ্রুত সরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি; (ছ) ইআরপি বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত সমন্বয়কারী; এবং (জ) যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনার পর পুনর্বাসন ও পরিবেশ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহন।

২২. ঋণ গ্রহীতা তার জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম, সম্পদ, এবং দায়িত্ব নথিবদ্ধ করবে এবং যথাযথ তথ্য, সেইসাথে কোনো পরবর্তী পরিবর্তন সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গোষ্ঠীর কাছে প্রকাশ করবে। ঋণ গ্রহীতা জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলগুলোর সাথে সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে তাদের অংশগ্রহন ও সহযোগিতা একটি কার্যকর সাড়াদান প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে।

২৩. ঋণ গ্রহীতা একটি নিয়মিত ভিত্তিতে ইআরপি পর্যালোচনা করবে, এবং নিশ্চিত করবে যে,এটা এখনও প্রকল্পে উদ্ভূত হতে পারে এমন জরুরি ঘটনা সম্ভাব্য পরিসরে মোকাবেলা করতে সক্ষম। ঋণ গ্রহীতা প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পক্ষগুলোকে সহায়তা দিবে এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণ ইএসএস২ অধীনে ওএইচএস শর্তাবলীর অংশ হিসাবে প্রকল্পের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হবে।

---

[৭] ইএসএসএস২ অনুচ্ছেদ ২৫।

নিরাপত্তারক্ষী

২৪. ঋণ গ্রহীতা তার ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা দিতে সরাসরি বা ঠিকা কর্মীদের নিয়োজিত রাখবে এবং প্রকল্প এলাকার মধ্যে ও বাইরের লোকদের ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন করবে। এই ধরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়োগ, আচরণ বিধি, প্রশিক্ষণ, সজ্জিতকরণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য নীতি, ও জিআইআইপি এবং প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করবে। ঋণ গ্রহীতা নিরাপত্তা প্রদানে সরাসরি বা ঠিকা শ্রমিকদের দ্বারা কোন ধরণের বল প্রয়োগের অনুমতি দিবে না, যদি না কোন হুমকির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অনুপাতে প্রতিরোধমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

২৫. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, উল্লেখিত ২৪ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সরকারী নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তা সেবায় নিয়োজিত রাখা হবে। নিরাপত্তা উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য ঋণগ্রহীতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করবে।

২৬. ঋণ গ্রহীতা (১) নিরাপত্তা প্রদানে ঋণগ্রহীতার নিয়োজিত সরাসরি বা ঠিকা শ্রমিকরা অতীতে কোন কারণে অভিযুক্ত ছিল না, তা নিশ্চিত করতে যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান চালাবে; (২) শ্রমিকদের ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শক্তি প্রয়োগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আগ্নেয়াস্ত্র), বা যথাযথ আচরণের জন্য পর্যাপ্তরূপে তাদের প্রশিক্ষণ (বা নির্ধারণ করতে হবে যে, তারা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পেয়েছে) প্রদান করবে এবং (গ) প্রযোজ্য আইনের মধ্যে থেকে তাদের কাজ করতে হবে।

২৭. ঋণ গ্রহীতা নিরাপত্তা কর্মীদের বেআইনী বা নিপীড়নমূলক সব অভিযোগ পর্যালোচনা, পুনরাবৃত্তি রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ (বা পদক্ষেপ নিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান) করবে এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বেআইনী এবং নিপীড়নমূলক ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করবে।

ইএসএস৪ পরিশিষ্ট ১. বাঁধের নিরাপত্তা

ক. নতুন বাঁধ

১. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, নতুন বাঁধের নকশা ও নির্মাণ অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত পেশাদারদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়েছে এবং বাঁধের মালিক বাঁধের নকশা প্রণয়ন, টেন্ডার, নির্মাণ, অপারেশন, এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের সময় বাঁধের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২. এই পরিশিষ্টে[1] নির্ধারিত বাঁধ নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তাবলী, যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

(ক) 'বড় বাঁধ' হচ্ছে যে বাঁধের উচ্চতা ১৫ মিটার বা সর্বনিম্ন ফাউন্ডেশন থেকে আরো বেশী অথবা ৫ মিটার এবং ১৫ মিটারের মধ্যে বিদ্যমান বাঁধ যা ৩ মিলিয়ন ঘনমিটারের বেশী পানি ধারণ করে;

(খ) অন্য সব বাঁধ ('ছোট বাঁধ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যা নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক বড় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উচ্চ ভূমিকম্প প্রবন একটি জোনে অবস্থিত, ভিত্তি জটিল ও তৈরী করা কঠিন, বিষাক্ত পদার্থ থাকা, ভাটিতে প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে ; এবং

(গ) ছোট বাঁধ কাজের বেলায় বৃহৎ বাঁধ হয়ে ওঠতে পারে।

৩. বড় বাঁধের জন্য শর্ত :

(ক) একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের (প্যানেল) প্যানেলের দ্বারা বাঁধের তদন্ত, নকশা এবং বাঁধের নির্মান পর্যালোচনা ও কর্মকাণ্ড শুরু;

(খ) বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নঃ নির্মাণ তদারকি ও গুণমান নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা, একটি কৌশলগত পরিকল্পনা, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা এবং জরুরি প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা। পরিকল্পনার বিবরণ নীচে বর্ণিত রয়েছে, ('বাঁধ নিরাপত্তা প্রতিবেদনঃ বিষয়বস্তু ও টাইমিং');

(গ) ক্রয় প্রক্রিয়া টেন্ডারের সময় দরদাতাদের পূর্ব যোগ্যতা; এবং

(ঘ) সমাপ্তির পর বাঁধ এলাকার নিয়মিত নিরাপত্তা পরিদর্শন।

---

[1] কোন বাঁধের বিষয়ে ২ (ক) থেকে (গ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা না হলে, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৌশলীদের দ্বারা মূল বাঁধের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্যানেল তিন বা ততোধিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হবে, এবং তারা ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত এবং ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবেন, বিশেষ বাঁধের নিরাপত্তার প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দিক সহ কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে।[2]

প্যানেল বাঁধের নিরাপত্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক, তার আনুষঙ্গিক কাঠামো, অববাহিকা এলাকা, জলাধার পার্শ্ববর্তী এলাকা, এবং ভাটি এলাকায় বাঁধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনা করবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে উপদেশ দিবে। ঋণ গ্রহীতা সাধারণত বাঁধের নিরাপত্তার বিষয়ের বাইরে প্যানেলের গঠন ও অন্যান্য শর্তগুলো বিবেচনা করে, এছাড়া, এই ধরণের অন্যান্য বিষয় যেমন প্রকল্প প্রণয়ন, কারিগরি নকশা, নির্মাণ পদ্ধতি; এবং, পানি সঞ্চয়ের বাঁধের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজ যেমন বিদ্যুত সুবিধাদি, নির্মাণকালে নদী বেষ্টনী, জাহাজ উত্তোলন এবং মাছ ধরার কাজ যুক্ত।

৫. ঋণ গ্রহীতা প্যানেল সেবা চুক্তি সম্পাদন এবং তার কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবে। যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্পের প্রস্তুতি গ্রহন করে, ঋণ গ্রহীতা সময়ে সময়ে প্যানেল মিটিং ও পর্যালোচনার আয়োজন করবে এবং তদন্ত, নকশা, নির্মাণ, এবং প্রাথমিক ভরাট এবং বাঁধের সূচনা[3] সহ কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। ঋণ গ্রহীতা প্যানেল সভার বিষয়ে অগ্রিম ব্যাংককে অবগত করবে, এবং ব্যাংক সাধারণত এই বৈঠকে একজন পর্যবেক্ষক পাঠাবে। প্রতিটি বৈঠক শেষে প্যানেল ঋণ গ্রহীতার কাছে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত তার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সম্পর্কে একটি লিখিত প্রতিবেদন পেশ করবে। ঋণ গ্রহীতা এই রিপোর্টের একটি অনুলিপি ব্যাংকের কাছে প্রদান করবে। জলাধার ভরাট ও বাঁধ শুরু করার পর, প্যানেল প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ পর্যালোচনা করবে। ভরাট ও বাঁধ নির্মানের শুরুতে তেমন কোন জটিলতার সম্মুখীন না হলে, ঋণ গ্রহীতা প্যানেল ভেঙে দিতে পারে।

বর্তমান বাঁধ এবং নির্মাণাধীন বাঁধ

৬. একটি প্রকল্প ঋণ গ্রহীতার ভূখণ্ডে একটি বিদ্যমান বাঁধ বা নির্মাণাধীন একটি বাঁধের (ডিইউসি) কর্মক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হলে, ঋণ গ্রহীতা ব্যবস্থা গ্রহন করবে যে, এক বা একাধিক স্বাধীন বাঁধ বিশেষজ্ঞ : (ক) বিদ্যমান বাঁধ বা নির্মানাধীন বাঁধের নিরাপত্তা পরিস্থিতি; সেটির আনুষঙ্গিক অংশ এবং কর্মক্ষমতা পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন করবে; (খ) মালিকের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন; এবং (গ) নিরাপত্তার একটি গ্রহণযোগ্য মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাঁধ বা ডিইউসি হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক কাজ বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ সম্বলিত একটি লিখিত প্রতিবেদন পেশ করবে।

৭. এই ধরনের প্রকল্পে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন, শক্তি কেন্দ্র বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা যা একটি বিদ্যমান বাঁধ বা একটি নির্মানাধীন বাঁধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি জলাধার থেকে সরাসরি পানি টেনে নিয়ে আসে; একটি বিদ্যমান বাঁধ বা একটি নির্মানাধীন বাঁধ থেকে ভাটিতে গতিপথ পরিবর্তনমুখী বাঁধ বা জলবিদ্যুৎ কাঠামো; উজানে বাঁধ ব্যর্থ হলে প্রকল্প স্থাপনার ব্যর্থতা বা গুরুতর ক্ষতি হতে পারে; সেচ বা পানি সরবরাহ প্রকল্প যা পানি সরবরাহের জন্য একটি বিদ্যমান বাঁধ বা একটি নির্মানাধীন বাঁধ কাঠামোর মজুদ বা পরিচালনার ওপর নির্ভরশীল এবং বাঁধ ব্যর্থ হলে এটি কাজ করতে পারে না।

তারা প্রকল্পে আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যাতে একটি বিদ্যমান বাঁধের সামর্থ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং অথবা নিমজ্জিত বস্তুগুলোর বৈশিষ্ট্য বদলে যায়, যেখানে বিদ্যমান বাঁধ ব্যর্থ হলে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বা প্রকল্পের সুবিধা ব্যর্থ হতে পারে।

---

[2] প্যানেল সদস্যদের সংখ্যা, পেশাগত ব্যাপকতা, কারিগরি দক্ষতা, ও অভিজ্ঞতা নির্মানাধীন বাঁধের আকার, জটিলতা, ও সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলার জন্য যথাযথ হতে হবে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের জন্য, বিশেষ করে প্যানেল সদস্যদের তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে নামী বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

[3] প্রকল্প প্রণয়নের পরের কোন পর্যায়ে ব্যাংকের সম্পৃক্ততা শুরু হলে, যথাশিঘ্র সম্ভব প্যানেল গঠন করতে হবে এবং ইতোমধ্যে সম্পন্ন প্রকল্পের যে কোন দিক পর্যালোচনা করতে হবে।

৮. ঋণ গ্রহীতা একটি বিদ্যমান বাঁধ বা ডিইউসি'র উন্নয়নের জন্য একটি পূর্বে প্রস্তুত বাঁধ নিরাপত্তা মূল্যায়ন বা সুপারিশ ব্যবহার করতে পারেন, যদি: (ক) একটি কার্যকর বাঁধ নিরাপত্তা কর্মসূচি আগে থেকেই কার্যকর থাকে; এবং (খ) পুরো স্তর পরিদর্শন এবং বিদ্যমান বাঁধ বা ডিইউসি বাঁধ নিরাপত্তা মূল্যায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন ও নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে ব্যাংক সন্তুষ্ট।
৯. অতিরিক্ত বাঁধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা বা প্রতিকারের কাজ করার প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে: (ক) বাঁধের নকশা রয়েছে ও নির্মাণকালে যোগ্য পেশাদার ব্যক্তিরা তা তত্ত্বাবধান করেছেন; এবং (খ) একটি নতুন বাঁধের (এই পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদ ৩ (খ) দেখুন) জন্য প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিকারমূলক কাজের সঙ্গে অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন ঘটনা সম্পৃক্ত হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি নতুন বাঁধের জন্য (এই পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদ ৩ (খ) ও ৪ দেখুন) অনুরূপ ভিত্তিতে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল নিয়োজিত করবে।
১০. বিদ্যমান বাঁধ বা ডিইউসি'র মালিকানা ঋণ গ্রহীতা ছাড়া অন্য কারো হলে, ঋণ গ্রহীতা এই পরিশিষ্টের ৬ থেকে ৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যবস্থার জন্য মালিকের সঙ্গে চুক্তি বা ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবে।
১১. যথাযথ বিবেচিত হলে, ঋণ গ্রহীতা দেশে বাঁধ নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

গ. বাঁধ নিরাপত্তা প্রতিবেদন: বিষয়বস্তু ও সময়

১২. বাঁধ নিরাপত্তা রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে:

(ক) নির্মাণ তদারকি ও গুণমান নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় একটি নতুন বাঁধ নির্মান অথবা একটি বিদ্যমান বাঁধ সংস্কারের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, কার্যবিধি, যন্ত্রপাতি ও যোগ্যতার বিষয়গুলোর সুরাহা করা হবে। এটি একটি পানি সঞ্চয় বাঁধ ছাড়া অন্য কোন বাঁধ হলে, এই পরিকল্পনায় দীর্ঘ নির্মান কাল, তত্ত্বাবধানের বিষয়গুলো যেমন বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বা কয়েক বছরে নির্মান সামগ্রী বা জলমগ্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের পরিবর্তন বিবেচনা করবে।

(খ) চুক্তিভিত্তিক পরিকল্পনা। এটি বাঁধের বৈশিষ্ট্য ও পানি-আবহাওয়া ভিত্তিক কাঠামোগত এবং ভূকম্পন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি স্থাপন সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা। এটি টেন্ডার সম্পন্ন করার আগে, নকশা প্রণয়ন পর্যায়ে প্রস্তুত, এবং স্বাধীন প্যানেলের কাছে প্রদান করা হয়েছে।
(গ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) পরিকল্পনা। এই বিস্তারিত পরিকল্পনায় সাংগঠনিক কাঠামো, স্টাফ বা কর্মী, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ, বাঁধ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধা; ওএন্ডএম পদ্ধতি; ওএন্ডএম পদ্ধতিতে অর্থায়নের জন্য ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পরিদর্শনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। একটি পানি সঞ্চয়ের বাঁধ ছাড়া অন্য একটি বাঁধের জন্য ওএন্ডএম পরিকল্পনা গ্রহন করার অর্থ হচ্ছে, তা বিশেষ করে, বাঁধের কাঠামো বা পড়ে থাকা সামগ্রীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটার প্রতিফলন, যা কয়েক বছর পরে প্রত্যাশিত হতে পারে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা এবং কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সাধারণত প্রকল্পের অধীনে অর্থায়ন করা হয়।
(ঘ) জরুরী প্রস্তুতি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাঁধের ব্যর্থতা আসন্ন বা প্রত্যাশিত কার্যকর প্রবাহ ভাটিতে জীবন, সম্পত্তি বা নদীর প্রবাহ মাত্রার উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হলে, দায়িত্বশীলদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:
বাঁধ পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া ও সংশ্লিষ্ট জরুরী যোগাযোগের জন্য দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতি; বিভিন্ন জরুরী অবস্থার জন্য প্লাবিত হওয়ার মাত্রা সংক্রান্ত মানচিত্র; বন্যা সতর্কতা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য; এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজন সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা, এবং জরুরি বাহিনী ও সরঞ্জাম মোতায়েনের পদ্ধতি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে প্রণয়ন করা যাবে, তবে জলাধার প্রাথমিক ভরাট করার সম্ভাব্য তারিখের আগে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে নয়।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৫
ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

ভূমিকা

১. ইএসএস৫ মনে করে যে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ[১] ও ভূমি ব্যবহারের[২] ওপর বিধিনিষেধ ভৌত স্থানচ্যুতি (স্থানান্তর, আবাসিক জমি বা আশ্রয়হানি), অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি (জমি, সম্পদ বা সম্পদে প্রবেশাধিকার হানি, আয়ের উৎস বা জীবিকার অন্যান্য উপায়ের ক্ষতি হতে)[৩], অথবা উভয়টির কারণ হতে পারে। "অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন" বলতে এসব প্রভাব বোঝায়। পুনর্বাসন অনৈচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে যখন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জমি অধিগ্রহণ বা জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকে না, এবং যার ফলে স্থানচ্যুতি ঘটে।

২. অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ভৌত ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির প্রভাব প্রশমিত করা না হলে, চরম, মারাত্মক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে; উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে; তাদের উৎপাদনশীল সম্পদ বা অন্যান্য আয়ের উৎস হানি ঘটলে মানুষ দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে পারে; তারা এমন স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে যেখানে তাদের উৎপাদনশীলতার দক্ষতা কম প্রযোজ্য এবং সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা বেশী; কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক দুর্বল হতে পারে; গোত্র সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হতে পারে; এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রথাগত কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্যের সম্ভাবনা খর্ব বা হারিয়ে যেতে পারে। এসব কারণে, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়িয়ে চলা উচিত।[৪] অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন অনিবার্য হলে, তা কমিয়ে আনা হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের উপর বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনতে বা প্রশমিত করতে (এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের গ্রহনকারী সম্প্রদায়ের উপর) সাবধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

[১] ভূমি অধিগ্রহন হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভূমি পাওয়ার সকল পদ্ধতি, এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, সরাসরি ক্রয়, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ ও প্রবেশাধিকার অধিগ্রহন, যেমন দখল বা অধিকার গ্রহন। ভূমি অধিগ্রহনের মধ্যে থাকতে পারে: (ক) অদখলকৃত বা অব্যবহৃত ভূমি, আয় বা জীবিকার উদ্দেশ্যে এই ধরণের ভূমির ওপর ভূমি মালিকের নির্ভরশীলতা থাক বা না থাক, এবং (খ) সরকারি ভূমির পুনর্দখল যা কোন ব্যক্তি বা পরিবার ব্যবহার বা দখল করে রেখেছিল। ‘ভূমি’ হচ্ছে যে কোন কিছু যা বিকশিত হচ্ছে, বা ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত যেমন, শস্য, ভবন, এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

[২] ‘ভূমি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা’ হচ্ছে কৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোন ভূমির ব্যবহার সীমিত করা বা তার ওপর নিষেধাজ্ঞা যা প্রকল্পের বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরাসরি চালু বা কার্যকর করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট পার্ক ও সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশাধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, অন্যান্য অভিন্ন সম্পত্তি সম্পদের ওপর প্রবেশাধিকারের নিষেধাজ্ঞা, দখলকৃত এলাকার মধ্যে বা নিরাপদ এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

[৩] জীবিকা হচ্ছে সব ধরণের উপায় যা ব্যক্তি, পরিবার, ও জনগোষ্ঠী জীবন যাপনের জন্য কাজে লাগায় যেমন, মজুরি ভিত্তিক আয়, কৃষি, মাছ ধরা, পশু পালন, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং লেনদেন।

[৪] এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে ইএসএস১ এ প্রভাবগুলোর বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা। যারা সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন তাদেরকে আরো কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়ার চেয়ে ভৌত বা অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যেখানে প্রকল্পের ফলে জন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে সেখানে এড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতি অগ্রাধিকার নাও পেতে পারে। পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, পুনর্বাসন এসব পরিবারের বা জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি উন্নয়ন সুযোগ এনে দিতে পারে, একই সাথে তারা উন্নত বাড়িঘর, জনস্বাস্থ্য সুবিধা, দখলদারিত্বের অধিক নিরাপদ ব্যবস্থা বা স্থানীয় জীবনযাপন মানের অন্যান্য উন্নত সুবিধা লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য

- অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন বা এড়ানো, অনিবার্য হলে, প্রকল্পের নকশায় বিকল্প অন্বেষণ করে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন কমিয়ে আনা।
- জোরপূর্বক উচ্ছেদ[৫] পরিহার করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধের কারণে অনিবার্য বিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য: (ক) প্রতিস্থাপন খরচ[৬] হিসেবে সম্পদের ক্ষতির জন্য সময়মত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং (খ) বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবিকা ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে বা অন্তত পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা প্রদান করা; যাতে তারা প্রাক স্থানচ্যুতি পর্যায়ে বা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর আগের পর্যায়ে বসবাস করতে পারে যা উন্নততর তা নিশ্চিত করা।
- পর্যাপ্ত বাসস্থান, সেবা ও সুবিধা লাভের সুযোগ এবং ভোগদখলের নিরাপত্তা[৭] বন্দোবস্তের মাধ্যমে, বাস্তুচ্যুত দরিদ্র বা অসহায় ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকল্প থেকে সরাসরি লাভবান হতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সক্ষম করার ব্যবস্থা সহ একটি উন্নয়ন সুযোগ হিসেবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
- ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে যথাযথ তথ্য প্রকাশ, তাদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা, এবং অবগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

প্রয়োগের পরিধি

৩. ইএসএস ৫ এর প্রযোজ্যতা ইএসএস১ পদ্ধতিতে বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠিত।

---

[৫] অনুচ্ছেদ ৩১ দেখুন।

[৬] 'প্রতিস্থাপন ব্যয়' হচ্ছে সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করার সঙ্গে সম্পত্তি প্রতিস্থাপনে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয় সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরনের মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি। যেখানে কার্যকর বাজার রয়েছে, সেখানে প্রতিস্থাপন ব্যয় হচ্ছে বাজার মূল্য যা নিরপেক্ষ ও যোগ্য রিয়েল এস্টেট মূল্যায়ন ও লেনদেনের ব্যয় সহ প্রতিষ্ঠিত। কার্যকর বাজার না থাকলে, বিকল্প উপায় যেমন ভূমি বা উৎপাদনশীল সম্পত্তির উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ, প্রতিস্থাপন সামগ্রীর অবচয়বিহীন মূল্য এবং অবকাঠামো বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি নির্মানের জন্য শ্রম ব্যয় সহ লেনদেনের ব্যয় মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই ধরণের সকল পরিস্থিতিতে ভৌত স্থানচ্যুতির ফলে ব্যক্তি আশ্রয় হারালে, প্রতিস্থাপন ব্যয় হবে গৃহ ক্রয় বা নির্মানের জন্য ব্যয়ের অন্তত যথেষ্ট হতে হবে যাতে তা মান ও নিরাপত্তার দিক থেকে সম্প্রদায়ের নূন্যতম মান পূরণ করে। প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি নথিবদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক পুনর্বাসন পরিকল্পনার নথিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লেনদেনের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক চার্জ, নিবন্ধন বা নাম জারি ফি, যুক্তিসঙ্গত স্থানান্তর ব্যয়, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর আরোপিত অনুরূপ যে কোন ব্যয়। প্রতিস্থাপন ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে, যদি দেখা যায় যে ক্ষতিপূরণ হার নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ঘটেছে বা মূল্যস্ফীতি অনেক বেশী, সেক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ হার হালনাগাদ করার প্রয়োজন হতে পারে।

[৭] 'দখলের নিরাপত্তা' হচ্ছে পুনর্বাসিত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী এমন একটি এলাকায় পুনর্বাসিত হয়েছে যা তারা আইনসঙ্গভাবে দখল করতে পারে, যেখানে তারা উচ্ছেদের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত এবং যেখানে তাদেরকে দেয়া দখলি স্বত্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ। কোনভাবেই পুনর্বাসিত ব্যক্তিকে এমন কোন দখলি স্বত্ব প্রদান করা যাবে না, যা তারা যেখান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে সেই ভূমি বা সম্পত্তির অধিকারের চেয়ে দুর্বল।

৪. এই ইএসএস নিম্নলিখিত ধরনের জমি সংক্রান্ত লেনদেনের ফলে, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমি বা সম্পদ হানি, বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

(ক) জাতীয় আইন অনুযায়ী বাজেয়াপ্তকরণ বা অন্যান্য বাধ্যতামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমির অধিকার বা ভূমি ব্যবহার করার অধিকার অর্জন বা সীমিত করা;

(খ) সম্পত্তির মালিক বা জমিতে যাদের আইনি অধিকার রয়েছে তাদের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে ভূমি অধিকার বা ভূমি ব্যবহারের অর্জিত বা সীমিত অধিকার লাভ করা; তা না হলে বাজেয়াপ্তকরণ বা অন্যান্য বাধ্যতামূলক পদ্ধতি[৮] প্রয়োগ করা।

(গ) ভূমি ব্যবহার ও প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বা গ্রুপের সম্পদ ব্যবহারের প্রবেশাধিকার রোধ করে, যেখানে তাদের ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত ভোগদখল বা ব্যবহার করার স্বীকৃত অধিকার ছিল। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে আইনত সংরক্ষিত এলাকা, বন, জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকায় বা প্রকল্পের সাথে প্রতিষ্ঠিত বাফার জোন;[৯]

(ঘ) আনুষ্ঠানিক, প্রথাগত বা স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগ ছাড়াই লোকজনের স্থানান্তর; যারা প্রকল্প নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ববর্তী সময়েও জমি ব্যবহার করছিল।

(ঙ) গোষ্ঠী সম্পত্তি বা প্রাকৃতিক সম্পদসহ ভূমিতে প্রবেশাধিকার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যেমন সামুদ্রিক ও জলজ সম্পদ, কাঠ ও বন থেকে আহরিত অন্যান্য পণ্য, মিঠা পানি, ভেষজ উদ্ভিদ, শিকার ও জমায়েত হওয়ার স্থান এবং গোচারণ এবং ফসল তোলার এলাকা।

(চ) ক্ষতিপূরণের[১০] পুরো অর্থ পরিশোধ ছাড়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিত্যাগ করা ভূমি অধিকার বা জমি বা সম্পদের ওপর দাবি। এবং

---

[৮] এই ধরণের পরিস্থিতিতে এই ইএসএস এর প্রয়োগ সত্ত্বেও, ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে এই ইএসএস এর শর্ত পূরণের জন্য আলোচনা করতে উৎসাহিত করা হয় যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বা বিচার প্রক্রিয়ার কারণে বিলম্ব এড়ানো যায় এবং আনুষ্ঠানিক দখল লাভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করা সম্ভব হয়।

[৯] এই ধরণের পরিস্থিতিতে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনেক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক মালিকানা থাকে না। এসবের মধ্যে থাকতে পারে যেমন মিঠাপানি এবং সামুদ্রিক পরিবেশ।

[১০] কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রস্তাব করা হতে পারে যে, প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করার জন্য ভূমির অংশ বা পুরোটা পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে দান করে দেয়া হোক। ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে, এটি গ্রহনযোগ্য হতে পারে, তবে ঋণ গ্রহীতাকে নিশ্চিত করতে হবে যে: (ক) সম্ভাব্য দাতা বা দাতাদের বিষয়টি যথাযথভাবে অবহিত এবং প্রকল্প সম্পর্কে ও তাদের জন্য সহজলভ্য বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; (খ) সম্ভাব্য দাতারা সচেতন যে, প্রত্যাখ্যার করার বিকল্প রয়েছে এবং দানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে লিখিতভাবে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে; (গ) দান করা ভূমির পরিমান যৎসামান্য এবং দাতার অবশিষ্ট ভূমির পরিমাণ এমন মাত্রায় কমে যাবে না যা তার জীবনযাত্রার বিদ্যমান পর্যায় বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম হবে; (ঘ) কোন পরিবারের স্থানান্তর অর্ন্তভুক্ত নয়; (ঙ) দাতা প্রকল্প থেকে সরাসরি লাভবান হবে; এবং (চ) জনগোষ্ঠীর বা সম্মিলিত ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারকারী বা দখলে রাখা ব্যক্তিদের সম্মতির ভিত্তিতে এই দান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা সকল আলোচনা এবং চুক্তির বিষয়ে একটি স্বচ্ছ রেকর্ড রাখবে।

(ছ) প্রকল্পের আগে সম্পন্ন ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের বিধিনিষেধ, কিন্তু যা প্রকল্পের বিবেচনাকালে বা প্রণয়নকালে গৃহীত বা সূচিত হয়েছে।

৫. এই ইএসএস প্রকল্প দ্বারা আরোপিত জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের বিধিনিষেধের প্রত্যক্ষ ফলাফলের কারণে আয় বা জীবিকার উপর প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই ধরণের প্রভাব ইএসএস১ অনুযায়ী সুরাহা করা হবে।

৬. এই ইএসএস স্বেচ্ছায়, আইনগতভাবে রেকর্ডকৃত বাজার লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যাতে বিক্রেতাকে তার জমি ধরে রাখতে এবং তা বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানানোর একটি প্রকৃত সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং সম্ভাব্য বিকল্প ও অন্যান্য প্রভাব সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত করা হয়েছিল। তাসত্ত্বেও, এই ধরনের স্বেচ্ছা ভূমি লেনদেনের ফলে কোন ব্যক্তি বাস্তুচ্যুত হলে, বিক্রেতা ব্যতীত কোন ব্যক্তির ভূমির দখল, ব্যবহার বা অধিকারের দাবির প্রশ্নে এই ইএসএস প্রযোজ্য হবে।[১১]

৭. একটি প্রকল্পের জমির অধিকার, নিশ্চিত, নিয়মিত, বা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে ভূমি নাম জারি বা অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করতে, এই ইএসএস১ অনুযায়ী[১২] একটি সামাজিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব, সেইসাথে প্রতিকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব কমানোর ও প্রশমিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা, বিশেষ করে যা দরিদ্র ও অসহায় গোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে[১৩]। এই ইএসএস জমির নাম জারি বা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে, একটি প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জমি খালি করার প্রয়োজন হলে, অমীমাংসিত জমি হবে রাষ্ট্রীয় জমি, এ ক্ষেত্রে ইএসএস১ প্রযোজ্য হবে (উপরে উল্লিখিত ইএসএস১ পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক বিধান ছাড়াও)।

---

[১১] এক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে একটি প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি (যেমন, যেখানে একটি প্রকল্প ইজারা, অংশীদারিত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি জমিতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ জোরদার করতে সহায়তা করছে) সম্পৃক্ত করে জনগোষ্ঠী, সরকার ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্বেচ্ছা লেনদেনের সুযোগ করে দেয়া। এসব ক্ষেত্রে, এই ইএসএস এর সংশ্লিষ্ট বিধি প্রয়োগ করতে বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে: (ক) ক্ষতির শিকার ভূমির বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে এমন সকল ভূমির অধিকার ও দাবি (প্রথাগত ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবহারকারীসহ) পদ্ধতিগতভাবে ও নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে; (খ) সম্ভাব্য ক্ষতির শিকার হতে পারে এমন ব্যক্তি, গ্রুপ বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেয়া হয়েছে; (গ) কমিউনিটি স্টেকহোল্ডাররা যথাযথ মূল্য ও স্থানান্তরের জন্য যথাযথ অবস্থা সম্পর্কে দরকষাকষি করতে সক্ষম; (ঘ) যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সুবিধা বন্টন, ও অভিযোগ প্রতিকার কৌশল গ্রহন করা হয়েছে; (ঙ) স্থানান্তরের শর্তাবলী স্বচ্ছ, এবং (চ) এসব শর্ত প্রতিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের কৌশলও গ্রহন করা হয়েছে।

[১২] ইএসএস ১ অনুচ্ছেদ ২৬ (খ)।

[১৩] ভূমি নাম জারি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত বা জোরদার করা এবং ইতিবাচক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল লাভের দিকে ধাবিত করা। তাসত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রে ভূমি অধিকার বিষয়ে বিদ্যমান জটিলতার কারণে ও জীবিকার জন্য নিরাপদ ভূমি অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে যত্নের সঙ্গে মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এই ধরণের কর্মকাণ্ড বিদ্যমান আইন সঙ্গত অধিকারের (সম্মিলিত অধিকার, আনুষঙ্গিক অধিকার ও নারীদের অধিকার সহ) বিষয়ে প্রতিকুল আপোষ করে না বা অন্য কোন অনাকাঙ্খিত পরিণতি ঘটায় না। এই ধরণের একটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতাকে অন্তত ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনক পর্যায়ে প্রমাণ করতে হবে যে, প্রযোজ্য আইন ও কার্যবিধি এবং সেই সঙ্গে প্রকল্পের পরিকল্পনায় : (ক) প্রাসঙ্গিক ভূমির দখল অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট বিধি রয়েছে; (খ) দখল অধিকার দাবির মীমাংসা করার জন্য সুষ্ঠু ধরণ ও কার্যপরিচালনা, স্বচ্ছ ও অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এবং (গ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যথাযথ প্রয়াস অন্তর্ভুক্ত ও নিরপেক্ষ পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৮. এই ইএসএস (জলাশয় ব্যবস্থাপনা, ভূ গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ব্যবস্থাপনা, এবং উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনাসহ) একটি আঞ্চলিক, জাতীয় বা উপজাতিক পর্যায়ে ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা কার্যক্রম বা প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। একটি প্রকল্প এই ধরণের কার্যক্রম সমর্থন করলে, ঋণ গ্রহীতা ইএসএস১ অনুযায়ী একটি সামাজিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও দুস্থ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বা প্রবিধানগুলোর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করা এবং সেগুলো কমিয়ে আনা বা প্রশমিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়।
৯. এই ইএসএস প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাত, অপরাধ বা সহিংসতার কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের, বা ব্যক্তির ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য নয়।

শর্তাবলী

ক. সাধারণ

যোগ্যতা শ্রেণীকরণ

১০. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:
(ক) যার জমি বা সম্পদের ওপর প্রথাগত আইনি অধিকার আছে;
(খ) যার জমি বা সম্পদের ওপর প্রথাগত আইনি অধিকার নেই, কিন্তু জমি বা সম্পদের ওপর একটি দাবি আছে যা জাতীয় আইনের[১৪] আওতায় স্বীকৃত বা স্বীকৃতি লাভের যোগ্য; অথবা
(গ) যাদের জমি বা সম্পদের ওপর কোন স্বীকৃত আইনি অধিকার বা দাবি নেই যা তারা ভোগ দখল বা ব্যবহার করছে।

অনুচ্ছেদ ২০-এ বর্ণিত আদমশুমারি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থা নিরূপন করবে।

প্রকল্প পরিকল্পনা

১১. ঋণ গ্রহীতা দেখাবে যে, অনৈচ্ছিক জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের জন্য সরাসরি প্রকল্পের শর্তাবলী সীমাবদ্ধ। ঋণ গ্রহীতা জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা পরিহার বা কমিয়ে আনার জন্য বিকল্প প্রকল্প পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করবে, বিশেষ করে এই ধরণের ভূমি ব্যবহার ভৌত বা অর্থনৈতিক বাস্তুচ্যুতি ঘটলে, পরিবেশগত, সামাজিক ও আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনতে হবে এবং বিশেষ করে জেন্ডার প্রভাব এবং দরিদ্র ও অসহায়দের ওপর প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ সুবিধা

১২. জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা (স্থায়ী বা অস্থায়ী) এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিস্থাপন ব্যয় ও অন্যান্য সহায়তা হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তাব দিবে,

---

[১৪] প্রতিকুল অবস্থায় দখলে থাকা, বা প্রথাগত বা ঐতিহ্যগত দখল ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এই ধরণের দাবি আসতে পারে।

এক্ষেত্রে এই ইএসএস এর ২৬ থেকে ৩৬ অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী তাদের জীবনযাত্রার মান বা জীবিকার উন্নয়ন বা অন্তত পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করার প্রয়োজন হতে পারে।[১৫]

১৩. জমির ধরন ও স্থাবর সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ মান প্রকাশিত এবং (ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণে আপস কৌশল প্রয়োগ করা হলেও, উর্ধ্বাভিমুখী সমন্বয় সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হতে পারে) ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সব ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের হিসাব একটি সুস্পষ্ট ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হবে, এবং ক্ষতিপূরণ স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিতরণ করা হবে।

১৪. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা জমি ভিত্তিক[১৬] হলে, অথবা যেখানে জমি যৌথ মালিকানাধীন, ঋণ গ্রহীতা সেখানে এটির সমতুল্য জমি প্রতিস্থাপন করার বিকল্প প্রস্তাব দিবে যদি না ব্যাংকের সন্তুষ্টি থাকে যে, এই ধরনের সমতুল্য জমি পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুকুল হলে, প্রকল্প থেকে যথাযথ উন্নয়ন সুফল ভোগ করার জন্য ঋণ গ্রহীতা বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায় ও ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করবে। অনুচ্ছেদ ১০ (গ) অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ২৯ এবং ৩৪ (গ) অনুযায়ী জমির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে পুনর্বাসন সহায়তা দেয়া হবে।

১৫. ঋণ গ্রহীতা প্রযোজ্য হলে এই ইএসএস অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরই কেবল অধিগ্রহন করা জমির ও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণ করবে, যেখানে প্রযোজ্য, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও পুনর্বাসন এলাকা থেকে স্থানান্তরের ভাতা প্রদান করবে। এছাড়াও, জীবিকা পুন: প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি লাভের কর্মসূচি যথাসময়ে শুরু করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিকল্প জীবিকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে যথেষ্ট প্রস্তুত রয়েছে, যদি এমন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা হতে পারে যেমন, জমির মালিকানা বা জমি ব্যবহার বা দখলে রাখার বৈধতা নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধ থাকতে পারে, অনুপস্থিত মালিকদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে অথবা কোন কোন ব্যক্তি অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেয়া ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ব্যতিক্রম হিসেবে, ব্যাংকের পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা দেখাবে যে, এই ধরণের বিষয়গুলোর সমাধান করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সকল প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ একটি হিসাবে জমা রেখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এই হিসাবে রক্ষিত ক্ষতিপূরণের অর্থ বিষয়গুলো মীমাংসা হলে যথাসময়ে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রদান করা হবে।

সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা

১৭. ঋণ গ্রহীতা ইএসএস১০ অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায় সহ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। পুনর্বাসন ও জীবিকা পুনপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়, যেখানে প্রযোজ্য, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বেছে নেয়ার একাধিক সুযোগ ও বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

---

[১৫] ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে, পুরো ভূমি অধিগ্রহন করার প্রয়োজন হতে পারে, কারণ আংশিক অধিগ্রহনের ফলে বাকি অংশ অর্থনৈতিকভাবে অকোজো হয়ে পড়তে পারে বা অবশিষ্ট স্থানটি অনিরাপদ হতে পারে বা মানুষের ব্যবহার বা দখলে রাখার প্রবেশযোগ্য না হতে পারে।

[১৬] 'ভূমি ভিত্তিক' বলতে বুঝাবে জীবিকার কর্মকাণ্ড যেমন পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন, পশুচারণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ।

এছাড়া, ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রকল্পের বিকল্প নকশা প্রণয়নকালে এবং তারপরে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, জীবিকা পুনপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রম এবং স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলাকালে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের অংশগ্রহন অব্যাহত থাকবে। ইএসএস৭ অনুযায়ী, বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য অতিরিক্ত বিধি প্রযোজ্য হবে।

১৮. পরামর্শ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে যে, নারীদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে জানা হয়েছে এবং তাদের স্বার্থ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল দিক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নারী ও পুরুষদের জীবিকা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হলে, জীবিকার ওপর প্রভাবগুলো দূর করতে পরিবারের মধ্যেকার অবস্থা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অগ্রাধিকারের বিষয় যেমন নগদ অর্থের চেয়ে বরং কল্যাণমূলক বিকল্প অন্বেষণ করা উচিত।

অভিযোগ প্রতিকার কৌশল

১৯. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, এতে যথাসময়ে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (বা অন্যদের) দ্বারা উত্থাপিত ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তরের বা জীবিকার পুন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের সুরাহা করার জন্য প্রকল্প উন্নয়নকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকল্পের জন্য ইএসএস১০ অনুযায়ী একটি অভিযোগ প্রশমন প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয়েছে। সম্ভব হলে, এই ধরণের অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ায় একটি নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে বিরোধ সমাধান করার জন্য প্রকল্প ভিত্তিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য উপযুক্ত বিদ্যমান, বা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

২০. জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা অনিবার্য হলে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জমি ও সম্পদগুলোর[১৭] একটি বর্ণনামূলক তালিকা তৈরী, কারা ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা[১৮] লাভের জন্য যোগ্য হতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য, অযোগ্য ব্যক্তি যেমন সুবিধাবাদী বসতি স্থাপনকারীদের সুবিধা লাভের দাবি থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রকল্প আদমশুমারি করবে। সামাজিক মূল্যায়নকালে মৌসুমে সম্পদ ব্যবহারকারীসহ বৈধ কারণে, আদমশুমারির সময় প্রকল্প এলাকায় অনুপস্থিত ব্যক্তিসহ সম্প্রদায় বা গোত্রের দাবি সুরাহা করা হবে। আদমশুমারি সাথে, ঋণ গ্রহীতা যোগ্যতার জন্য একটি সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করবে। এই তারিখ সম্পর্কিত তথ্য লিখিত ও অ-লিখিত ফর্মে নিয়মিত বিরতিতে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভাষায় প্রকল্প এলাকা জুড়ে বিতরণ করা হবে। এতে আরো সতর্কবার্তা থাকবে যে, এই তারিখের পরে প্রকল্প এলাকার মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়া হতে পারে।

---

[১৭] পরিশিষ্ট ১ দেখুন। এই ধরণের বিবরণীতে একটি বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে যা একটি পরামর্শমূলক, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের হাতে থাকা বা ব্যক্ত সকল অধিকার, প্রথাগত বা রীতির ভিত্তিতে বিদ্যমান অধিকারগুলো সহ অন্যান্য অধিকার যেমন জীবিকার উদ্দেশ্যে প্রবেশাধিকার বা ব্যবহারের অধিকার, যৌথ অধিকার ইত্যাদি থাকবে।

[১৮] মালিকানা বা দখল এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের দলিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অথবা প্রাসঙ্গিক হলে পরিবারের একক প্রধানের নাম থাকতে হবে, এবং অন্যান্য পুনর্বাসন ব্যবস্থায় যেমন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ঋণ লাভের সুযোগ ও চাকুরির সুযোগ নারীদের জন্য সমানভাবে থাকতে হবে এবং তাদের চাহিদার সঙ্গে মানানসই হতে হবে। জাতীয় আইন বা ভূমি দখল ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পত্তি রাখা বা চুক্তিতে নারীদের অধিকারের স্বীকৃতি না থাকলে, নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার লক্ষ নিয়ে যথাসম্ভব বেশী সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাগুলো বিবেচনা করতে হবে।

২১. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে চিহ্নিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি ও প্রভাব সমানুপাতিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন[১৯] করবে:

(ক) প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদানের ফলে আয় বা জীবিকার উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকলে, পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যোগ্যতার মানদণ্ড ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি ও মান নির্ধারণ, এবং পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে;

(খ) প্রকল্পের জন্য ভৌত স্থানচ্যুতি ঘটলে, পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানান্তরের প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হবে;

(গ) প্রকল্পের জন্য জীবিকার বা আয় সংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাবসহ অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটলে, পরিকল্পনায় জীবিকা উন্নতি বা পুন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হবে; এবং

(ঘ) প্রকল্পের জন্য জমি ব্যবহারে পরিবর্তন আরোপ করা হতে পারে, এতে আইনত মনোনীত পার্ক বা সুরক্ষিত এলাকা বা স্থানীয় লোকদের জীবিকার জন্য নির্ভরশীল অন্য প্রচলিত সম্পত্তির সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ সীমিত করতে পারে; এক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ব্যবহারের উপর যথাযথ নিষেধাজ্ঞা নির্ধারণের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া গ্রহন এবং এই ধরনের বিধিনিষেধ থেকে জীবিকার উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হবে।

২২. ঋণগ্রহীতার পরিকল্পনা অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কাঙ্খিত ফলাফলের[২০] লক্ষ্যে অগ্রগতিতে বাধা প্রদানকারী অভাবিত পরিস্থিতিতে সময়মত ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ও অপ্রত্যাশিত খরচ মেটানোর জন্য আকস্মিক অর্থায়ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রয়োজনে পুনর্বাসন কার্যক্রমের পূর্ণ ব্যয় প্রকল্পের মোট খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের খরচের মতো পুনর্বাসন খরচ, প্রকল্পের আর্থিক সুবিধার প্রেক্ষিতে চার্জ হিসাবে গণ্য করা হয়; এবং পুনর্বাসিতদের ('প্রকল্প ছাড়া' অবস্থার তুলনায়) জন্য অন্য কোনো সুবিধা প্রকল্পের সুবিধাগুলোর মধ্যে যোগ করা হয়।

২৩. ঋণ গ্রহীতা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন এবং এই ইএসএস এর উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করবে। পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সমানুপাতিক হবে। উল্লেখযোগ্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাবযুক্ত সকল প্রকল্পের জন্য, ঋণ গ্রহীতা পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য যোগ্য পুনর্বাসন পেশাদার রাখবে, প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপের পরিকল্পনা প্রণয়ন, এই ইএসএস অনুযায়ী প্রতিপালন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট তৈরী করবে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট তৈরী করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে পর্যবেক্ষণ ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

---

[১৯] পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

[২০] উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসন প্রভাব এবং জটিল প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য, ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের সহায়তার জন্য একটি একক পুনর্বাসন প্রকল্প প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

২৪. ঋণগ্রহীতার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে যখন, পুনর্বাসনের বিরূপ প্রভাবগুলো এমনভাবে দূর করা হবে যা এই ইএসএস এর উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব রয়েছে এমন সকল প্রকল্পের জন্য, ঋণ গ্রহীতা সব প্রশমন ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর পরিকল্পনার একটি এক্সটার্নাল সমাপ্তি নিরীক্ষা সম্পন্ন করবে। যোগ্য পুনর্বাসন পেশাদারদের দ্বারা সমাপ্তি নিরীক্ষায় জীবিকা ও জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা অন্তত পুনরুদ্ধার করার সম্ভব হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজন হলে, এখনো অর্জিত হয়নি এমন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহনের প্রস্তাব করবে।

২৫. প্রকল্প তৈরি করার সময়, একটি প্রকল্প সম্পর্কিত জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর সীমাবদ্ধতার কারণে ভৌত এবং/বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির সঠিক প্রকৃতি বা মাত্রা অজানা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা এই ইএসএস অনুযায়ী সাধারণ নীতি ও কার্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে একটি কাঠামো তৈরী করবে। পৃথকভাবে প্রকল্প উপাদান সংজ্ঞায়িত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলে, এই ধরণের একটি কাঠামো সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব সমানুপাতিক একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সম্প্রসারিত করা হবে। এই ইএসএস অনুযায়ী পরিকল্পনা চূড়ান্ত ও ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ভৌত এবং/বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি হতে পারে এমন প্রকল্প কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে না।

খ. স্থানচ্যুতি

ভৌত স্থানচ্যুতি

২৬. ভৌত স্থানচ্যুতি ঘটলে, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা নির্বিশেষে এই ইএসএস পদ্ধতির প্রযোজ্য শর্তানুযায়ী একটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। স্থানচ্যুতির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত এবং উন্নয়ন সুযোগগুলো চিহ্নিত করার জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এটি একটি পুনর্বাসন বাজেট ও বাস্তবায়ন সময়সূচি অন্তর্ভুক্ত এবং (স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহ) ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যক্তির সব শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। জেন্ডর ইস্যু এবং দরিদ্র ও অসহায়দের চাহিদা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে। ঋণ গ্রহীতা ভূমি অধিকার লাভ, ক্ষতিপূরণের সুবিধা এবং স্থানান্তরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়তা ব্যবস্থার সব লেনদেন নথিবদ্ধ করবে।

২৭. প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী লোকদেরকে অন্য কোনো স্থানে সরানোর প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা: (ক) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত প্রতিস্থাপন গৃহায়ন সুবিধা বা নগদ ক্ষতিপূরণ সহ সম্ভবপর পুনর্বাসন বিকল্পগুলোর মধ্যে থেকে বেছে নেয়ার প্রস্তাব; এবং (খ) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রতিটি দলের চাহিদার সঙ্গে উপযুক্ত স্থানান্তর সহায়তা প্রদান করবে। নতুন পুনর্বাসন এলাকায় পূর্বে তাদের জীবন যাত্রার অন্তত অনুরূপ বা বিদ্যমান নূন্যতম পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা উন্নতর সেটি প্রদান করতে হবে। নতুন পুনর্বাসন এলাকা তৈরী করা হলে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিকল্পনার বিকল্প নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা ও সেবা লাভের ক্ষেত্রে অন্তত বিদ্যমান মাত্রা বা মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পূর্বের বিদ্যমান সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে স্থানান্তরের জন্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পছন্দসমূহ যেখানেই সম্ভব সম্মান দেখাতে হবে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের এবং যে কোনো স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও সম্মান দেখাতে হবে।

২৮. এছাড়া, ১০ (ক) বা (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভৌত পর্যায়ে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা সমান বা উচ্চ মূল্যের সম্পত্তি বেছে নেয়ার সুযোগ,

ভোগদখলের নিরাপত্তা, সমতুল্য বা ভাল বৈশিষ্ট্য এবং উন্নত এলাকা, প্রতিস্থাপন মূল্যে নগদ ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রস্তাব দেবে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা প্রাথমিকভাবে জমি থেকে উদ্ভূত হলে, ক্ষতিপূরণ, যেখানে সম্ভব, নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে অনুরূপ ব্যবস্থা লাভের সুযোগ দিতে হবে। [২১]

২৯. অনুচ্ছেদ ১০ (গ) অধীনে ভৌতভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা ভোগদখলের নিরাপত্তার সঙ্গে পর্যাপ্ত বাসস্থান লাভের সুযোগ পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করবে। এসব বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কোন অবকাঠামোর মালিকানা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তি যেমন বাসস্থান এবং ভূমির ওপর অন্যান্য কাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন ব্যয়ে[২২] তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এই ধরণের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার উপর ভিত্তি করে, ঋণ গ্রহীতা তাদের বিকল্প স্থানে[২৩] তাদের জীবনযাপনের মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত জমির জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে স্থানান্তর সহায়তা প্রদান করবে।

৩০. ঋণ গ্রহীতা যোগ্যতা প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পরেও প্রকল্প এলাকায় যারা স্থান দখল করে রাখবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা প্রদান করবে না। শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ তারিখ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

৩১. ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের উপায় অবলম্বন করবে না। 'জোরপূর্বক উচ্ছেদ' বলতে বুঝায় ব্যক্তি, পরিবার এবং/বা সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরবাড়ি এবং/বা জমি থেকে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে উচ্ছেদ যেখানে তারা এই ইএসএস অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল পদ্ধতি ও নীতি সহ বিধান, প্রবেশাধিকার এবং যথাযথ আইনগত ও অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই দখলে রেখেছিল। ঋণ গ্রহীতার দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ, বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ বা অনুরূপ ক্ষমতা আরোপ করা হলে তা জোরপূর্বক উচ্ছেদ বলে গণ্য হবে না; শর্ত থাকে যে এই পদক্ষেপ গ্রহনে জাতীয় আইনের শর্ত ও এই ইএসএস এর বিধান অনুসরণ এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে (পর্যাপ্ত অগ্রিম নোটিশ, অভিযোগ ও আপিল দায়ের করতে অর্থপূর্ণ সুযোগ এবং অপ্রয়োজনীয়, বৈষম্যমূলক বা অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ পরিহার করার বিধান সহ)।

৩২. স্থানচ্যুতির একটি বিকল্প হিসেবে, ঋণ গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আলোচনার বিষয় বিবেচনা করতে পারে যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই উন্নয়নের বিনিময়ে জমির আংশিক ক্ষতি বা স্থানীয়ভাবে স্থানান্তরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত হতে পারে যা উন্নয়ন ঘটার পর তাদের সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করবে। কোন ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করতে না চাইলে, তাকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ গ্রহনের বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ এবং এই ইএসএস অনুযায়ী অন্যান্য সহায়তা দেয়া হবে।

---

[২১] ভূমি বা অন্য কোন সম্পদ হারানোর ফলে নগদ অর্থে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যথাযথ হতে পারে যেখানে (ক) জীবিকা ভূমি ভিত্তিক নয়; (খ) জীবিকা ভূমি ভিত্তিক তবে, প্রকল্পের জন্য গৃহীত ভূমির পরিমান ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির তুলনায় নগন্য এবং অবশিষ্ট ভূমি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক; অথবা (গ) ভূমি, গৃহায়ন ও শ্রম বাজার বিদ্যমান রয়েছে, স্থানচ্যুত ব্যক্তিরা এই ধরণের বাজার ব্যবহার করে, ভূমি ও গৃহায়নের জন্য যথেষ্ট সরবরাহ রয়েছে, এবং ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেছে যে, প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রাপ্য ভূমির পরিমাণ অপ্রতুল।

[২২] ঋণ গ্রহীতা যদি দেখতে পায় যে, একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে অনেকগুলো ভাড়া দেয়া ইউনিট থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থ আয় করেন, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীনে ভূমি বিহীন সম্পত্তির জন্য এই ধরণের ব্যক্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের সঙ্গে আগের চুক্তির চেয়ে হ্রাস করা যেতে পারে, যাতে এই ইএসএস এর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

[২৩] নগর এলাকায় বসতি স্থাপনকারীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিকুল অবস্থা দেখা দিতে পারে। যেমন, স্থানান্তরিত পরিবার হয়তো ভূমির দখলের নিরাপত্তা পাবে, কিন্তু তারা জীবিকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ হারাতে পারে, বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও দুস্থ। স্থান পরিবর্তনের কারণে জীবিকার সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই ইএসএস এর (বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৩৫ (গ) দেখুন) নীতি অনুযায়ী সেগুলোর সুরাহা করতে হবে।

অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি

৩৩. জীবিকা বা আয় সংস্থান প্রকল্পের কারণে প্রভাবিত হলে, ঋণ গ্রহীতার পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আয় বা জীবিকা ব্যবস্থার উন্নতি বা অন্তত পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং/বা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, জেন্ডার ও সম্প্রদায়ের দুস্থদের চাহিদার দিকগুলোতে বিশেষ মনযোগ দিবে এবং নিশ্চিত করা হবে যে, এগুলো একটি স্বচ্ছ, সঙ্গতিপূর্ণ ও সুষম পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নকালে জীবিকা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ, সেইসাথে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সমাপ্তির নিরীক্ষা সম্পন্ন হলে যদি প্রতীয়মান হয়ে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বা সম্প্রদায় যোগ্যতা অনুযায়ী সব সহায়তা পেয়েছে এবং তাদের জীবিকা পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, তাহলেই, অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির প্রভাব প্রশমন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৩৪. অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পত্তি হানি ঘটলে, সম্পদে প্রবেশাধিকার ক্ষুন্ন হলে, প্রতিস্থাপন খরচ অনুযায়ী এই ধরণের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে:

(ক) জমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে বাণিজ্যিক উদ্যোগ[২৪] ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার মালিকদের একটি টেকসই বিকল্প অবস্থান চিহ্নিত করা; মধ্যবর্তী সময়ে আয়-উপার্জনের ক্ষতি; স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য সরঞ্জাম স্থানান্তর ও পুনস্থাপন এবং পুনরায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করার খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীরা সাময়িকভাবে মজুরি হারানো এবং প্রয়োজন হলে, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ চিহ্নিত করতে সহায়তা পাবেন;

(খ) জাতীয় আইনের আওতায় (১০ অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) দেখুন) স্বীকৃত বা স্বীকৃতিযোগ্য জমির আইনি অধিকার বা দাবীদার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে; সমান বা বেশী মূল্যের প্রতিস্থাপন সম্পত্তি (যেমন, কৃষি বা বাণিজ্যিক স্থাপনা) দেয়া হবে বা যথাযথ হলে, প্রতিস্থাপন ব্যয়ে নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে; এবং

(গ) জমির (১০ অনুচ্ছেদ (গ) দেখুন) আইনত স্বীকৃত দাবী নেই এমন ব্যক্তি যারা অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত, তাদেরকে জমি ছাড়া (যেমন ফসল, সেচ অবকাঠামো ও জমিতে তৈরি অন্য কিছু) অন্যান্য সম্পদের ক্ষতির জন্য প্রতিস্থাপন খরচ অনুযায়ী ক্ষতিপূরন দেয়া হবে। এছাড়া, ঋণ গ্রহীতা অন্যত্র জীবিকার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুযোগ সহ এই ধরণের ব্যক্তিকে জমি ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করবে। ঋণ গ্রহীতা যোগ্যতা প্রমাণের সর্বশেষ তারিখ অতিক্রম করার পরও প্রকল্প এলাকায় যারা দখল বজায় রাখবে তাদের ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা প্রদান করবে না।

৩৫. অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের, আয়-রোজগার ক্ষমতা, উৎপাদন মাত্রা, এবং জীবনযাত্রার মান তাদের সাধ্য অনুযায়ী উন্নত করার অথবা অন্তত পুনঃস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হবে:

---

[২৪] এগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন, দোকান, রেস্টুরেন্ট, সেবা, যে কোন আকারের এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত বা লাইসেন্সবিহীন উৎপাদনকারী স্থাপনা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

(ক) যাদের জীবিকা জমি ভিত্তিক, সম্ভব হলে তাদেরকে প্রতিস্থাপন জমি প্রদান করা হবে যাতে হারানো জমির কমপক্ষে সমতুল্য উৎপাদনশীল সম্ভাবনা, অবস্থানগত সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধার সংমিশ্রণ রয়েছে। উপযুক্ত প্রতিস্থাপন জমির সংস্থান সম্ভব না হলে, অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জমির (এবং অন্যান্য হারানো সম্পদ) জন্য প্রতিস্থাপন খরচ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে;
(খ) যাদের জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক এবং যেখানে ৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রকল্প সংক্রান্ত প্রবেশাধিকার নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে প্রভাবিত সম্পদ অব্যাহতভাবে ব্যবহারের অনুমতি বা সমমানের জীবিকা-রোজগার করার সম্ভাবনা ও প্রবেশাধিকার সহ বিকল্প সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। কোথাও সাধারণ সম্পত্তি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ মিশ্র প্রকৃতির হতে পারে; এবং
(গ) যদি প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিস্থাপন জমি বা সম্পদ পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদেরকে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করবে যেমন ঋণ সুবিধা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ব্যবসা শুরুর জন্য সহায়তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ অথবা সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা। কেবল নগদ অর্থ সহায়তা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনঃস্থাপন করার জন্য উৎপাদনশীল উপায় বা দক্ষতা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়।
৩৬. অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত সকল ব্যক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের আয়-রোজগারের ক্ষমতা, উৎপাদন মাত্রা ও জীবনযাত্রার মান পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের ওপর উপর ভিত্তি করে অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা করা হবে।

গ। অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থা বা উপজাতিক ব্যবস্থার আওতায় সহযোগিতা

৩৭. ঋণ গ্রহীতা জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বা প্রয়োজনীয় সহায়তামূলক সুবিধাগুলোর জন্য দায়িত্বশীল যে কোনো সরকারি সংস্থা অথবা উপজাতিক ব্যবস্থার আওতায় সহযোগিতার উপায়গুলো প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকলে, ঋণ গ্রহীতা পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দিবে। অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার পদ্ধতি বা কার্য সম্পাদনের মান এই ইএসএস এর সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ না করলে, ঋণ গ্রহীতা চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্পূরক ব্যবস্থা বা বিধান প্রস্তুত করবে। এই পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আর্থিক দায়িত্ব, বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপের জন্য উপযুক্ত সময় ও ক্রম পর্যায় এবং আর্থিক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমন্বয় ব্যবস্থা বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সাড়া দানের বিষয়গুলো নির্ধারণ করবে।

ঘ। কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা

৩৮. ঋণ গ্রহীতা পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য ঋণ গ্রহীতার অথবা অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার সক্ষমতা জোরদার করার জন্য ব্যাংকের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা চাইতে পারে। এই ধরণের সহায়তার মধ্যে থাকতে পারে যেমন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ভূমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসনের অন্যান্য দিক সংক্রান্ত নতুন বিধি বা নীতি প্রণয়নে সহায়তা, ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি, বা অন্যান্য উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নের জন্য অর্থায়ন বা অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়।
৩৯. ঋণ গ্রহীতা স্থানচ্যুতি ও প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের জন্য প্রধান বিনিয়োগের একটি অংশে অথবা স্থানচ্যুতি ঘটানোর জন্য দায়ি বিনিয়োগের পাশাপাশি যথাযথ পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট শর্তযুক্ত, প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও বাস্তবায়িত ব্যবস্থার সঙ্গে একটি একক পুনর্বাসন প্রকল্পে অর্থ যোগান দিতে ব্যাংকের কাছে অনুরোধ করতে পারে। প্রধান বিনিয়োগের কারণে পুনর্বাসন প্রয়োজনীয় হলেও ব্যাংক যদি এতে অর্থায়ন না করে, সেক্ষেত্রেও ঋণ গ্রহীতা পুনর্বাসন কার্যক্রমে অর্থায়ন করতে ব্যাংককে অনুরোধ করতে পারে।

ইএসএস ৫- পরিশিষ্ট ১। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন দলিল

১. এই পরিশিষ্টে ইএসএস৫ এর অনুচ্ছেদ ২১-এ বর্ণিত ভৌত এবং/বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির সুরাহা করার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরিশিষ্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এসব পরিকল্পনা 'পুনর্বাসন পরিকল্পনা' হিসেবে উল্লেখ করা হবে। পুনর্বাসন পরিকল্পনায় একটি প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত প্রভাবগুলোর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, ভৌত এবং/বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি মোকাবেলার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনার পরিধির উপর নির্ভর করে, বিকল্প নাম ব্যবহার করতে পারে- যেমন, একটি প্রকল্পে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটলে, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় একটি 'জীবিকা পুনররুদ্ধার পরিকল্পনা' বা আইনত সুনির্দিষ্ট পার্ক ও সুরক্ষিত স্থানগুলোতে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থাকলে, পরিকল্পনায় সেটি একটি প্রক্রিয়া কাঠামো কর্মসূচি'র রূপ নিতে পারে। এই পরিশিষ্টে এছাড়াও ইএসএস ৫ এর ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কাঠামোর বর্ণনা রয়েছে।

ক। পুনর্বাসন পরিকল্পনা

২. পুনর্বাসন পরিকল্পনার শর্তাবলীর আওতা ও বিস্তারের পর্যায় পুনর্বাসনের মাত্রা ও জটিলতা অনুযায়ী ভিন্ন হয়। পরিকল্পনাটি (ক) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ও বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্প ও সেটির সম্ভাব্য প্রভাব, (খ) উপযুক্ত ও সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা, এবং (গ) পুনর্বাসন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা নূন্যতম বিষয়গুলো

৩. প্রকল্পের বিবরণ। প্রকল্পের সাধারণ বিবরণ ও প্রকল্প এলাকার পরিচিতি।

৪. সম্ভাব্য প্রভাব। এছাড়া উল্লেখ করতে হবে:
(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ বা কার্যক্রম যে কারণে স্থানচ্যুতি ঘটেছে; নির্বাচিত জমি প্রকল্পের সময়সীমার মধ্যে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহন করতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা;
(খ) প্রকল্পের এই ধরণের অংশ বা কার্যক্রমের প্রভাবের স্থান;
(গ) জমি অধিগ্রহণের পরিধি ও মাত্রা এবং কাঠামো ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ওপর প্রভাব;
(ঘ) জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বা প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রকল্প-আরোপিত কোনো বিধিনিষেধ;
(ঙ) স্থানচ্যুতি এড়ানো বা কমিয়ে আনার জন্য বিবেচিত বিকল্পসমূহ এবং এগুলো কেন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; এবং
(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যতদূর সম্ভব, স্থানচ্যুতি কমিয়ে আনার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া।
৫. উদ্দেশ্য। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।
৬. আদমশুমারি জরিপ এবং তৃণমূলে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা।

একটি পরিবারের পর্যায়ের আদমশুমারি ফলাফল হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও সংখ্যা নিরুপন করা, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমি, কাঠামো ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সমীক্ষা করা। আদমশুমারি জরিপ অন্যান্য অপরিহার্য কিছু কাজ সম্পন্ন করে:
(ক) উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রম এবং পরিবার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বিবরণ সহ বাস্তুচ্যুত পরিবারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত; এবং বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার (স্বাস্থ্যের অবস্থা সহ) জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকা (এগুলোর মধ্যে রয়েছে, প্রাসঙ্গিকতা, উৎপাদন মাত্রা এবং আয়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম) সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য;
(খ) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য যাদের জন্য বিশেষ বিধান তৈরি করার প্রয়োজন হতে পারে;
(গ) সরকারি বা কমিউনিটি অবকাঠামো বা পরিষেবা চিহ্নিতকরণ যা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;
(ঘ) পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাজেটের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান;
(ঙ) একটি সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা থেকে অযোগ্য লোকদের বাদ দেয়া;

(চ) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মৌলিক শর্তাবলী প্রতিষ্ঠা।

ব্যাংক প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করলে, আদমশুমারি জরিপ কাজে সম্পূরক সহায়তা প্রদান বা অবহিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর অতিরিক্ত গবেষণার প্রয়োজন হতে পারে:

(ছ) ভূমি ভোগ দখল ও হস্তান্তর ব্যবস্থা সহ লোকজনের জীবিকা ও টিকে থাকার জন্য সাধারণ সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আহরণ করা সামগ্রীর একটি বর্ণনামূলক তালিকা, স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত জমি বরাদ্দ ব্যবস্থায় প্রচলিত বন্দোবস্ত (মাছধরা, পশুচারণ, বা বনাঞ্চলে ব্যবহার সহ) এবং প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ভোগদখল ব্যবস্থায় উদ্ভূত কোনো সমস্যা;
(জ) সামাজিক নেটওয়ার্ক ও সামাজিক সমর্থন ব্যবস্থা সহ প্রভাবিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের ধরণ এবং কিভাবে সেগুলো প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে; এবং
(ঞ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, জনকল্যানমূলক সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান গ্রুপ, বে-সরকারি সংস্থা (এনজিও) যা আলোচনা কৌশল ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক হতে পারে সেগুলোর একটি বর্ণনা সহ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

৭. আইনি কাঠামো। আইনি কাঠামোর বিশ্লেষণের ফলাফল
(ক) মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি ও তা পরিশোধ করার সময়সীমার প্রেক্ষিতে, বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করার ক্ষমতার পরিধি ও ভূমি ব্যবহার সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি;
(খ) প্রযোজ্য আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, সেইসঙ্গে বিচার প্রক্রিয়ায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান প্রতিকার ব্যবস্থার এবং এই ধরনের প্রক্রিয়ার জন্য স্বাভাবিক সময়সীমার একটি বিবরণ, এবং প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন যে কোনো বিদ্যমান প্রতিকার ব্যবস্থা;
(গ) পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল সংস্থার সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধান; এবং
(ঘ) বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্থানীয় আইন ও রীতিনীতি এবং ইএসএস৫ ও অন্যান্য কৌশলের মধ্যে কোন ফাঁক থাকলে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
৮. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিশ্লেষণ ফলাফল অনুযায়ী:
(ক) পুনর্বাসন কার্যক্রমের দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি ভূমিকা থাকতে পারে এমন এনজিও/সিএসও সনাক্তকরণ;
(খ) এই ধরণের সংস্থা এবং এনজিও/সিএসও'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার একটি মূল্যায়ন; এবং
(গ) পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল সংস্থা এবং এনজিও/সিএসও'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত যে কোন পদক্ষেপ।
৯. যোগ্যতা। প্রাসঙ্গিক সর্বশেষ তারিখসহ ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা লাভের জন্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও ধরণ নির্ধারণের জন্য সংজ্ঞা প্রদান।
১০. ক্ষতির জন্য মূল্যনির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ। প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণ করতে ক্ষতির মূল্য বের করার পদ্ধতি, স্থানীয় আইন অনুযায়ী ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবিত ধরণ ও মাত্রা সম্পর্কে একটি বিবরণ এবং এই ধরনের সম্পূরক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিস্থাপন খরচ পাওয়ার প্রয়োজন।
১১. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা (প্রাসঙ্গিক হলে স্থানীয় সম্প্রদায় সহ)
(ক) পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের অংশগ্রহন সংক্রান্ত কৌশলের বিবরণ;
(খ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্ত মতামত এবং সেগুলো কিভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ;
(গ) বিদ্যমান বিকল্পগুলোর প্রেক্ষিতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করা পুনর্বাসন বিকল্পগুলো এবং তাদের বেছে নেয়ার বিষয়ে একটি পর্যালোচনা; এবং
(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মানুষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের উদ্বেগ জানানোর এবং এই ধরণের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যেমন, আদিবাসী, জাতিগত সংখ্যালঘু, ভূমিহীন এবং নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা।
১২. বাস্তবায়ন সময়সূচি। একটি বাস্তবায়ন সময়সূচি অনুযায়ী স্থানচ্যুতির জন্য সম্ভাব্য তারিখ, এবং সকল পুনর্বাসন পরিকল্পনা কার্যক্রম সূচনা করার জন্য ও সমাপ্তির তারিখ প্রদান করা হবে। এই সময়সূচীতে সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে পুনর্বাসন কার্যক্রম কিভাবে সম্পর্কিত সে নির্দেশনা দেয়া হবে।

১৩. ব্যয় ও বাজেট। এ সংক্রান্ত টেবিলে সকল পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় প্রাক্কলনের ধরণগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যেমন মূল্যস্ফীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ও অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যয়; ব্যয়ের জন্য সময়সূচি; অর্থায়নের উৎস; সময়মত তহবিলের প্রবাহ, এবং বাস্তবায়ন সংস্থার এখতিয়ারের বাইরের কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পুনর্বাসনের জন্য তহবিল।
১৪. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল। পরিকল্পনায় স্থানচ্যুতি বা পুনর্বাসনের কারণে উদ্ভূত বিরোধ তৃতীয় পক্ষের নিষ্পত্তির জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে; এই ধরণের নালিশের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিচারিক প্রক্রিয়া এবং কমিউনিটি ও প্রথাগত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিবে।
১৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। বাস্তবায়নকারী সংস্থার দ্বারা স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা, ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষকরা এতে সহায়তা দিবে; সম্পূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা; পুনর্বাসন কার্যক্রমের ইনপুট, আউটপুট ও ফলাফলের পরিমাপ করার জন্য কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের সূচক; পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা; পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ফলাফল মূল্যায়ন; পরবর্তী বাস্তবায়ন কাজে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য পুনর্বাসন পর্যবেক্ষণ ফলাফল ব্যবহার ব্যবস্থা।
১৬. অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনায় সন্তোষজনক পুনর্বাসন ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অবস্থায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, বা অপ্রত্যাশিত বাধা মোকাবেলায় পুনর্বাসন বাস্তবায়নে অভিযোজনের জন্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পুনর্বাসন জনিত ভৌত স্থানচ্যুতি হলে অতিরিক্ত পরিকল্পনার শর্ত

১৭. প্রকল্প পরিস্থিতিতে বাসস্থান (বা ব্যবসা) ভৌতভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অতিরিক্ত তথ্য ও পরিকল্পনার বিষয় প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:
১৮. অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা। পরিকল্পনায় পরিবারের সদস্যদের এবং তাদের নিজস্ব সামগ্রী (বা ব্যবসা সরঞ্জাম ও সামগ্রী) স্থানান্তরের জন্য সহায়তার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বাড়ির জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ নিতে চাইলে এবং নতুন বাড়ি নির্মাণসহ তাদের বাড়ি প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করতে প্রদেয় যে কোনো অতিরিক্ত সহায়তার বর্ণনা রয়েছে। পরিকল্পিত স্থানান্তরের এলাকায় (বাসস্থানের বা ব্যবসার জন্য) ভৌত স্থানচ্যুতির সময় দখল করার জন্য তা সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকলে, পরিকল্পনায় দখল না পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী স্থানে ভাড়ার খরচ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
১৯. স্থান নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ এবং স্থানান্তর। পরিকল্পিত স্থানান্তরের স্থানটি প্রস্তুত করা হলে, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় বিবেচিত বিকল্প স্থানান্তরের স্থানগুলো সম্পর্কে বর্ণনা এবং নির্বাচিত স্থানের ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
(ক) গ্রামীণ বা শহুরে যাই হোক না কেন, স্থানান্তরের এলাকাটি চিহ্নিত ও প্রস্তুত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে; এতে উৎপাদনশীল সম্ভাবনা, স্থানভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো পুরাতন এলাকার সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তুলনীয় ব্যবস্থার সম্মিলন ঘটাতে হবে, যার জন্য জমি ও অন্যান্য সহায়ক সম্পদ অধিগ্রহন ও হস্তান্তর প্রাক্কলিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) অবকাঠামো, সুবিধা বা পরিষেবার ক্ষেত্রে (বা প্রকল্পের সুবিধা-বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) সম্পূরক বিনিয়োগ করার মাধ্যমে স্থানীয় জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিত ও বিবেচনা করা;
(গ) নির্বাচিত এলাকাগুলোতে জমির দাম বৃদ্ধি এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের আসা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন;
(ঘ) এলাকা প্রস্তুত ও হস্তান্তরের জন্য সময়সূচি সহ প্রকল্পের অধীনে ভৌত স্থানান্তরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন; এবং
(ঙ) পূর্বে জমি বা কাঠামোর ওপর পূর্ণ অধিকার না থাকলেও তাদের জন্য ভোগদখলের নিরাপত্তা বিধান সহ পুনর্বাসিতদের জন্য ভোগ দখল ও নাম জারির আইনি ব্যবস্থা সম্পন্নকরণ।
২০. গৃহায়ন, অবকাঠামো ও সামাজিক পরিষেবা। গৃহায়ন, অবকাঠামো (যেমন, পানি সরবরাহ, ফিডার রোড) এবং সামাজিক সেবা (যেমন, স্কুল, স্বাস্থ্য সেবা) প্রদান (বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিধান অনুযায়ী আর্থিক সংস্থান); স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনুরূপ পরিষেবার একটি তুলনীয় পর্যায় বজায় রাখা বা প্রদান করার পরিকল্পনা; এসব সুবিধার জন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় এলাকার উন্নয়ন, প্রকৌশল ও স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা।
২১. পরিবেশগত সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পিত স্থানান্তর এলাকার সীমানা সংক্রান্ত একটি বিবরণ; প্রস্তাবিত পুনর্বাসন এলাকায় পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং এসব প্রভাব (পুনর্বাসন কাজের প্রয়োজনে প্রধান বিনিয়োগের পরিবেশগত মূল্যায়নের সঙ্গে যথাযথ হিসাবে সমন্বিত) লাঘব ও ব্যবস্থা।
২২. স্থানান্তর ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা। পরিকল্পনায় ভৌতভাবে স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে, যেমন, তাদের কাছে সহজলভ্য স্থানান্তরের বিকল্পগুলোর বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান, সেই সাথে প্রাসঙ্গিকতা, ক্ষতিপূরণের ধরণ ও অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা বেছে নেয়া, পৃথকভাবে প্রতিটি পরিবারের স্থানান্তরের বা পূর্ব থেকে অস্তিত্বমান সম্প্রদায় বা আত্মীয় গোষ্ঠীর সাথে থাকা, গোষ্ঠীগত সংগঠনের বিদ্যমান গঠন বজায় রাখা, সাংস্কৃতিক সম্পদের স্থানান্তর বা প্রবেশাধিকার বজায় রাখা (যেমন উপাসনার স্থান, তীর্থস্থান, কবর)।

২৩. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয়। কোন স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত স্থানান্তরের এলাকায় প্রভাব প্রশমিত করার ব্যবস্থা ; এগুলোর মধ্যে রয়েছে :
(ক) স্থানীয় সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকারের সাথে আলোচনা;
(খ) পরিকল্পিত স্থানান্তর এলাকার সমর্থনে দেয়া জমি বা অন্যান্য সম্পত্তির জন্য স্থানীয়দের কোন বকেয়া থাকলে তা দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করা;
(গ) পুনর্বাসিত ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা চিহ্নিত ও সমাধানের ব্যবস্থা করা; এবং
(ঘ) বাড়তি চাহিদা পূরণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সেবা (যেমন, শিক্ষা, পানি, স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন পরিষেবা) বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা অথবা পরিকল্পিত স্থানান্তরের এলাকার মধ্যে বিদ্যমান পরিষেব তাদের জন্য অন্তত লাগসই করে তোলা।

পুনর্বাসন অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি সংশ্লিষ্ট হলে অতিরিক্ত পরিকল্পনার শর্তাবলী

২৪. জমি অধিগ্রহণ অথবা জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের বা প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটালে, পুনর্বাসন পরিকল্পনার মধ্যে অথবা পৃথক একটি জীবিকার উন্নতি পরিকল্পনা মধ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য তাদের জীবিকা উন্নত, বা অন্তত পুনঃস্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
২৫. সরাসরি জমি বদল। কৃষিতে জীবিকা নির্বাহকারীদের জন্য, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় সমতুল্য উৎপাদনশীল মূল্যের প্রতিস্থাপন জমি লাভ করার জন্য একটি বিকল্প সযোগ প্রদান করে, অথবা সমতুল্য মূল্যের যথেষ্ট জমি নেই তা প্রমান করবে। প্রতিস্থাপন করার জমি পাওয়া গেলে, পরিকল্পনায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য তা বরাদ্দ করার পদ্ধতি ও সময় বর্ণনা করা হয়েছে।
২৬. ভূমি বা সম্পদ ব্যবহারের প্রবেশাধিকার হারানো। সাধারণ সম্পত্তি সম্পদ সহ জমি বা সম্পদ ব্যবহার বা ব্যবহারের সুযোগ হারিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনায় পরিপূরক বা বিকল্প সম্পদ লাভ, বা অন্য উপায়ে বিকল্প জীবিকার জন্য সহায়তা প্রদানের উপায় উল্লেখ করা হয়েছে।
২৭. বিকল্প জীবিকার জন্য সহায়তা। অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সব শ্রেণীর জন্য, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান প্রাপ্তির জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা বা দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ঋণ, লাইসেন্স বা পারমিট, বা বিশেষ সরঞ্জাম সহ প্রাসঙ্গিক সম্পূরক সহায়তা লাভের সুবিধা সহ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। নিশ্চয়তা হিসাবে, জীবিকা পরিকল্পনায় বিকল্প জীবিকার সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে অনগ্রসর বিবেচিত হতে পারে এমন নারী, সংখ্যালঘু বা দুস্থ গ্রুপ বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।
২৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুযোগ বিবেচনা। পুনর্বাসন পরিকল্পনায় পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য যে কোন সুযোগ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা হবে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন, প্রকল্পে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, বিশেষ পণ্য বা বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক অঞ্চল ও ব্যবসা ব্যবস্থা, বা অন্যান্য ব্যবস্থা। প্রাসঙ্গিক হলে, পরিকল্পনায় প্রকল্প-ভিত্তিক বেনিফিট-শেয়ারিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, জনগোষ্ঠীর বা সরাসরি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে আর্থিক সুবিধা বিতরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।
২৯. অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা। পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী যাদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদেরকে অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা প্রদান করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফসলহানির জন্য অর্থ সহায়তা, ব্যবসায় মুনাফা হারনোর জন্য অর্থ সহায়তা, অথবা ব্যবসা স্থানান্তরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য মজুরীর ক্ষতিপূরন। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা অন্তর্বর্তী সময় জুড়ে অব্যাহত থাকবে।

খ। পুনর্বাসন কাঠামো

৩০। পুনর্বাসন কাঠামো কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (ইএসএস৫, অনুচ্ছেদ ২৫ দেখুন) প্রণয়ন করে উপপ্রকল্প বা প্রকল্প অন্যান্য অংশে প্রয়োগ করার বিষয়ে পুনর্বাসন নীতি, সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং নকশা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা। উপ প্রকল্প বা পৃথক প্রকল্প অংশগুলো সংজ্ঞায়িত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলে, এই ধরণের একটি কাঠামো সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব সমানুপাতিক একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় সম্প্রসারিত করা হবে। এই ধরণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চূড়ান্ত ও ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ভৌত এবং/বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি হতে পারে এমন প্রকল্প কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে না।

৩১. পুনর্বাসন নীতি কাঠামোতে নিম্নলিখিত উপাদান রয়েছে:
(ক) প্রকল্প ও অংশগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যার জন্য জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রয়োজন এবং একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনার পরিবর্তে কেন একটি পুনর্বাসন নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে তার একটি ব্যাখ্যা;
(খ) পুনর্বাসন প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের নীতি ও উদ্দেশ্য;
(গ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার একটি বিবরণ;
(ঘ) আনুমানিক স্থানচ্যুতির প্রভাব এবং এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আনুমানিক সংখ্যা ও ধরন;

(ঙ) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরণ সংজ্ঞায়িত করার যোগ্যতার মানদণ্ড;
(ঋ) ঋণ গ্রহীতার আইন ও প্রবিধান এবং ব্যাংক নীতির শর্তগুলোর মধ্যেকার সামঞ্জস্যতা ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যে কোনো ব্যবধান দূর করার বিষয়ে পর্যালোচনার একটি আইনি কাঠামো;
(ছ) ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ মূল্যায়নের পদ্ধতি;
(জ) প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের মধ্যস্থতাকারী, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী, সরকার ও বেসরকারী ডেভেলপারের দায়িত্ব সহ ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের জন্য সাংগঠনিক পদ্ধতি;
(ঝ) পূর্ত কাজ করতে পুনর্বাসন বাস্তবায়ন সহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি বর্ণনা;
(ঞ) ক্ষোভ প্রতিকার ব্যবস্থার একটি বিবরণ;
(চ) ব্যয় প্রাক্কলন, প্রস্তুত ও পর্যালোচনা, তহবিলের প্রবাহ এবং ঘটনানির্ভর ব্যবস্থা সহ পুনর্বাসন অর্থায়ন করার জন্য ব্যবস্থার একটি বিবরণ;
(ছ) পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কাজে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের অংশগ্রহণ করার বিষয়ে কৌশলগুলোর একটি বিবরণ; এবং
(জ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রয়োজন হলে, তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষক দ্বারা পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা।

গ। প্রক্রিয়া কাঠামো

৩২. আইনত সুনির্দিষ্ট পার্ক ও সুরক্ষিত এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ ব্যাংক-সমর্থিত প্রকল্পের কারণে বিধিনিষেধের আওতায় আনা হলে, একটি প্রক্রিয়া কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। প্রক্রিয়া কাঠামোর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রকল্প বিভিন্ন অংশের নকশা প্রণয়নে অংশগ্রহন, এই ইএসএস পদ্ধতির লক্ষ্য অর্জন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।
৩৩. বিশেষ করে, এই প্রক্রিয়া কাঠামোতে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বর্ণনা থাকবে যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে,
(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নথিপত্রে প্রকল্প ও অংশগুলো বা কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উপর নতুন বা আরো কঠোর বিধিনিষেধ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এতে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা থাকতে হবে।
(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যোগ্যতার জন্য ধরণ নির্ধারিত থাকবে। এই নথিতে নির্ধারণ করা হবে যে, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিরূপ প্রভাব চিহ্নিতকরণ, প্রভাবগুলোর তাৎপর্য মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় যে কোনো প্রভাব লাঘব বা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার ধরণ নির্ধারণে সম্পৃক্ত থাকবে।
(গ) জীবিকার উন্নতি বা বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেগুলো বাস্তুচ্যুতির পূর্ব পর্যায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহায়তা দেয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ, ছাড়াও পার্ক বা সংরক্ষিত এলাকার টেকসই অবস্থা বজায় রাখার বিষয়গুলো সনাক্ত করা হবে। এতে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কার্যপদ্ধতির বিবরণ থাকবে যার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য প্রদেয় সম্ভাব্য প্রভাব প্রশমন বা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাগুলো চিহ্নিত করবে ও বেছে নিবে এবং কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের কাছে বিদ্যমান বিকল্পগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।
(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর বা তাদের মধ্যেকার সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষগুলোর সমাধান করা হবে। এই নথিপত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সম্পদ ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত মতবিরোধ সমাধান এবং যোগ্যতার মানদণ্ড, কমিউনিটি পরিকল্পনা ব্যবস্থা, বা প্রকৃত বাস্তবায়নের বিষয়ে অসন্তুষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের ক্ষোভ প্রশমনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করবে।
এছাড়া, প্রক্রিয়া কাঠামোতে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার বর্ণনা থাকতে হবে
(ঙ) প্রশাসনিক ও আইনগত প্রক্রিয়া। এই নথিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় এবং মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে (প্রকল্পের অধীনে প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বের স্পষ্ট বর্ণনা সহ) প্রক্রিয়া সংক্রান্ত চুক্তি পর্যালোচনা করতে হবে।
(চ) পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। এই নথিপত্র প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবে। এগুলো প্রকল্পের প্রভাব এলাকার মধ্যে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ওপর (উপকারী এবং প্রতিকূল) প্রভাবের সঙ্গে এবং আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে (বা অন্ততঃ পুনঃস্থাপন) গৃহীত ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সম্পর্কযুক্ত।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৬।
জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

১. ইএসএস৬ স্বীকৃতি দেয় যে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইএসএস এর আওতাভুক্ত, জীববৈচিত্র্য বলতে বুঝায় স্থলজ, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও পরিবেশগত সকল উৎসে বিদ্যমান প্রাণীর বৈচিত্র্য যা এই ব্যবস্থারই অংশ। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রজাতিগুলোর ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার বৈচিত্র।

২. এই ইএসএস মানব বা পশুর ভোগ ও ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত বা আহরিত বলে চিহ্নিত প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এসব সম্পদ বিভিন্ন উৎস থেকে আসে যেমন, বন, বায়োমাস, কৃষি, বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উভয় ধরণের শস্য, পশুসম্পদ সহ পশুপালন, সব ধরনের মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক ও স্বাদু পানিতে বিদ্যমান সব ধরনের প্রাণবস্তু।

৩. ইএসএস৬ প্রাণীর আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্যের মূল প্রতিবেশগত কর্মকাণ্ড বজায় রাখার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং এসব আবাসস্থল প্রজাতিগুলোর বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও গুরুত্বসহ সেগুলোর ভিন্নতা ও প্রাণবস্তুগুলোর জটিল আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৪. ইএসএস ৬ এছাড়াও আদিবাসীসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা মেটায় যাদের জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা, বা প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বা ব্যবহারের সুযোগ প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আদিবাসী সহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক ভূমিকা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করা হবে।

৫. প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা হচ্ছে বেশ কিছু সুবিধা যা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে আহরণ করে। প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা চার ধরনের : (১) সেবা প্রদানের সুবিধা যা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে পায় এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, মিঠাপানি, কাঠ, তন্তু, ভেষজ উদ্ভিদ; (২) নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা যা প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে লোকজন আহরণ করে থাকে যেমন, ভূপৃষ্ঠের পানি পরিশোধন, কার্বন স্টোরেজ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা; (৩) সাংস্কৃতিক সেবা যা প্রতিবেশ ব্যবস্থায় মানুষ বিমূর্ত সুবিধা হিসেবে আহরণ করে থাকে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে পবিত্র স্থানসমূহ, বিনোদনের ও নান্দনিক কিছু উপভোগ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান; এবং (ঘ) সহায়ক সেবা যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও অন্যান্য পরিষেবা বজায় রাখে যেমন, মাটির গঠন, পুষ্টি চক্র, এবং প্রাথমিক উৎপাদন।

৬. মানুষের কাছে মূল্যবান বিবেচিত প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা যা প্রায়ই জীববৈচিত্র্য দ্বারা প্রভাবিত। জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব হিসেবে দেখা দিতে পারে। ঋণ গ্রহীতা কিভাবে প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার উপর প্রভাব প্রশমিত করতে পারে তা এই ইএসএস সুরাহা করবে।

উদ্দেশ্য

- একটি সতর্কতামূলক পন্থা প্রয়োগ করে জীববৈচিত্র্য ও তার বহুবিধ মূল্য রক্ষা ও সংরক্ষণ।
- জীববৈচিত্র্য ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার সুবিধা বজায় রাখা।
- সংরক্ষণ চাহিদা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার সংহতকারী রীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে স্থানীয় জীবিকা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।

প্রয়োগের পরিধি

৭. ইএসএস১ এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় এই ইএসএস প্রযোজ্যতা প্রতিষ্ঠিত।
৮. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, এই ইএসএস পদ্ধতির শর্তাবলী সব প্রকল্পে প্রয়োগ করা হয় যা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে জীববৈচিত্র্যে সহায়তকারী জীববৈচিত্র্য বা আবাসস্থলের ক্ষতি করতে পারে।
৯. এই ইএসএস প্রাথমিক উৎপাদন এবং/বা প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

শর্তাবলী

ক. সাধারণ

১০. ইএসএস১ এ নির্ধারিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন
জীব বৈচিত্র্যের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকল্প সংক্রান্ত প্রভাব বিবেচনা করবে। এই প্রক্রিয়া জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত হুমকি বিবেচনা করবে যেমন, বাসস্থানের ক্ষতি, ক্ষয় ও ধ্বংস, আক্রমণাত্মক বাইরের প্রজাতি, অতিব্যবহার, হাইড্রোলজিক্যাল পরিবর্তন, পুষ্টি আহরণ, দূষণ, আকস্মিক ঘটনা এবং সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। এতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ও অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের দ্বারা জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্নমুখী মূল্যবোধ বিবেচনা করা হবে।

১১. ঋণ গ্রহীতা জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব এড়িয়ে যাবে। বিরূপ প্রভাব পরিহার সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা বিরূপ প্রভাব কমানোর এবং জীব বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করতে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, এই ইএসএস অনুযায়ী একটি প্রশমন অনুক্রম প্রণয়নে সহায়তা প্রদান, এবং প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন যাচাই করার জন্য উপযুক্ত জীববৈচিত্র্য দক্ষতা ব্যবহার করা হয়েছে। যথাযথ হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন

১২. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে, ঋণ গ্রহীতা আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রকল্প সংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করবে। ঋণ গ্রহীতার মূল্যায়নে আবাসস্থলের পরিবেশগত অখণ্ডতার

ওপর সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব, তাদের সুরক্ষার স্বাধীনতা এবং হস্তক্ষেপ বা ক্ষতি নির্বিশেষে[১] সেগুলোর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হবে। মূল্যায়নের মাত্রা ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মিল ও তাদের গুরুত্ব ও তীব্রতার উপর ভিত্তি করে সমানুপাতিক এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ও প্রাসঙ্গিক হলে অন্যান্য আগ্রহী দলগুলোর উদ্বেগও প্রতিফলিত হবে।
১৩. ঋণগ্রহীতার মূল্যায়নে এমনভাবে একটি ভিত্তিরেখা টানা হবে, যা প্রত্যাশিত ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর তাৎপর্যের সমানুপাতিক ও সুনির্দিষ্ট হবে। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত ভিত্তিরেখা ও প্রভাব মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহনকালে, ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজনে ডেস্কটপ এবং মাঠ পর্যায়ের কৌশল ও সংশ্লিষ্ট জিআইআইপি প্রয়োগ করবে। সম্ভাব্য প্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে আরও তদন্ত প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন যে কোন প্রকল্প-সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহন করার আগে অতিরিক্ত গবেষণা এবং/বা পর্যবেক্ষণ করবে।

১৪. প্রযোজ্য হলে, মূল্যায়নকালে প্রকল্প এলাকার মধ্যে বা কাছাকাছি বসবাসকারী আদিবাসী সহ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সেগুলোর ওপর নির্ভরতা, প্রকল্প দ্বারা তাদের ব্যবহৃত জীববৈচিত্র্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব, এবং এই ধরণের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকা বিবেচনা করবে।

১৫. মূল্যায়নকালে জীববৈচিত্র্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রশমন অনুক্রমের এবং জিআইআইপি অনুযায়ী এসব প্রভাব মোকাবেলা করবে। ঋণ গ্রহীতা একটি সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন ও অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনা রীতি প্রয়োগ করবে যেখানে প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন প্রকল্প পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সাড়াদায়ক।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
১৬. "আবাসস্থল" হচ্ছে নানা ধরণের জীবের প্রাণ ধারণের জন্য সহায়ক স্থলজ, মিঠাপানি বা সামুদ্রিক ভৌগোলিক ইউনিট বা অন্তরীক্ষ এবং অ-প্রাণ পরিবেশের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আবাসস্থল নানা প্রভাবের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল এবং সমাজে এগুলোর বিভিন্ন মূল্য রয়েছে।

১৭. এই ইএসএস এ এই ধরণের সংবেদনশীলতা ও মূল্যমানের উপর ভিত্তি করে বাসস্থানের ক্ষেত্রে একটি পৃথকীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। এই ইএসএস এ আইনত সুরক্ষিত, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিকভাবে স্বীকৃত জীববৈচিত্র্যপূর্ণ মূল্যবান এলাকা এবং 'পরিবর্তিত বাসস্থান', 'প্রাকৃতিক বাসস্থান', এবং 'গুরুত্বপূর্ণ বাসস্থান' সহ সব আবাসস্থল বিবেচনায় রাখা হয়।

১৮. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, প্রশমন অনুক্রমের মধ্যে রয়েছে জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য রক্ষা, যা যথাযথভাবে প্রভাব পরিহার, কমিয়ে আনা এবং পুনর্গঠনের ব্যবস্থা প্রয়োগর পরও অবশিষ্ট[২] বিরূপ প্রভাব থেকে গেলে, কেবল শেষ অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

---

[১] প্রকল্প-পূর্ব।

[২] জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়ন প্রয়াস প্রকল্পের প্রভাবের ক্ষেত্রে যথাযথ এড়িয়ে যাওয়া, হ্রাস করা ও পুনর্গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করার পরও জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিরূপ প্রভাবের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফল হিসেবে পরিমাপযোগ্য, দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ ফলাফল বয়ে আনে। জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়ন প্রয়াসের ক্ষেত্রে জিআইআইপি অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

পরিমাপযোগ্য, বাড়তি ও দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ফলাফল[৩] অর্জন করার লক্ষ্যে একটি জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য উদ্যোগ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বাঞ্ছনীয় কোন ক্ষতি নয়[৪] বরং জীববৈচিত্র্যের সুফল আনয়ন করতে পারে; গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের ক্ষেত্রে সুফল লাভ[৫] জরুরি। জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য পরিকল্পনায় আগের মতোই বা আরো উন্নত করার নীতি[৬] মেনে চলতে হবে এবং জিআইআইপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ঋণ গ্রহীতা প্রশমন কৌশলের অংশ হিসেবে একটি ভারসাম্য নীতি তৈরীর বিষয়টি বিবেচনা করলে, সেটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এ বিষয়ে দক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করবে। কিছু বিরূপ অবশিষ্ট প্রভাবের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা যায় না, বিশেষ করে প্রভাবিত এলাকাটি যদি জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য ও অপ্রতিস্থাপনীয় হয়। এসব ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা এড়াতে এবং এই ইএসএস এর শর্ত পূরণ করতে না পারলে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না।

পরিবর্তিত আবাসস্থল

১৯. পরিবর্তিত আবাসস্থল হচ্ছে এমন এলাকা যেখানে বিপুল সংখ্যায় অস্থানীয় উদ্ভিদ এবং/বা প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, এবং/বা যেখানে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে একটি এলাকার প্রাথমিক পরিবেশগত কার্যক্রম এবং প্রজাতির উপস্থিতি[৭] অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত আবাসস্থল হতে পারে যেমন, কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত এলাকা, বৃক্ষরোপনের জন্য বন, উদ্ধারকৃত[৮] উপকূলীয় অঞ্চল ও জলাভূমি।

২০. এই ইএসএস১ পরিবর্তিত আবাসস্থলের সেইসব এলাকার লালনক্ষেত্র যেসব অঞ্চলে প্রযোজ্য যেখানে উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য রয়েছে এবং তা ইএসএস১ অনুযায়ী ঝুঁকি ও প্রভাব সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত। ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব হ্রাস এবং যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

---

[৩] জীববৈচিত্র্যের জন্য পরিমাপযোগ্য সংরক্ষণের ফলাফল সিটুতে (মাঠ পর্যায়ে) এবং একটি যথাযথ ভৌগোলিক মাত্রায় (যেমন, স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে) তুলে ধরতে হবে।

[৪] কোন সার্বিক ক্ষতি সংজ্ঞায়িত নয়, যেখানে প্রকল্পের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া এবং কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রভাবগুলোর ভারসাম্য আনা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় পুনর্বাসন করা এবং সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ অবশিষ্ট প্রভাবগুলোর ভারসাম্য আনা, এবং প্রয়োজন হলে, যথাযথ ভৌগোলিক মাত্রা বিচেনা করা।

[৫] সার্বিক সুফল হচ্ছে অতিরিক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফল যা জীববৈচিত্র্যের মূল্য থাকার জন্য লাভ করা যেতে পারে যার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলটি সুনির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। সার্বিক সুফল একটি জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এবং/বা তাৎক্ষণিকভাবে লাভ করা যেতে পারে, যেখানে ঋণ গ্রহীতা আবাসস্থলের সম্প্রসারণ, সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সিটু (মাঠ পর্যায়ে) কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়ন ছাড়াই এই ইএসএস এর ২৪ অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণ করতে পারে।

[৬] ‘অনুরূপ’ বা উন্নতর করার নীতি বলতে বুঝায় যে, জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়ন পদক্ষেপ এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের (এক ধরণের ভারসাম্য) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে এমন জীববৈচিত্র্যের মূল্য সংরক্ষণ করা যায়। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে, প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে এমন জীববৈচিত্র্য এলাকা জাতীয় বা স্থানীয় বিবেচনায় অগ্রাধিকারমূলক নাও হতে পারে এবং জীববৈচিত্র্যের আরো কিছু ক্ষেত্র থাকতে পারে যা এরকম মূল্যবান এবং সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য অধিক প্রাধান্য দাবি করে এবং হুমকির সম্মুখীন, অথবা সুরক্ষা বা কার্যকর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী ভারসাম্য আনয়ন যথাযথ বিবেচিত হতে পারে যাতে পরিস্থিতি উন্নয়ন (যেমন, প্রকল্পের ক্ষতির বিষয়ের চেয়ে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য আনয়ন অধিক অগ্রাধিকার পাবে) অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের ক্ষেত্রে এই ইএসএস এর ২৪ অনুচ্ছেদের শর্তগুলো পূরণ করা হবে।

[৭] এতে প্রকল্পের বিবেচনায় বদলে দেয়া আবাসস্থল বাদ দেয়া হয়েছে।

[৮] এই প্রেক্ষাপটে ভূমি উদ্ধার অর্থ হচ্ছে উৎপাদনশীল কাজের জন্য সাগর বা অন্য কোন জলাশয় থেকে নতুন ভূমি সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

প্রাকৃতিক আবাসস্থল

২১. প্রাকৃতিক আবাসস্থল হচ্ছে যেখানে স্থানীয় উৎসের বিপুল সংখ্যক প্রজাতির উদ্ভিদ এবং/বা প্রাণীর সম্মিলিত উপস্থিতি রয়েছে এবং/বা যেখানে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে মূলত একটি এলাকার প্রাথমিক পরিবেশগত কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রজাতির সমন্বিত উপস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি।

২২. মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক আবাসস্থল চিহ্নিত করা হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রশমন অনুক্রম অনুযায়ী তাদের উপর বিরূপ প্রভাব এড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিবে। প্রাকৃতিক আবাসস্থল প্রকল্প দ্বারা বিরূপ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা কোন প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে না; যদি:
(ক) কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভবপর কোন বিকল্প না থাকে; এবং
(খ) প্রশমন অনুক্রম অনুযায়ী যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, দীর্ঘ মেয়াদে জীববৈচিত্রের কোন ক্ষতি হবে না বরং বাঞ্ছনীয় লাভ হবে, অথবা যথাযথ হলে ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের সহায়তা থাকলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অধিক গুরুত্ব পাবে। কোনো বিরূপ প্রভাব জিইয়ে থাকলে, ঋণ গ্রহীতা যথাযথ হলে, এই ধরণের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল

২৩. গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের জন্য অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন এলাকা, এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
(ক) অত্যন্ত হুমকির সম্মুখীন বা অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা;
(খ) অত্যন্ত বিপন্ন বা বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল; যা হুমকির সম্মুখীন বলে আইইউসিএন এর বিশেষ তালিকাভুক্ত অথবা জাতীয় আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত;
(গ) বিলুপ্ত প্রায় বা নিষিদ্ধ-রেঞ্জ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল;
(ঘ) পরিযায়ী বা দলবদ্ধ প্রজাতির জন্য সহায়ক এবং বিশ্বব্যাপী বা জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত আবাসস্থল;
(ঙ) পরিবেশগত কার্যকলাপ বা বৈশিষ্ট্য উপরে (ক) (ঘ) -তে বর্ণিত জীববৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য টেকসই অবস্থায় বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়।

২৪. গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলগুলোর এলাকায়, নিম্নলিখিত সব শর্ত পূরণ করা না হলে, ঋণ গ্রহীতা কোনো প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে না;
(ক) প্রকল্প উন্নয়নের জন্য অঞ্চলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ আবাসস্থল বেছে নেয়ার অন্য কোনো টেকসই বিকল্প নেই;
(খ) গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে বা সংলগ্ন স্থানে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে জন্য অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে একটি দেশের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বা জাতীয় আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে;

(গ) আবাসস্থলের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব, বা এই ধরণের সম্ভাবনা জীববৈচিত্র্যের ওপর পরিমাপযোগ্য বিরূপ প্রভাব ফেলবে হবে না, যার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল বেছে নেয়া হয়েছে;
(ঘ) প্রকল্প এলাকা সংশ্লিষ্ট আবাসস্থলের জন্য সুফল লাভ করার জন্য জন্যই প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
(ঙ) প্রকল্পে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ে[১০] কোন অত্যন্ত বিপন্ন, বা বিপন্ন, বা নিষিদ্ধ এলাকায় বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির সংখ্যা[৯] হ্রাস পেতে পারে বলে যেন প্রতীয়মান না হয়;
(চ) নতুন বা নবায়নকৃত বন বা কৃষি এলাকা প্রকল্প সংলগ্ন বা ভাটির অঞ্চলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে ক্ষতিসাধন করবে না বা অবনতি ঘটাবে না;
(ছ) প্রকল্প বনাঞ্চল সহ গুরুতর আবাসস্থলের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর বা ক্ষতি সাধনে জড়িত হবে না; এবং
(জ) ঋণ গ্রহীতার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য একটি জোরদার ও যথাযথভাবে প্রণীত দীর্ঘমেয়াদী জীববৈচিত্র্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৫. ঋণ গ্রহীতা ২৪ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্তে সন্তুষ্ট হলে, প্রকল্পের প্রশমন কৌশল একটি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে বর্ণনা করা এবং (ইএসসিপি সহ) আইনি চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
২৬. প্রশমন অনুক্রমের অংশ হিসেবে জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়নের প্রস্তাব করা হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখাবে যে, জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অবশিষ্ট বিরূপ প্রভাব ১৮ এবং ২৪ অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণে করতে গিয়ে পর্যাপ্তরূপে প্রশমিত করা হবে।

আইনত সুরক্ষিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জীববৈচিত্র্য মূল্য

২৭. আইনত সুরক্ষিত[১১], সুরক্ষিত রাখার জন্য নির্ধারিত বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এলাকার মধ্যে বা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনাময় এলাকায় প্রকল্প গ্রহন করা হলে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, গৃহীত যে কোনো কার্যক্রম এলাকার আইনি সুরক্ষা অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[৯] সার্বিক হ্রাস হচ্ছে ব্যক্তিগর্গের একক বা সম্মিলিত ক্ষতি যা প্রজাতিগুলোর বৈশ্বিক, এবং/বা, আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে অনেক প্রজন্ম ধরে বা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টিকে থাকার সক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। সম্ভাব্য সার্বিক হ্রাস পাওয়ার মাত্রার (যেমন বৈশ্বিক এবং/বা আঞ্চলিক/জাতীয়) বিষয়টি (বৈশ্বিক) আইইউসিএন রেড লিস্ট এবং/বা আঞ্চলিক/জাতীয় তালিকার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। (বৈশ্বিক) আইইউসিএন রেড লিস্ট এবং আঞ্চলিক/জাতীয় তালিকায় এই উভয় তালিকায় এসব প্রজাতি তালিকাভুক্ত থাকলে, জাতীয়/আঞ্চলিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বিক হ্রাস নির্ধারণ করা হবে।

[১০] একটি সময়সীমার মধ্যে অত্যন্ত বিপন্ন ও বিপন্ন প্রজাতিগুলোর 'কোন সার্বিক হ্রাস' না হওয়ার প্রমান রাখার বিষয়টি ঘটনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে এবং যথাযথ হলে, যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ ও প্রজাতির জীববিজ্ঞান বিবেচনায় নিতে হবে।

[১১] এই ইএসএস আইনগতভাবে সুরক্ষিত এলাকাগুলোর স্বীকৃতি দেয় যা এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে: একটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ভৌগোলিক অবস্থান, স্বীকৃত, নিবেদিত এবং যা আইনগত বা অন্য কোন কার্যকর উপায়ে ব্যবস্থাপনার অধীন; সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশ ব্যবস্থার ও সাংস্কৃতিক মূল্য অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট।

ঋণ গ্রহীতা এছাড়াও সম্ভাব্য প্রকল্প সংক্রান্ত বিরূপ প্রভাবগুলো চিহ্নিত ও মূল্যায়ন এবং প্রশমন অনুক্রম প্রয়োগ করবে যাতে এই ধরনের একটি এলাকার অখণ্ডতা, সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বা জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব রোধ বা প্রশমিত করতে পারে।

২৮. ঋণ গ্রহীতা প্রযোজ্য হলে, এই ইএসএস এর ১৬ থেকে ২৬ অনুচ্ছেদের শর্তগুলো পূরণ করবে। এছাড়া ঋণ গ্রহীতা :

(ক) দেখাবে যে, এই ধরণের এলাকায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন আইনে স্বীকৃত;

(খ) এই ধরণের এলাকাসমূহের জন্য সরকার স্বীকৃত যে কোন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করবে;

(গ) যথাযথ হলে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সময় আদিবাসী ও অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তি সহ সুরক্ষিত এলাকার পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপক, ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ ও সম্পৃক্ত হবে; এবং

(ঘ) এলাকার সংরক্ষণ লক্ষ্য ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য, যথাযথ হলে, অতিরিক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

আগ্রাসী প্রজাতি

২৯. কিছু বিদেশি বা অস্থানীয় প্রজাতির জীব বা উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাবশতঃ এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে যা সেখানে সাধারণত পাওয়া যায় না এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য উল্লেখযোগ্য হুমকি হতে পারে, এই ধরণের কিছু বিদেশী প্রজাতি আক্রমণাত্মকভাবে দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে এবং স্থানীয় প্রজাতিগুলোকে সংখ্যায় ছাড়িয়ে যেতে পারে।

৩০. ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে নতুন কোন বিদেশী প্রজাতি (বর্তমানে যা প্রকল্প এলাকায় বা দেশে পাওয়া যায় না) প্রবর্তন করবে না, যদি না এই ধরণের কিছু প্রবর্তনের বিষয়ে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক কাঠামো অনুযায়ী তা সম্পন্ন করা হয়। উপরে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন, বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে এই ধরণের প্রবর্তন অনুমোদিত থাক বা না থাকুক, ঋণ গ্রহীতা আক্রমণাত্মক আচরণ বিশিষ্ট অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন কোনো বিদেশি প্রজাতি প্রবর্তন করবে না। এই ধরণের আক্রমণকারী আচরণের সম্ভাবনা নির্ধারণ করার জন্য একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন সাপেক্ষে (ঋণগ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে) যে কোন ধরণের বিদেশি প্রজাতি প্রবর্তন করতে হবে। বিদেশী প্রজাতি মিশে থাকতে পারে বলে পরিবহন করা সামগ্রী (যেমন মাটি, নুড়ি এবং উদ্ভিদ উপকরণ) সহ দৈব বা অনিচ্ছাকৃত সম্ভাবনা এড়ানোর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

৩১. কোন বিদেশি প্রজাতি ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলে, ঋণ গ্রহীতা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব প্রজাতি যাতে এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, সেলক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে। ঋণ গ্রহীতার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং সম্ভব হলে, প্রাকৃতিক আবাসস্থল থেকে এই ধরণের প্রজাতি নির্মূল করার ব্যবস্থা নিবে।

প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

৩২. ঋণ গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সঙ্গে প্রাথমিক উৎপাদন বা প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পৃক্ত থাকলে, ঋণ গ্রহীতা সম্পদের টেকসই অবস্থা ও সেগুলোর ব্যবহার, সেইসাথে এই উৎপাদনের সম্ভাব্য প্রভাব বা স্থানীয়, কাছাকাছি বা পরিবেশগত সংশ্লিষ্ট আবাসস্থলের ব্যবহার, আদিবাসী লোকজন সহ জীববৈচিত্র্য ও জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা মূল্যায়ন করবে।
৩৩. ঋণ গ্রহীতা ভাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং সহজলভ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি টেকসই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করবে। এই ধরণের প্রাথমিক উৎপাদন চর্চা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত[১২] বিশেষত শিল্প পর্যায়ে মান অনুসরণ করলে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে এসব মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবে।
৩৪. প্রাসঙ্গিক ও গ্রহনযোগ্য মানদণ্ড (সমূহ) বিদ্যমান থাকলেও, ঋণ গ্রহীতা যদি এখনো এই ধরণের মানদণ্ডসমূহের নিরপেক্ষ যাচাই বা সনদ না পেয়ে থাকে, তাহলে ঋণ গ্রহীতা প্রযোজ্য মানদণ্ডগুলোর সামঞ্জস্যতার একটি প্রাক মূল্যায়ন করবে এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সময়সীমার মধ্যে এই ধরণের যাচাই বা সনদ লাভের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

৩৫. সংশ্লিষ্ট দেশে বিশেষ ধরণের প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর জন্য একটি প্রাসঙ্গিক ও গ্রহনযোগ্য বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, বা জাতীয় মানদণ্ড না থাকলে, ঋণ গ্রহীতা জিআইআইপি প্রয়োগ করবে।
৩৬. প্রকল্প জমি ভিত্তিক বাণিজ্যিক কৃষি ও বনজ বৃক্ষরোপনের (বিশেষ করে জমি সাফ করা বা বন কাটা হলে) সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে, ঋণ গ্রহীতা যে জমি ইতোমধ্যে রূপান্তরিত বা খুব বেশী নষ্ট হয়ে গেছে, (প্রকল্পের জন্য রূপান্তরিত জমি ছাড়া), সেখানে এই ধরণের প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করবে। বৃক্ষরোপন প্রকল্পের জন্য সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতির প্রবর্তন ও জীববৈচিত্র্যের হুমকি বিবেচনা করে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের আবাসস্থলের সম্ভাব্য হুমকি রোধ ও প্রশমনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করবে। ঋণ গ্রহীতা প্রাকৃতিক বনে উৎপাদন করার লক্ষ্যে লগ্নি করলে, এসব বন পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উপায়ে পরিচালনা করবে।

৩৭. এই ধরনের আহরণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র পর্যায়ের উৎপাদক, জনগোষ্ঠী বন ব্যবস্থাপনার অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বা যৌথ বন ব্যবস্থাপনার অধীনে এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যুক্ত হলে, এবং এই ধরণের ব্যবস্থা শিল্প পর্যায়ে পরিচালিত না হলে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, তারা (ক) আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রাপ্ত না হলেও, ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনা নীতি ও ধরণ অনুসারে স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহনের মাধ্যমে একটি বন ব্যবস্থাপনা মানদণ্ড গ্রহন করেছে; অথবা (খ) এই ধরণের একটি মানদণ্ড লাভের জন্য সময়সীমা ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় সম্পৃক্ত। জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে এবং তা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ঋণ গ্রহীতা স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সব গোত্রের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ধরনের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবে।

---

[১২] প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য বৈশ্বিক, আঞ্চলিক বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) লক্ষ্য ও অর্জনীয় বিষয়; (খ) বহু-স্টেকহোল্ডার পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে; (গ) পর্যায় ক্রমিক ও অব্যাহত উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ; এবং (ঘ) এই ধরণের মানদণ্ডের জন্য যথাযথ স্বীকৃত সংস্থার মাধ্যমে নিরপেক্ষ যাচাই বা সনদপত্র প্রদান।

৩৮. ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বনাঞ্চল ছাড়া প্রকল্প এলাকার জমি পরিস্কার এবং গাছ কাটার প্রয়োজন হলে, এই ইএসএস এর অনুচ্ছেদ ৩৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য বিশ্বব্যাপী, আঞ্চলিক বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মান অনুসরণ করতে না পারলে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, গাছ কাটার এলাকা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং প্রকল্পের কারিগরি শর্ত পূরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মান অনুসরণ করা হচ্ছে।

৩৯. ঋণ গ্রহীতা ফসল ও পশুপালনের ক্ষেত্রে শিল্প উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হলে, প্রতিকূল ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সম্পদ ব্যবহার এড়ানো, বা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জিআইআইপি অনুসরণ করবে। ঋণ গ্রহীতা মাংস বা অন্যান্য প্রাণীজ পণ্যের (যেমন দুধ, ডিম, পশম) জন্য পশুদের বড় মাপের বাণিজ্যিক উৎপাদনে সম্পৃক্ত হলে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নীতির যথাযথ বিবেচনার সঙ্গে পশুপালন কৌশল বাস্তবায়নে জিআইআইপি প্রয়োগ করবে।

খ. **প্রাথমিক সরবরাহকারী**

৪০. ঋণ গ্রহীতা খাদ্য, কাঠ ও তন্তুজাত পণ্য সহ প্রাথমিক উৎপাদন ক্রয় করলে এবং সেগুলোর উৎস এমন স্থান বা এলাকা হলে যেখানে প্রাকৃতিক বা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের বিশেষ রূপান্তর বা অবনতির ঝুঁকি থাকলে, ঋণগ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে প্রাথমিক সরবরাহকারী[১৩] দ্বারা ব্যবহৃত একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি ও যাচাই রীতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪১. ঋণ গ্রহীতা একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং যাচাই রীতি প্রতিষ্ঠা করবে, যা :

(ক) কোথা থেকে সরবরাহ আসছে এবং উৎস এলাকার আবাসস্থলের ধরণ চিহ্নিত করবে;

(খ) ঋণগ্রহীতার প্রাথমিক সরবরাহকারীদের একটি চলমান পর্যালোচনা প্রদান করবে;

(গ) সেইসব সরবরাহকারীর ক্রয় সীমিত করা হবে যাতে প্রমাণ হবে[১৪] যে, তারা উল্লেখযোগ্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে না বা প্রাকৃতিক বা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে অবনতি ঘটাচ্ছে;

(ঘ) সম্ভব হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রাথমিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সরবরাহকারীদের কাছে সরে আসার পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে প্রমাণ হয় যে, তারা এসব এলাকায় উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে না।

৪২. সম্পূর্ণরূপে এসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ঋণ গ্রহীতার সামর্থ নির্ভর করছে প্রাথমিক সরবরাহকারীদের উপর ঋণ গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব প্রয়োগের মাত্রার ওপর।

---

[১৩] প্রাথমিক সরবরাহকারী হচ্ছে এই সব সরবরাহকারী যারা চলমান ভিত্তিতে প্রকল্পের মূল কার্যকলাপের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা সামগ্রী সরাসরি প্রদান করে। প্রকল্পের মূল কার্যকলাপ হচ্ছে সেইসব উৎপাদন এবং/বা সেবা প্রক্রিয়া যা একটি বিশেষ প্রকল্পের জন্য অত্যাবশ্যক এবং এগুলো ছাড়া প্রকল্প অব্যাহত রাখা যাবে না।

[১৪] বিশেষ পণ্য এবং/বা স্থানে একটি গ্রহনযোগ্য প্রকল্পের অধীনে যাচাই বা সনদ পাওয়ার লক্ষ্যে সনদ প্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ বা অগ্রগতি লাভ করার মাধ্যমে তা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৭ ।
আদিবাসী জনগোষ্ঠী

ভূমিকা

১. ইএসএস৭ দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উনয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখে এবং নিশ্চিত করে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সুফল লাভ করার জন্য ব্যাংকের সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পগুলো আদিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে এমনভাবে যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে কোন হুমকি সৃষ্টি করে না।[1]

২. এই ইএসএস মনে করে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয় ও আকাঙ্খা রয়েছে যা জাতীয় সমাজের মূলধারার গোষ্ঠীগুলো থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রায়ই উন্নয়নের প্রচলিত মডেলগুলোর চেয়ে অনগ্রসর। অনেক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রান্তিক ও অসহায় অংশ। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং আইন সম্মত মর্যাদা প্রায়শই তাদের অধিকার যেমন ভূমি, ভূখণ্ড, ও প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের ক্ষমতা সীমিত করে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও তা থেকে লাভবান হতে তাদের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা প্রকল্পের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সুষম প্রবেশাধিকার পায় না, বা এসব সুবিধা উন্নয়ন ও প্রদানের প্রক্রিয়া যেভাবে করা হয়েছে তা সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপযুক্ত নয়। তাদের জীবন বা জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে এমন প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের সঙ্গে হয়তো সবসময় পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয় না। এই ইএসএস স্বীকার করে যে, আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে পুরুষ ও নারীদের ভূমিকা মূলধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে পৃথক এবং নারী ও শিশুরা প্রায়ই তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বাইরের উন্নয়নের ফলে প্রান্তিক পর্যায়ে থাকে এবং তাদের নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ চাহিদা থাকতে পারে।

৩. আদিবাসীরা যে ভূমিতে বসবাস করে ও যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সঙ্গে যুক্ত। তাই, তাদের জমি ও সম্পদ রূপান্তরিত, দখল বা উল্লেখযোগ্যভাবে গুণাগুণ হারালে, তারা বিশেষভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। প্রকল্প তাদের ভাষা ব্যবহার, সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ক্ষুন্ন করতে পারে যা আদিবাসীরা তাদের পরিচয় বা মঙ্গল সাধনে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে। তাসত্ত্বেও, প্রকল্প আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। একটি প্রকল্প তাদের কাঙ্খিত উন্নত জীবনযাপনের জন্য বাজার, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য পরিষেবা লাভের ক্ষেত্রে উন্নত সযোগ তৈরি করতে পারে। প্রকল্প প্রকল্পের কার্যক্রমে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে যা তাদেরকে নাগরিক এবং উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে একটি সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করার একটি আকাঙ্খা পূরণে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া, এই ইএসএস স্বীকার করে যে, আদিবাসীরা টেকসই উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য

- উন্নয়ন প্রক্রিয়া মানবাধিকার, মর্যাদা, উচ্চাকাঙ্খা, পরিচয়, সংস্কৃতি এবং আদিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা প্রতিপালন করার বিষয়ে পূর্ণ সম্মান দিচ্ছে তা নিশ্চিত করা।
- আদিবাসীদের উপর প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব এড়ানো, বা পরিহার করা সম্ভব না হলে, এই ধরণের প্রভাব কমান, প্রশমিত এবং/বা ক্ষতিপূরন প্রদান করা।

---

[1] এই ইএসএস স্বীকার করে যে, আদিবাসী লোকদের তাদের নিজেদের কল্যাণ সম্পর্কে উপলব্ধি ও ভিন্ন দৃষ্টি রয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে সেটি একটি সমন্বিত ধারণা যা ভূমি ও ঐতিহ্যগত বিভিন্ন প্রথার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং তাদের নিজস্ব জীবন ধারার প্রতিফলন।

- প্রবেশাধিকারযোগ্য, সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে আদিবাসীদের জন্য টেকসই উন্নয়ন সুবিধা এবং সুযোগ জোরদার করা।
- প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনার উপর ভিত্তি করে একটি চলমান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার মধ্য দিয়ে প্রকল্প নকশা উন্নত এবং স্থানীয়দের সমর্থন জোরদার করা।
- এই ইএসএস এ বর্ণিত তিনটি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের অবাধ, অগ্রাধিকারমূলক এবং অবগত সম্মতি (এফপিআইসি) নিশ্চিত করা।
- আদিবাসীদের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও চর্চা সনাক্ত, সম্মান ও সংরক্ষণ করা এবং যথাযথভাবে ও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সময়সীমার মধ্যে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের একটি সুযোগ তাদেরকে প্রদান করা।

প্রয়োগের পরিধি

৪. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের উপস্থিতি বা একটি যৌথ সংস্পৃক্ততা থাকলে, এই ইএসএস প্রযোজ্য হবে। আদিবাসীরা ইতিবাচক বা নেতিবাচক যে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং এই ধরণের প্রভাবের[২] মাত্রা যাই হোক না কেন, পরিস্থিতি নির্বিশেষে এই ইএসএস প্রযোজ্য হবে। এই ইএসএস আপাত পরিলক্ষিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক ঝুঁকির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে, যদিও সুবিধা লাভের সুষম সুযোগ প্রদান বা প্রতিকুল প্রভাব লাঘব করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এসব ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. আদিবাসীদের বিষয়ে কোন সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। আদিবাসীরা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত যেমন: "আদিবাসী জাতিগত সংখ্যালঘু' 'আদিবাসী' 'পার্বত্য উপজাতি,' 'সংখ্যালঘু জাতীয়তা,' 'তফসিলী উপজাতি,' 'প্রথম জাতি,' বা 'উপজাতী গোষ্ঠী'। বিভিন্ন দেশে এই শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ রয়েছে বলে, ঋণ গ্রহীতার বিবেচনায় পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত হিসেবে আদিবাসীদের জন্য একটি বিকল্প পরিভাষা ব্যবহার করার জন্য ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের সঙ্গে একমত হতে পারে।

৬. এই ইএসএস এ, 'আদিবাসী' বলতে নিম্নলিখিত ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহনকারী একটি স্বতন্ত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বুঝানোর জন্য একটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়:

(ক) একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আত্মস্বীকৃতি এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি; এবং

---

[২] আলোচনার এই সুযোগ ও মাত্রা এবং পরবর্তীতে প্রকল্প পরিকল্পনা ও নথিপত্র তৈরীর প্রক্রিয়া প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের পরিধি ও মাত্রা অনুযায়ী হবে যা আদিবাসী লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাস্থল, পূর্বপুরুষের অঞ্চল, বা ঋতু মাফিক ব্যবহার বা দখলে রাখার এলাকা, সেইসাথে এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদে যৌথ সম্পৃক্ততা[৩]; এবং
(গ) মূলধারার সমাজ বা সংস্কৃতির যারা থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক প্রথাভিত্তিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; এবং
(ঘ) একটি স্বতন্ত্র ভাষা বা উপভাষা, যা দেশের বা অঞ্চলের সরকারী ভাষা বা ভাষাগুলো থেকে ভিন্ন।

৭. জোরপূর্বক উচ্ছেদ, সংঘাত, সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি, ভূমি স্বত্ব হারানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শহুরে এলাকার[৪] মধ্যে তাদের জমি অন্তর্ভূক্তকরণের কারণে প্রকল্প এলাকার কোন জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী লোকজন বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের জীবদ্দশাতেই স্বতন্ত্র আবাসস্থল বা পূর্বপুরুষের ভোগ করা যৌথ অধিকারভুক্ত কোন অঞ্চলের সম্পৃক্ততা হারালে তাদের ক্ষেত্রে এই ইএসএস প্রযোজ্য হবে। ৬ অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বনের অধিবাসী, শিকারি, সংগ্রাহক, পশুপালনকারী, বা অন্যান্য যাযাবর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এই ইএসএস প্রযোজ্য।

৮. প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের উপস্থিতি বা যৌথ সম্পৃক্ততা থাকলে বিশ্বব্যাংকের একটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, ঋণ গ্রহীতা এই ইএসএস অনুযায়ী আলোচনা, পরিকল্পনা, অথবা অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে যথাযথ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত চাইতে পারে।

শর্তাবলী

সাধারণ

৯. এই ইএসএস এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের উপস্থিতি অথবা তাদের সম্মিলিত সম্পৃক্ততার বিষয়ে তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা। আলোচনার পরিধি ও ব্যাপকতা সেইসাথে পরবর্তীতে প্রকল্প পরিকল্পনা ও তথ্যচিত্র প্রক্রিয়া সম্ভাব্য প্রকল্প ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর পরিধি ও ব্যাপকতার অনুরূপ হতে হবে, কারণ এগুলো আদিবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

১০. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প এলাকায় উপস্থিতি বা যৌথ সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন আদিবাসীদের উপর প্রত্যাশিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহ)[৫] এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলোর প্রকৃতি এবং মাত্রা মূল্যায়ন করবে। ঋণ গ্রহীতা একটি আলোচনা কৌশল প্রণয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা কিভাবে প্রকল্পের নকশা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে সে উপায় চিহ্নিত করবে। পরবর্তীকালে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কার্যকর প্রকল্পের নকশা ও তথ্যচিত্র তৈরী করা হবে।

---

[৩] 'সম্মিলিত সম্পৃক্ততা' হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে কোন ভূমি বা ভূখণ্ডে একটি ভৌত উপস্থিতির এবং এটির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক যা ঐতিহ্যগতভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের মালিকানাধীন বা প্রথা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে আসছে বা দখলে রয়েছে; এগুলোর সঙ্গে রয়েছে এমন স্থান যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যেমন, পবিত্র স্থান।

[৪] নগর এলাকাগুলোতে এই ইএসএস প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধানের জন্য নগর এলাকায় আসা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তাসত্ত্বেও, এটি নগর এলাকায় বা কাছে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে এমন আদিবাসী যারা ৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

[৫] সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত অতিরিক্ত শর্তগুলো এইএসএস৮ এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আদিবাসীদের সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রকল্প

১১.
আদিবাসীদের সরাসরি সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রকল্পগুলোর জন্য, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তাদের মালিকানা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবে। ঋণ গ্রহীতা এছাড়াও প্রস্তাবিত সেবা বা সুবিধা সাংস্কৃতিক দিক থেকে কতটা উপযুক্ত সে বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবে এবং প্রকল্প থেকে উপকার লাভ কিংবা অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত করতে পারে এমন যে কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক সীমাবদ্ধতা (জেন্ডার সংক্রান্ত যারা সহ) চিহ্নিত ও দূর করার উদ্যোগ নিবে।

১২. আদিবাসীরাই একমাত্র, অথবা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জনগোষ্ঠী সরাসরি প্রকল্প সুবিধাভোগী হলে, সার্বিক প্রকল্প প্রণয়নে কর্মপরিকল্পনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে একটি একক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না।

প্রকল্প সুবিধা লাভের জন্য সুষম প্রবেশাধিকার প্রদান

১৩. আদিবাসীরা প্রকল্পের একমাত্র সুবিধাভোগী না হলে, পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনার শর্তাবলী ভিন্ন হবে। ঋণ গ্রহীতা এমনভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যাতে প্রকল্পের সুবিধাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের কাছে সুষমভাবে পৌঁছায়। অর্থপূর্ণ আলোচনা ও প্রকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসীদের উদ্বেগ বা অগ্রাধিকারগুলো সুরাহা করবে এবং ডকুমেন্টেশনে আলোচনার ফলাফলের সারসংক্ষেপ এবং প্রকল্প প্রণয়নকালে কিভাবে আদিবাসীদের বিষয়গুলোর সুরাহা হয়েছে তার বিবরণ প্রদান করবে। বাস্তবায়ন ও তদারকির সময় চলমান আলোচনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েরও বিবরণ দেয়া হবে।

১৪.বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে সুষম প্রবেশাধিকার প্রদান করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি সময় আবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, যেমন একটি আদিবাসী পরিকল্পনা। বিকল্প হিসেবে যথাযথ বিবেচিত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রয়োজনী তথ্য নিয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।[৬]

প্রতিকূল প্রভাব পরিহার বা প্রশমন

১৫. আদিবাসীদের উপর বিরূপ প্রভাব যেখানে সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। কোথাও বিকল্প পাওয়া গেলে এবং বিরূপ প্রভাব এড়ানো সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগস্ত আদিবাসীদের ওপর এই ধরণের প্রভাবের প্রকৃতি ও মাত্রা এবং ঝুঁকির ধরণ ও তীব্রতা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথভাবে এসব প্রভাব কমিয়ে আনবে এবং/বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

---

[৬] এই ফরম্যাট বা পরিকল্পনা প্রকল্প বা দেশের প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনার পরিধি ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যথাযথ পরিকল্পনা পরিধি এবং যথাযথ প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করার জন্য যোগ্য পেশাজীবীদের কাছ থেকে তথ্য গ্রহন করার প্রয়োজন হতে পারে। একটি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা এমন পরিস্থিতিতে যথাযথ হতে পারে যেখানে অন্যরা বা আদিবাসীরা প্রতিকুল প্রভাব বা প্রকল্পের ঝুঁকির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেখানে এক বা একাধিক আদিবাসী গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত হবে বা যেখানে একটি বাস্তবিক প্রকল্পের আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিধিতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রকল্পের নকশা বা এলাকা চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া না গেলেও, একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন করা যথাযথ বিবেচিত হবে।

ঋণ গ্রহীতার প্রস্তাবিত কর্মসূচি, যেমন একটি আদিবাসী পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং একটি সময়োচিত পরিকল্পনাসহ প্রণয়ন করতে হবে। যথাযথ বিবেচিত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে একটি সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।[৭]

১৬. এছাড়াও, 'স্বেচ্ছা নির্বাসনে' বা 'প্রথম যোগাযোগ' পরিস্থিতিতে থাকা লোকজন হিসেবে পরিচিত সীমিত পর্যায়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ব্যতিক্রমী ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকতে পারে। এসব লোকজনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমি ও ভূখণ্ড, পরিবেশ স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সুরক্ষা প্রদান এবং প্রকল্পের কারণে তাদেও সঙ্গে সকল অবাঞ্ছিত যোগাযোগ এড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

আদিবাসীদের উপযোগী অর্থপূর্ণ আলোচনা

১৭. কার্যকর প্রকল্প নকশা প্রণয়ন, স্থানীয় প্রকল্প সমর্থন বা মালিকানা গড়ে তোলা, এবং প্রকল্প সংক্রান্ত বিলম্ব বা বিতর্কের ঝুঁকি কমাতে, ইএসএস১০ অনুযায়ী, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে একটি সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। এই প্রক্রিয়া স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ এবং সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা, তথ্য প্রকাশ, এবং অর্থপূর্ণ আলোচনা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ এবং লিঙ্গ ও আন্ত-প্রজন্ম ব্যাপক অংশগ্রহন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া, এই প্রক্রিয়ায় :

(ক) আদিবাসী প্রতিনিধি সংস্থা ও সংগঠন[৮] (যেমন, প্রবীন পরিষদ অথবা গ্রাম পরিষদ, বা সর্দার) ও যথাযথ হলে, সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্য;

(খ) আদিবাসীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার[৯] জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান; এবং

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন প্রকল্পের কার্যক্রম বা প্রশমন ব্যবস্থা নকশা প্রনয়নে আদিবাসীদের 'কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য সুযোগদান করবে।

যেসব পরিস্থিতিতে অবাধ, অগ্রাধিকারমূলক ও অবগত সম্মতির (এফপিআইসি) দরকার

১৮. আদিবাসীরা প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার, তাদের জমি হারানো, বিচ্ছিন্ন হওয়া, বা শোষণের কারণে বিশেষভাবে ক্ষতির শিকার হতে পারে। এই ঝুঁকির স্বীকৃতিস্বরূপ এবং ইএসএস (অনুচ্ছেদ ক) শর্ত ও ইএসএস ১ থেকে ১০ মানদণ্ডসমূহের শর্ত অনুযায়ী, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের কাছে থেকে এফপিআইসি গ্রহন করবে; যদি প্রকল্পে : (ক) পরম্পরাগত মালিকানা বা গতানুগতিক ব্যবহারে বা দখলদারিত্বে থাকা ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব পড়ে; (খ) জমি এবং পরম্পরাগত মালিকানা বা গতানুগতিক বৃত্তি বা ব্যবহারের অধীন বিষয় বা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আদিবাসীদের স্থানান্তরের কারণ হয়; বা (গ) আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। এসব পরিস্থিতিতে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব সনাক্তকরণে সহায়তা করার জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করবে। এফপিআইসি'র সার্বজনিনভাবে স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই।

---

[৭] পাদটিকা ৯ দেখুন।

[৮] যেসব প্রকল্পের একটি আঞ্চলিক বা জাতীয় পরিধি রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে আদিবাসী সংগঠনগুলো বা প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা যেতে পারে। ইএসএস১০ এ বর্ণিত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ায় এসব সংগঠন বা প্রতিনিধিদের চিহ্নিত করা হবে।

[৯] সবসময় না হলেও অভ্যন্তরীন সিদ্ধান্ত গ্রহন করার প্রক্রিয়ার ধরণ হচ্ছে সম্মিলিত প্রয়াস। এতে অভ্যন্তরীন মতবিরোধ থাকতে পারে এবং জনগোষ্ঠীতে কেউ কেউ এসব সিদ্ধান্তের বিষয় চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আলোচনার প্রক্রিয়া হবে সংবেদনশীল ও গতিশীল এবং অভ্যন্তরীন সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহনকারীদের অধিকাংশের কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়।

এই ইএসএস এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ এফপিআইসি প্রতিষ্ঠিত:

(ক) এফপিআইসি প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের উপর ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কিত প্রত্যাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য;
(খ) এফপিআইসি উপরে উল্লেখিত ১৭ অনুচ্ছেদে ও ইএসএস ১০ এ বর্ণিত অর্থপূর্ণ আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু ও সম্প্রসারিত করে এবং ঋণ গ্রহীতা ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের মধ্যে সরল বিশ্বাসে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হবে;
(গ) ঋণ গ্রহীতা নথিবদ্ধ করবে: (১) ঋণ গ্রহীতা ও আদিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে গৃহীত প্রক্রিয়া; এবং (২) আলোচনার ফলাফল উপর বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তি প্রমাণ; এবং
(ঘ) এফপিআইসি-তে সর্বসম্মতির প্রয়োজন হয় না এবং ব্যক্তি বা গ্রুপ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের মধ্যে সুস্পষ্ট মতানৈক্য থাকলেও সম্মতি পাওয়া যেতে পারে।

১৯. ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের এফপিআইসি ব্যাংক দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে, আদিবাসী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিভিন্ন দিকগুলোর প্রক্রিয়া আর অগ্রসর করা যাবে না। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের এফপিআইসি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে, এসব দিকগুলোর চেয়ে বরং ব্যাংক প্রকল্প প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিবে। ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এই ধরণের আদিবাসীদের উপর কোন প্রতিকুল প্রভাব পড়বে না।
২০. ইএসসিপি-তে ঋণ গ্রহীতা ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বর্ণনা থাকবে এবং চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাস্তবায়নকালে ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং সম্মত সুবিধাগুলো বা উন্নত সেবা প্রদান করা হয়েছে যাতে প্রকল্পের আদিবাসীদের জন্য সমর্থন বজায় থাকে।

ঐতিহ্যগত মালিকানা বা প্রথাগত ব্যবহার বা দখল সাপেক্ষে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব

২১. আদিবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জমি ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের[১০] সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে ভূমি ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন বা গতানুগতিক ব্যবহারের বা দখলদারিত্বের অধীন থাকে। জাতীয় আইন অনুযায়ী ভূমিতে আদিবাসীদের বৈধ স্বত্ব না থাকলেও, তাদের জীবিকা, বা সাংস্কৃতিক আচার, অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে এবং মৌসুমী বা চক্রভিত্তিক ব্যবহার

---

[১০] যেমন, সামুদ্রিক ও জলজ সম্পদ, কাঠ ও কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদ, ওষুধি গাছ, শিকার ও সমাবেশ করার মাঠ, পশুচারণ ও শস্য আবাদ এলাকা।

তাদের পরিচয় ও সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে এবং প্রায়ই তা যাচাই ও নথিবদ্ধ করা যায়। প্রকল্পে যদি: (ক) এমন কোন কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট থাকে যা ভূমি ও ভূখণ্ডের ওপর আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন বা প্রথা অনুযায়ী ব্যবহৃত বা দখল[১১] রাখার আইনগত স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে ঋণ গ্রহীতা আদিবাসীদের প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে এই ধরনের মালিকানা, দখল বা ব্যবহারের আইনগত স্বীকৃতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই ধরণের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: (ক) আদিবাসীদের বিদ্যমান গতানুগতিক ভূমি স্বত্ব অধিকার ব্যবস্থার পূর্ণ আইনি স্বীকৃতি; অথবা (খ) গতানুগতিক ব্যবহারের অধিকারকে সাম্প্রদায়িক এবং/বা ব্যক্তি মালিকানা অধিকারে রূপান্তর করা। দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিও জাতীয় আইনের আওতায় সম্ভব না হলে, পরিকল্পনায় আদিবাসীদের চিরস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী নবায়নযোগ্য হেফাজতমূলক বা ব্যবহারের অধিকারের আইনি স্বীকৃতির জন্য ব্যবস্থা রয়েছে।

২২. ঋণ গ্রহীতা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন, বা প্রথাগত ব্যবহারের অধীন বা দখলদারিত্বের একটি স্থানে প্রকল্প বা বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে, এবং বিরূপ প্রভাব[১২] সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছ থেকে এফপিআইসি গ্রহন করবে:

(ক) প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত জমির এলাকা এড়ানোর এবং অন্যথায় কমান প্রয়াস চালাতে হবে;

(খ) প্রথাগত মালিকানা বা গতানুগতিক ব্যবহার বা দখলে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব এড়ানোর এবং অন্যথায় কমানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহন;

(গ) ভূমি ক্রয়, ইজারা গ্রহন বা সর্বশেষ উপায় হিসেবে অধিগ্রহণ করার আগে সকল সম্পত্তি স্বার্থ, দখলী বন্দোবস্ত এবং ঐতিহ্যগত সম্পদ ব্যবহার চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করতে হবে;

(ঘ) ভূমির ওপর আদিবাসীদের দাবি সম্পর্কে পূর্ব সংস্কার ছাড়াই আদিবাসীদের সম্পদ ব্যবহারের মূল্যায়ন ও নথিবদ্ধ করতে হবে। জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মূল্যায়ন হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার ভিত্তিক এবং এসব সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকা বিবেচনা করা হবে;

(ঙ) নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা : (১) প্রথাগত ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃতি প্রদানকারী কোনো জাতীয় আইন সহ জাতীয় আইনের অধীনে তাদের জমির অধিকার; (২) প্রকল্পের পরিধি ও প্রকৃতি; এবং (গ) প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে অবগত; এবং

(ঋ) একটি প্রকল্পে আদিবাসীদের জমি অথবা প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্যিক উন্নয়ন করতে চাইলে, যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহন এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত টেকসই উন্নয়নের সুযোগসহ ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিতে হবে, যা জমির ওপর পূর্ণ আইনগত মালিকানা সহ অন্য যে কোনো জমির মালিকানার অধিকারের অন্তত সমান হবে; এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে:

---

[১১] যেমন, আহরণমূলক শিল্প, সংরক্ষণ এলাকা সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সবুজক্ষেত্র অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা বা ভূমি অধিকার কর্মসূচি।

[১২] এই ধরণের বিরূপ প্রভাবগুলোর মধ্যে থাকতে পারে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে সম্পত্তি বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবেধাধিকার হারানো বা ভূমি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

(১) সুষ্ঠ ইজারা ব্যবস্থা প্রদান বা জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে, ভূমি ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ অথবা যেখানে সম্ভব নগদ ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে অন্য ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান;[১৩]

(২) প্রকল্প উন্নয়নকালে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহন প্রাকৃতিক সম্পদ হারানো বা প্রবেশাধিকার হারানোর ঘটনা ঘটলে, প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখা নিশ্চিত, অনুরূপ বিকল্প সম্পদ চিহ্নিত, বা, একটি সর্বশেষ বিকল্প হিসাবে, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং বিকল্প জীবিকা চিহ্নিত করতে হবে;

(৩) ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের পরিচিতি ও জীবনযাত্রার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে চাইলে, সেখানে জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্যিক উন্নয়ন থেকে প্রাপ্ত সুফল সুষমভাবে ভাগ করে নেয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সক্ষম করে তুলতে হবে;

(৪) ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিবেচনা করে উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিতে তাদের প্রবেশাধিকার, ব্যবহার ও পরিবহনের সুযোগ দিবে।

পরম্পরাগত মালিকানা বা প্রথাগত ব্যবহার বা দখল সাপেক্ষে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আদিবাসীদের স্থানান্তর

২৩. গোষ্ঠীগতভাবে দখল[১৪] বা সম্পৃক্ত এবং পরম্পরাগত মালিকানা বা গতানুগতিক ব্যবহার বা দখল সাপেক্ষে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আদিবাসীদের স্থানান্তর এড়াতে ঋণ গ্রহীতা সম্ভবপর বিকল্প প্রকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা করবে। এই ধরণের স্থানান্তর অনিবার্য হলে, উপরে বর্ণিত এফপিআইসি না পেলে ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প নিয়ে সঙ্গে এগিয়ে যাবে না; ঋণ গ্রহীতা জোরপূর্বক উচ্ছেদের[১৫] উপায় অবলম্বন করবে না এবং আদিবাসীদের যে কোনো ধরণের স্থানান্তরের বিষয়টি ইএসএস৫ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেখানে সম্ভব, আদিবাসীদের স্থানান্তরের কারণ অন্তর্হিত হলে, তারা তাদের ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত স্থানে ফিরে যেতে পারবে।

---

[১৩] যদি সৃষ্ট পরিস্থিতি ঋণ গ্রহীতাকে উপযুক্ত প্রতিস্থাপন ভূমি প্রদানের সুযোগ দানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের অবস্থা অবশ্যই যাচাই করবে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী লোকদেরকে অধিক মূল্যের ভূমি ভিত্তিক ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন আয় সংস্থানমূলক সুযোগ এবং নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

[১৪] সাধারণত, আদিবাসী লোকজন ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি ও সম্পদে প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার করার অধিকার দাবি করে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি অধিকার। ভূমি ও সম্পদে এসব ঐতিহ্যগত দাবি জাতীয় আইনে স্বীকৃত নাও হতে পারে। আদিবাসী লোকজনের ব্যক্তিগতভাবে আইনি অধিকার থাকলে, বা সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইনে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি দিলে, এইসএস৫ শর্তাবলী ছাড়াও, এই ইএসএস এর ২৩ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

[১৫] ইএসএস৫ এর ৩১ অনুচ্ছেদ দেখুন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

২৪. একটি প্রকল্প আদিবাসী মানুষের পরিচয় এবং/বা সাংস্কৃতিক, বা আচার, বা তাদের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য[১৬] দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে, সেক্ষেত্রে এসব প্রভাব পরিহার করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যেখানে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প প্রভাব অনিবার্য হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রভাবিত আদিবাসীদের কাছে থেকে এফপিআইসি গ্রহন করবে।

২৫. একটি প্রকল্পে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের জ্ঞান, উদ্ভাবন, বা রীতি সহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহার করার প্রস্তাব করলে, ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদেরকে (ক) জাতীয় আইনের আওতায় তাদের অধিকার; (খ) সুযোগ এবং প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক উন্নয়নের পরিধি ও প্রকৃতি; এবং (গ) এই ধরনের উন্নয়নের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাদের কাছ থেকে এফপিআইসি গ্রহন করবে। ঋণ গ্রহীতা এছাড়াও আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে এই ধরণের জ্ঞান, উদ্ভাবন, বা রীতির বাণিজ্যিক উন্নয়ন থেকে প্রাপ্ত সুফল সুষমভাবে বন্টনের লক্ষ্যে আদিবাসীদের সক্ষম করে তুলবে।

প্রশমন ও উন্নয়নের সুফল

২৬. ঋণ গ্রহীতা ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং টেকসই উন্নয়ন সুবিধার জন্য সুযোগ এবং ইএসএস১ এ বর্ণিত প্রশমন অনুক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করবে। মূল্যায়ন ও প্রশমনের পরিধিতে সাংস্কৃতিক প্রভাব[১৭] এবং অন্যান্য ভৌত প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের জন্য সম্মত ব্যবস্থাগুলো সময়মত কার্যকর করা নিশ্চিত করবে।

২৭. ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্টনের সিদ্ধান্ত, সরবরাহ ও বিতরণকালে এই আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট আইন, প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুলো এবং সমাজের মূলধারার সাথে তাদের আদান-প্রদানের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতা ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভিত্তিক অথবা উভয়ের একটি সমন্বয় হতে পারে[১৮]। ক্ষতিপূরণ প্রদান সমষ্টিগত ভিত্তিতে হলে, গোষ্ঠীর সকল সদস্যদের জন্য কল্যাণজনক উপায়ে সকল যোগ্য সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণের কার্যকর বিতরণ, বা ক্ষতিপূরণের সমষ্টিগত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৌশল সংজ্ঞায়িত ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২৮. প্রকল্পের প্রকৃতির জন্য সীমিত নয় এমন বিষয় সহ নানান বিষয়, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট এবং ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ঝুঁকি, এই ধরণের প্রকল্প থেকে আদিবাসীরা কিভাবে উপকৃত হবে তা নির্ধারণ করবে। চিহ্নিত সুযোগ সুবিধাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আদিবাসীদের লক্ষ্যসমূহ ও অগ্রাধিকারগুলোর সুরাহা করা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথভাবে জীবন ও জীবিকার মান উন্নত করা সহ, প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যার ওপর তারা নির্ভরশীল।

---

[১৬] এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক এবং/বা আধ্যাত্মিক মূল্য বহনকারী প্রাকৃতিক এলাকা যেমন, পবিত্র উপবন, পবিত্র জলাশয়, ও নৌপথ, পবিত্র পর্বত, পবিত্র পাথর, সমাধিস্থল এবং এলাকা।

[১৭] সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলোর মধ্যে বিবেচনার মধ্যে থাকতে পারে যেমন, শিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষা প্রদানের ভাষা ও পাঠ্যসূচির বিষয়, স্বাস্থ্য প্রকল্প ও অন্যান্য বিষয়ে সাংস্কৃতিক বা জেন্ডার সংবেদনশীল প্রক্রিয়া।

[১৮] সম্পদ, সম্পত্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত প্রয়াসের প্রাধান্য থাকলে, সম্ভব হলে সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ সম্মিলিতভাবে এবং আন্ত:প্রজন্ম মতপার্থক্য ও চাহিদাগুলো বিবেচনায় নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

অভিযোগ প্রতিকার কৌশল

২৯. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের জন্য ইএসএস১০ অনুযায়ী সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এবং আদিবাসীদের মধ্যে বিচারিক প্রক্রিয়া ও প্রথাগত বিরোধ নিস্পত্তি কৌশল থাকার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা

৩০. ঋণ গ্রহীতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের বিবেচনায় নেয়া এবং অংশগ্রহণ জোরদার করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা, কৌশল বা অন্যান্য কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে, অথবা পৃথক একটি কার্যকলাপ হিসাবে ব্যাংকের কাছে প্রযুক্তিগত বা আর্থিক সহায়তার অনুরোধ করতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; যেমন: (ক) প্রথাগত বা ঐতিহ্যগত ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে স্থানীয় আইন জোরদার; (খ) আদিবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান জেন্ডার ও আন্তপ্রজন্ম বিষয়গুলোর সুরাহা; (গ) মেধা সম্পত্তি অধিকার সহ আদিবাসী জ্ঞানের সুরক্ষা; (ঘ) উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আদিবাসীদের সক্ষমতা জোরদার; এবং (ঙ) আদিবাসীদের জন্য সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা জোরদার।

৩১. ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা নিজেদের বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য সমর্থন চাইতে পারেন এবং ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের এগুলো বিবেচনা করা উচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) আদিবাসীদের সহযোগিতায় সরকার প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচির (যেমন জনগোষ্ঠী চালিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সামাজিক তহবিল) মাধ্যমে আদিবাসীদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলোতে সমর্থন; (খ) আদিবাসীদের সংস্কৃতি, জনসংখ্যা কাঠামো, জেন্ডার এবং আন্ত প্রজন্ম সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং সম্পদ ব্যবহারের ধরণ সম্পর্কে তাদের পরিচিতিমূলক বিবরণ তৈরী করা; (গ) আদিবাসীদের উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার, আদিবাসী সংগঠন, সুশীল সমাজ সংগঠন ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব সুবিধা প্রদান।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৮।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ভূমিকা

১. ইএসএস মনে করে যে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে মূর্ত ও বিমূর্ত রূপের ধারাবাহিকতা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী মানুষেরা হচ্ছে ক্রমাগত বিকাশমান মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জ্ঞান ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন। নানা অভিব্যক্তি হিসাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ হিসাবে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের একটি উৎস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও রীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইএসএস৮ এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে।
২. এই ইএসএস প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ বিধান নির্ধারণ করে। ইএসএস৭ আদিবাসীদের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য অতিরিক্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করে। ইএসএস ৬ জীববৈচিত্র্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেয়। ইএসএস১০ স্টেকহোল্ডাদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ করে।

উদ্দেশ্য

- প্রকল্প কার্যক্রমের বিরূপ প্রভাব থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং এগুলোর সংরক্ষণে সহায়তা দেয়া।
- টেকসই উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা।
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহারের সুবিধাগুলোর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

প্রয়োগর আওতা

৩. এই ইএসএস প্রযোজ্যতা ইএসএস১ এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৪. ‘সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ বলতে মূর্ত ও বিমূর্ত ঐতিহ্য বুঝায় যা স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত ও মূল্যবান হতে পারে। যেমন:

- মূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু, দর্শনীয় স্থান, কাঠামো, স্ট্রাকচার গ্রুপ, এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও দৃশ্যপট যেগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্য, ধর্মীয়, নান্দনিক, বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। মূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শহুরে বা গ্রামীণ কাঠামোতে বিদ্যমান থাকতে পারে, এবং ভূমির ওপরে বা নিচে অথবা পানির নিচে থাকতে পারে;
- বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে চর্চা, উপস্থাপনা, প্রকাশ, জ্ঞান, দক্ষতা, বা জীবন্ত ঐতিহ্য, ধারনা, বিশ্বাস, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, ইএসএস৮ এর শর্তাবলী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ঝুঁকি বা প্রভাব থাকতে পারে এমন সব প্রকল্পে প্রয়োগ করা হবে। এগুলো একটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে :
(ক) খনন কাজ, ধ্বংস, মাটি সরানো, বন্যা বা ভৌত পরিবেশের অন্যান্য পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাকে;

(খ) একটি আইনত সুরক্ষিত এলাকায় বা আইনত সংজ্ঞায়িত বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত;
(গ) একটি স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকার মধ্যে বা সান্নিধ্যের মধ্যে অবস্থিত;
(ঘ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত।

৬. ইএসএস৮ এর শর্তাবলী সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা আইনত সুরক্ষিত অথবা পূর্বে চিহ্নিত বা কোন কারণে নষ্ট করা হোক না হোক।
৭. একটি প্রকল্পের ভৌত অংশ হলেই কেবল বিমূর্ত ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ইএসএস৮ প্রযোজ্য।

শর্তাবলী

ক. সাধারণ

৮. ইএসএস১ এ নির্ধারিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও ক্রমসঞ্চিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনা করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে, প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে কিনা ঋণ গ্রহীতা তা নির্ধারণ করবে।
৯. ঋণ গ্রহীতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রভাবগুলো এড়িয়ে যাবে। প্রভাব পরিহার করা সম্ভব না হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রভাব প্রশমন অনুক্রম[১] অনুযায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব মোকাবেলার ব্যবস্থা চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করবে। যথাযথ হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা[২] প্রণয়ন করবে।
১০. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, ডকুমেন্টেশনসহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত চর্চা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১১. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, খনন, ধ্বংস, মাটি সরানো, বন্যা বা ভৌত পরিবেশের অন্যান্য পরিবর্তন সহ প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত সব চুক্তিতে একটি দৈব প্রাপ্ত পদ্ধতি[৩] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দৈব প্রাপ্ত পদ্ধতিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দৈব প্রাপ্ত পদ্ধতির ব্যবস্থাপনার শর্ত নির্ধারণ করা হবে।
এই কার্যপদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু বা এলাকা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, আরও কোন ঝামেলা এড়াতে প্রাপ্ত বস্তু বা এলাকার জন্য বেড়াদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু বা এলাকা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা, ইএসএস ও জাতীয় অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করা এবং দৈব প্রাপ্তি কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা।

---

[১] প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল জাতীয় ও আধা-জাতীয় সংস্থাগুলোর সামর্থ বৃদ্ধি; এসব কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ও ফলাফল অনুসরণের জন্য একটি তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা; চিহ্নিত প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও একটি বাস্তবায়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা; এবং প্রাপ্ত বিষয়গুলোর ক্যাটালগ তৈরী করা। এই ধরণের ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষ ধরণগুলোর জন্য ‘ঘ’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধিগুলো বিবেচনা করতে হবে।

[২] সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রতিটি প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার জন্য একটি বাস্তবায়ন সময়সূচি এবং একটি সম্পদ চাহিদা প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটি কেবলমাত্র একটি নথি অথবা ইএসসিপি’র অংশ হিসেবে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও আকার অনুযায়ী হতে পারে।

[৩] একটি দৈব প্রাপ্ত কার্যপদ্ধতি হচ্ছে একটি প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি যা প্রকল্প কর্মকাণ্ড চলাকালে পূর্বে অজ্ঞাত কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করতে হবে।

১২. ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রয়োজন হলে, পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবে। যদি পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের পুরো মেয়াদকালে যে কোনো সময়ে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সনাক্তকরণ, মূল্যনির্ধারণ মূল্যায়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করবে।

খ. স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সনাক্তকরণ

১৩. ইএসএস১০ অনুযায়ী, ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করবে যারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংশ্লিষ্ট ও বিদ্যমান বলে জানা রয়েছে অথবা প্রকল্পের মেয়াদকালে উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্টেকহোল্ডাররা প্রাসঙ্গিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবে:

(ক) ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো, যাদের পরিচয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত বা যারা স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে বা করে আসছে; এবং

(খ) অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ, এদের মধ্যে থাকতে পারে জাতীয় ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় নিয়োজিত; বে-সরকারি সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠানসহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞরা।

১৪. ঋণ গ্রহীতা সম্ভাব্য প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চিহ্নিত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা[৪]; প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মান[৫] নির্ধারণ; সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব উপলব্ধি; এবং প্রভাব এড়ানো ও প্রশমন বিকল্পগুলো অন্বেষণ করবে।

গোপনীয়তা

১৫. ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক, প্রকল্পে-ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে, নির্ধারণ করবে যে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরাপত্তা বা অখণ্ডতা বিপন্ন বা তথ্যের উৎসকে বিপদাপন্ন করবে কিনা। এসব ক্ষেত্রে, সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা যেতে পারে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) অবস্থান, বৈশিষ্ট্য, অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রথাগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা থাকলে, ঋণ গ্রহীতা গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

---

[৪] ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের মতামত জানা ও উদ্বেগগুলো দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় বের করা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা ও সহযোগিতার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে।

[৫] সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূর্ত মূল্য চিহ্নিত এবং মূল্য বোধের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাৎপর্য এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলোর (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) স্বার্থ এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ যারা মূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে।

ষ্টেকহোল্ডার প্রবেশাধিকার

১৬. ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকলে অথবা পূর্বে প্রবেশাধিকার যোগ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকায় প্রবেশাধিকার রোধ করা হলে, ঋণ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবহারকারীদের সাথে আলোচনা উপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক এলাকায় অব্যাহতভাবে যাওয়ার অনুমতি দিবে অথবা একটি বিকল্প প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করবে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিবেচনা করে প্রবেশ পথের পরিকল্পনা করা হবে।

গ. আইনত সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকাসমূহ

১৭. পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প দ্বারা[৬] ক্ষতিগ্রস্ত সকল তালিকাভুক্ত ও আইনত সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকারগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প একটি আইনত সুরক্ষিত এলাকা বা আইনত সংজ্ঞায়িত বাফার জোনে অবস্থিত হলে, ঋণ গ্রহীতা :
(ক) স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবিধান এবং সুরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মেনে চলবে;
(খ) সংরক্ষিত এলাকার স্পনসর ও ব্যবস্থাপক, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য গোষ্ঠী (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের আলোচনা করবে; এবং
(গ) সংরক্ষিত এলাকার সংরক্ষণ লক্ষ্য জোরদারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে অতিরিক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ঘ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুনির্দিষ্ট ধরণ সংক্রান্ত বিধান

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বস্তু

১৮ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় থাকতে পারে কাঠামোগত অবশেষ, হস্তশিল্প, মানব বা পরিবেশগত উপাদানের কোনো সমন্বয় এবং এটি মাটি বা পানির সমতলের আংশিক উপরে, অথবা সম্পূর্ণ তলদেশে অবস্থিত হতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ভূপৃষ্ঠের উপর[৭] কোথাও এককভাবে বা বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। এই ধরনের উপাদানগুলোর মধ্যে কবর[৮] এলাকা, মানুষের দেহাবশেষ এবং জীবাশ্ম থাকতে পারে।

১৯. প্রকল্পের এলাকায় প্রাচীন কালের মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ পাওয়া গেলে, ঋণ গ্রহীতা প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশনগুলোর নথি, মানচিত্র তৈরী ও তদন্ত করার জন্য ডেস্ক ভিত্তিক গবেষণা ও ফিল্ড সার্ভে পরিচালনা করবে। ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশন ও উপকরণগুলোর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নথিবদ্ধ করবে এবং জাতীয় বা আধা-জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কর্তৃপক্ষের কাছে এসব নথি প্রদান করবে।
২০. ঋণ গ্রহীতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে, প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর : (ক) শুধুমাত্র ডকুমেন্টেশন; (খ) খনন ও ডকুমেন্টেশন: বা (গ) যথাস্থানে সংরক্ষণ; করা হবে কিনা তা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর ব্যবস্থাপনা করবে।

---

[৬] যেমন বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা এবং জাতীয় ও আধা-জাতীয় সুরক্ষিত এলাকা।

[৭] অধিকাংশ প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশন এলাকা দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন অথবা জাতীয়, বা আন্তর্জাতিক প্রত্মতাত্ত্বিক সংস্থাগুলোর জানা না থাকা বা স্বীকৃতি না থাকলেও, প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশন নেই এমন এলাকা খুবই বিরল।

[৮] প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে বসবাসরত লোকদের সঙ্গে এখানে উল্লেখিত কবরস্থানগুলোর সংশ্লিষ্টতা না থাকতেও পারে। অতি সাম্প্রতিক কবরস্থানগুলো প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকলে, এলাকার অধ:স্থন লোকজন এবং প্রকল্পের সামাজিক টিমের সঙ্গে আলোচনা করে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ঋণ গ্রহীতা জাতীয় ও আধা-জাতীয় আইনানুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর জন্য মালিকানা ও হেফাজতের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে, এবং হেফাজতের দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত, ভবিষ্যতে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করার জন্য সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ, সুরক্ষিত রাখা, এবং প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করবে।

নির্মিত ঐতিহ্য

২১. নির্মিত ঐতিহ্য বলতে শহুরে বা গ্রামীণ এলাকায় একক বা বেশ কিছু স্থাপত্য কাজ বোঝায়, যা একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা, একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন বা ঐতিহাসিক ঘটনার নজির। নির্মিত ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভবন, কাঠামো এবং খোলা জায়গা যা অতীত বা সমকালীন মানব বসতির নিদর্শন এবং যা স্থাপত্য, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবান হিসেবে স্বীকৃত।

২২. ঋণ গ্রহীতা নির্মিত ঐতিহ্যের ওপর সৃষ্ট প্রভাব দূর করতে যথাযথ প্রভাব লাঘব ব্যবস্থা চিহ্নিত করবে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে, (ক) নথিবদ্ধকরণ, (খ) সংরক্ষণ বা এলাকার পুনর্বাসন; (গ) স্থানান্তর ও সংরক্ষণ বা পুনর্বাসন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কাঠামোর কোন পুনর্বাসন বা পুনসংরক্ষণ করার সময়, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, কাঠামোর ধরণ, নির্মাণ সামগ্রী ও কৌশলগুলোর অক্ষুন্নতা বজায় রাখা হয়েছে।[৯]

২৩. ঋণ গ্রহীতা ঐতিহাসিক কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীগত ভৌত ও চাক্ষুষ প্রেক্ষাপট সংরক্ষণ করবে, এক্ষেত্রে দৃষ্টিসীমার মধ্যে এলাকার জন্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত কাঠামোর যথার্থতা ও প্রভাব বিবেচনা করবে।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

২৪. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুপ্রেরণার কারণ হতে পারে। যেমন, পবিত্র পাহাড়, পর্বত, সমতল ভূমি, জলধারা, নদী, জলপ্রপাত, গুহা ও শিলা; পবিত্র গাছ বা উদ্ভিদ, মূর্তি ও বন; শিলা বা গুহায় ভাস্কর্য বা চিত্রাংকন; প্রথম দিকের মানুষের, প্রাণীর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম[১০]। এই ধরণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছোট কোন জনগোষ্ঠী অথবা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারে।

২৫. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) সঙ্গে গবেষণা ও পরামর্শের মাধ্যমে চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রে এই ধরণের বৈশিষ্ট্যগুলোকে মূল্য দেয় এমন লোক, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা গ্রুপ ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলোর অবস্থান, সুরক্ষা ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা ও প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম তাদের সম্পৃক্ত করা হবে। ঋণ গ্রহীতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং/অথবা পবিত্র বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো স্থানে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে কি না তা নির্ধারণ করবে। এই ক্ষেত্রে, এই ধরনের স্থানান্তরের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যগত চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।

---

[৯] প্রযোজ্য জাতীয় ও আধা-জাতীয় আইন এবং/বা অঞ্চল ভিত্তিক বিধিমালা মেনে এবং জিআইআইপি অনুযায়ী।

[১০] প্রায়ই সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পরিচয় গোপন রাখা হয়, স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোকের এবং আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কেবল তা জানা থাকে। এই ধরণের ঐতিহ্যের পবিত্র বৈশিষ্ট্য ক্ষতি এড়ানো বা প্রশমনের উপায় নির্ধারণ একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক এলাকাগুলোতেও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থাকতে পারে।

অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

২৬. অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্বিক নির্দশনগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, যেমন ঐতিহাসিক বা দুর্লভ বই ও পান্ডুলিপি; পেইন্টিং, অঙ্কন, ভাস্কর্য, মূর্তি ও আবক্ষ মূর্তি; আধুনিক বা ঐতিহাসিক ধর্মীয় জিনিস; ঐতিহাসিক পোশাক, গয়না ও বস্ত্র; স্মৃতিসৌধ বা ঐতিহাসিক ভবনের অংশ; প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান; খোলশ, বৃক্ষ, বা খনিজ দ্রব্য। প্রকল্পে কোন কিছু আবিষ্কারের ফলে সাংস্কৃতিক বস্তুর চুরি, পাচার বা অপব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে। ঋণ গ্রহীতা চুরি এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বস্তুর অবৈধ পাচার রোধের ব্যবস্থা নিবে এবং এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।
২৭. ঋণ গ্রহীতা প্রাসঙ্গিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, প্রকল্পের দ্বারা বিপন্ন হতে পারে এমন অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বস্তু চিহ্নিত করবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ জুড়ে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে। ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের কার্যক্রম চলার সময় অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বস্তু রক্ষা ও তদারকির জন্য ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য হেফাজতকারী সংস্থাকে অবহিত করবে এবং তাদেরকে এই ধরণের বস্তুর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে সকর্ত করবে।

ঙ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাণিজ্যিকীকরণ

২৮. একটি প্রকল্প বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সহ) জ্ঞান, উদ্ভাবন বা অনুশীলন সহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে : (ক) জাতীয় আইনের আওতায় তাদের অধিকার; (খ) বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও পরিধি; এবং (গ) এই ধরনের উন্নয়ন ও প্রভাবের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করবে।

২৯. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের কার্যক্রম এই পরিস্থিতিতে চালিয়ে যাবে না, যদি না : ইএসএস১০ এ বর্ণিত অর্থপূর্ণ আলোচনা সম্পন্ন করা হয়; (খ) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাণিজ্যিকীকরণ থেকে সুবিধার সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা ; এবং (গ) প্রভাব প্রশমন অনুক্রম অনুযায়ী প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ৯।
আর্থিক মধ্যস্থতাকারী

ভূমিকা

১. ব্যাংক টেকসই আর্থিক খাতের উন্নয়নে সহায়তা দিতে এবং অভ্যন্তরীন মূলধন ও আর্থিক বাজারের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মধ্যস্থতায় অর্থায়ন মানে হচ্ছে এফআইগুলোকে তাদের পোর্টফোলিও ও এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথভাবে পোর্টফোলিও ঝুঁকি মনিটর করতে হবে। এফআই তার পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য যে পদক্ষেপ নিবে সেগুলোর বিভিন্ন ধরণ থাকবে, এগুলো এফআই সামর্থ এবং এফআই প্রদত্ত অর্থায়নের প্রকৃতি ও পরিধি সহ বেশ কিছু বিবেচ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে।

২. এফআই কার্যকর পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, তারা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে যেসব প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে সেগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা করবে।

উদ্দেশ্যসমূহ

- এফআই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বা উপপ্রকল্পগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার উপায় নির্ধারণ করা।
- এফআই অর্থায়নকৃত উপ-প্রকল্পগুলোতে ভাল পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলন জোরদার করা।
- এফআইসমূহের মধ্যে ভাল পরিবেশগত ও সুষ্ঠু মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।

প্রয়োগের আওতা

৩. ইএসএস উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘এফআই উপপ্রকল্প’ হচ্ছে ব্যাংক থেকে সহায়তা প্রাপ্ত এফআইসমূহের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প। প্রকল্প একটি এফআই থেকে অন্য এফআই এর সঙ্গে ঋণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হলে, ‘এফআই উপপ্রকল্প’ প্রতিটি পরবর্তী এফআই এর উপপ্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪. সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এফআই উপপ্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক এফআইকে সহায়তা প্রদান করলে, চিহ্নিত উপপ্রকল্পগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে এই ইএসএস শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে।

৫. ব্যাংক যখন একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে[১] এফআইকে সহায়তা প্রদান করবে, তখন এই ইএসএস এর শর্তাবলী আইনি চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে এফআই’র ভবিষ্যত উপপ্রকল্পগুলোর (এফআই উপপ্রকল্প সহ) পুরো পোর্টফোলিওর জন্য প্রযোজ্য হবে।

শর্তাবলী

৬. এফআই পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর জন্য সব এফআই উপপ্রকল্পগুলো[২] বাছাই ও শ্রেণীভুক্ত করবে।

৭. এফআই আইনি চুক্তিতে কোন কিছু বাদ দেয়া হলে তা মেনে চলবে এবং সব এফআই উপপ্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন প্রয়োগ করবে। এছাড়া, এফআই যে কোনো এফআই উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রে ইএসএস সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো প্রয়োগ করবে যার সঙ্গে

---

[১] ‘সাধারণ উদ্দেশ্যে’র জন্য সহায়তা মানে হচ্ছে এই সহায়তা বিমূর্ত এবং নির্দিষ্ট এফআই উপপ্রকল্পে সনাক্ত করা যাবে না।

[২] যেখানে এফআই উপপ্রকল্প সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত (যেমন ৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) বা উপপ্রকল্পগুলোর (যেমন ৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) এফআই পোর্টফোলিওর অংশ।

পুনর্বাসন (এই ধরনের পুনর্বাসনের ঝুঁকি বা প্রভাব নগণ্য না হলে) আদিবাসী লোকজনের ওপর প্রতিকুল ঝুঁকি বা প্রভাব, বা পরিবেশের ওপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বা প্রভাব, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জড়িত।
৮. সম্ভাব্য এফআই উপ প্রকল্প এবং এফআই পরিচালনার অধীন অন্যান্য খাতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের ওপর নির্ভর করে, একটি এফআই অতিরিক্ত বা বিকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।
৯. এফআই উপপ্রকল্পের পোর্টফোলিওর ঝুঁকি ও প্রভাবের সমানুপাতিক পর্যায়ে এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পোর্টফোলিওর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করবে।
১০. এফআই একটি নিরাপদ ও সুস্থ কাজের পরিবেশ প্রদান করবে। সেই অনুযায়ী, ইএসএস২ এক্ষেত্রে এফআই এর জন্যও প্রযোজ্য হবে এবং এফআই কার্যকর থাকবে এবং কর্মসংস্থান এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়সহ উপযুক্ত শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বজায় রাখবে।

ক. এফআই পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি

১১. এফআই কার্যকর করা হবে এবং প্রকল্প ও এফআই উপপ্রকল্প[4] সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব স্তর ও এফআই ধরণ সমানুপাতিকভাবে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি[3] বজায় রাখবে।
১২. এফআই এই ইএসএস ও ইএসএস২ বাস্তবায়নসহ প্রকল্প ও এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা সার্বিক দায়িত্ব গ্রহনের জন্য এফআই এর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপকদের একজন প্রতিনিধিকে দায়িত্ব প্রদান করবে। এই প্রতিনিধি : (ক) পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তগুলো প্রতিদিন বাস্তবায়নের জন্য একজন কর্মীকে দায়িত্ব দিবেন; (খ) ব্যবস্থাপনা সহ পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা নিশ্চিত করবেন; এবং (গ) প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান সহ, এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সহায়তা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
১৩. এফআই নিশ্চিত করবে যে, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির কাছে এই ইএসএস ও ইএসএস২ সংক্রান্ত শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ ও সুবিধা তাদের রয়েছে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
১৪. এফআই এর পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতিতে এফআই উপপ্রকল্পগুলোর ধরণের সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার লক্ষ্য:

(ক) আইনি চুক্তিতে বাদ দেয়া যে কোন বিষয়ের প্রেক্ষিতে সব এফআই উপপ্রকল্প বাছাই করা;

---

[3] এই কার্যপদ্ধতিতে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত বা গ্রহন করা যেতে পারে।

[4] ইতোমধ্যে একটি যথযথ পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি কার্যকর থাকলে, এটি ব্যাংকের কাছে এই ধরণের পদ্ধতির পর্যাপ্ত নথিপত্র প্রদান করবে এবং ব্যাংকের পর্যালোচনার পর ব্যাংকের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হালনাগাদ করবে।

(খ) এফআই উপপ্রকল্পগুলো সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব অনুযায়ী পর্যালোচনা ও শ্রেণীভুক্ত করা;
(গ) শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় আইন অনুযায়ী সব উপপ্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই সাথে, এফআই উপপ্রকল্পগুলোর সঙ্গে পুনর্বাসন (এই ধরনের পুনর্বাসনের ঝুঁকি ও প্রভাব নগণ্য না হলে); আদিবাসীদের ওপর বিরূপ ঝুঁকি বা প্রভাব, পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বা প্রভাব, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট হলে, ইএসএস সংশ্লিষ্ট শর্ত প্রযোজ্য হবে;
(ঘ) শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় আইন অনুসরণের জন্য এসব এফআই উপপ্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে এবং সেই সাথে, এফআই উপপ্রকল্পগুলোর সঙ্গে পুনর্বাসন (এই ধরনের পুনর্বাসনের ঝুঁকি ও প্রভাব নগণ্য না হলে); আদিবাসীদের ওপর বিরূপ ঝুঁকি বা প্রভাব, পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বা প্রভাব, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট হলে, ইএসএস সংশ্লিষ্ট শর্ত প্রযোজ্য হবে;

(ঙ) নিশ্চিত করতে হবে যে, এফআই এবং উপ-ঋণগ্রহীতার মধ্যে আইনি চুক্তিতে উপরে উল্লেখিত (গ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
(চ) এফআই উপপ্রকল্প সংক্রান্ত পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্য মনিটর, সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা; এবং
(ছ) এফআই পোর্টফোলিওর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মনিটর করা।

১৫. একটি এফআই প্রকল্পে প্রতিকূল পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব অত্যন্ত কম থাকলে বা না থাকলে, জাতীয় আইনের[৫] আওতায় প্রয়োজন বোধ করা হলেও, এফআই পদ্ধতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হবে না।
১৬. এফআই এক্ষেত্রে এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করবে। একটি এফআই উপপ্রকল্পের ঝুঁকি প্রফাইল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে, এফআই বিষয়টি ব্যাংককে অবহিত করবে এবং ব্যাংকের সঙ্গে একমত হয়ে ইএসএস৬ সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো প্রয়োগ করবে। সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি-তে এবং এফআই ও উপ-ঋণগ্রহীতার মধ্যে আইনি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত এবং নিরীক্ষণ করা হবে।

খ. স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা

১৭. এফআই প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা পরিচালনা করবে এবং এফআই এর প্রকৃতি এবং এফআই উপপ্রকল্পের ধরণ প্রতিফলিত হলে অর্থায়ন করবে। এফআই এর পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি ইএসএস১০ এর প্রাসঙ্গিক বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

---

[৫] যেমন, ভোক্তা ঋণের বিধিতে। এটি এফআই অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব করছে এমন এফআই ও নির্দিষ্ট উপপ্রকল্পের সামর্থের মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করবে।
[৬] ইএসএস এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী এফআই উপপ্রকল্পের ঝুঁকি প্রোফাইল যে কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে।

১৮. এফআই উপপ্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব এবং এফআই পোর্টফোলিওর ঝুঁকি প্রোফাইল অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। এফআই যথাসময়ে জনগণের অনুসন্ধান এবং উদ্বেগে সাড়া দিবে।

এফআই তার ওয়েবসাইটে তাদের অর্থায়নে পরিচালিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন এফআই উপপ্রকল্পগুলোর জন্য যে কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন রিপোর্ট সংক্রান্ত লিঙ্ক তালিকা প্রদান করবে।

গ. ব্যাংকের প্রতিবেদন

১৯. এফআই তার পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন, এই ইএসএস ও ইএসএস২, সেইসাথে এফআই উপপ্রকল্পগুলোর পোর্টফোলিওর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বার্ষিক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিবেদন ব্যাংকের কাছে পেশ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদনে এই ইএসএস শর্তাবলী পূরণের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ, প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়নকৃত এফআই উপপ্রকল্পের প্রকৃতি এবং এ খাতের প্রোফাইল অনুযায়ী সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১০
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ

ভূমিকা

১. এই ইএসএস অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক রীতির একটি আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে ঋণ গ্রহীতা ও প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ সম্পৃক্ততার গুরুত্ব স্বীকার করে। স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর সম্পৃক্ততা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক টেকসই অবস্থার উন্নতি, প্রকল্পের গ্রহনযোগ্যতা জোরদার এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সফল করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

২. স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা হচ্ছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া যা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে পরিচালিত হয়। যথাযথভাবে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলে, এটি দৃঢ়, গঠনমূলক ও সাড়াদায়ক সম্পর্ক উন্নয়ন সমর্থন করে যা একটি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিগুলোর সফল ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয় যখন প্রকল্প প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এটির সূচনা করা হয়, প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. ইএসএস অবশ্যই ইএসএস১ সহ পাঠ করতে হবে। ইএসএস২ এ শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, ইএসএস২ এবং ইএসএস৪ এ জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদানের বিশেষ বিধান রয়েছে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন ঘটলে, আদিবাসী বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকলে, ঋণ গ্রহীতা ইএসএস৫, ইএসএস৭ ও ইএসএস৮ মানদণ্ডসমূহে নির্ধারিত বিশেষ তথ্য প্রকাশ ও পরামর্শমূলক শর্তাবলী প্রয়োগ করবে।

লক্ষ্যসমূহ

- স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা এবং বিশেষ করে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখতে ঋণ গ্রহীতাকে সাহায্য করবে।
- প্রকল্পের জন্য স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহ ও সমর্থনের মাত্রা মূল্যায়ন এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিবেচনায় নেয়ার জন্য যোগ্য করে তোলা।
- তাদের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন ইস্যুগুলোর ব্যাপারে প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততার উপায় যোগানো ও জোরদার করা।
- নিশ্চিত করা যে, প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে সহজে পাওয়ার সুবিধা ও যথাযথ উপায়ে প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে বিভিন্ন ইস্যু ও ক্ষোভ উত্থাপনের জন্য সুযোগ দেয়া এবং ঋণ গ্রহীতদের এই ধরণের ক্ষোভের বিষয়ে সাড়াদান ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ দেয়া।

প্রয়োগের আওতা

৪. ইএসএস১০ বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সহায়তা প্রাপ্ত সকল প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। ঋণ গ্রহীতা ইএসএস১ অনুযায়ী প্রকল্পের পরিবেশগত সামাজিক মূল্যায়ন এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

৫. এই ইএসএস এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য, 'স্টেকহোল্ডার' অর্থে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বুঝায়, যারা ;
(ক) প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী); এবং
(খ) প্রকল্পে স্বার্থ থাকতে পারে (অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী)।

শর্তাবলী

৬. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে, যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্প প্রক্রিয়ায় এই ধরণের সম্পৃক্ততার সূচনা করতে হবে। স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার প্রকৃতি, আওতা ও মাত্রা প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকার এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের সমানুপাতিক হতে হবে।

৭. ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের সকলের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত হবে। ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদেরকে সময়োচিত, প্রাসঙ্গিক, বোধগম্য ও সহজলভ্য তথ্য প্রদান এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ উপায়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শমূলক আলোচনা করবে, যা হবে শোষণ, হস্তক্ষেপ, দমন, বৈষম্য ও ভীতি প্রদান মুক্ত।

৮. স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়ায় এই ইএসএস এ নির্ধারিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে: (ক) স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ; (খ) স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা কিভাবে ঘটবে তার পরিকল্পনা; (গ) তথ্য প্রকাশ; (ঘ) স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা; (ঙ) ক্ষোভ দূরীকরণ ও সাড়াদান; এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে রিপোর্টিং।

৯. ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার একটি বিবরণ, প্রাপ্ত মতামতের একটি সার সংক্ষেপ, মতামতগুলো কিভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং কেন নেয়া হয়নি তার একটি ব্যাখ্যাসহ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার একটি নথিবদ্ধ রেকর্ড রাখবে।

ক. প্রকল্প প্রণয়নকালে সম্পৃক্ততা

স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ

১০. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী ও আগ্রহী অন্যান্য গোষ্ঠী[1] উভয়কেই এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করবে। অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 'প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী' এবং প্রকল্পে স্বার্থ থাকতে পারে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 'অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী' বলে চিহ্নিত হবে।

১১. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সেই সব গোষ্ঠীকে (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) চিহ্নিত করবে যারা অনগ্রসরতা বা যারা বিশেষ কোন পরিস্থিতির কারণে অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন[2] হতে পারে। এই পরিচয়ের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলোকে আরো চিহ্নিত করতে পারবে, প্রকল্পের প্রভাব, প্রভাব লাঘব কৌশল ও সুবিধা সম্পর্কে যাদের বিভিন্ন উদ্বেগ ও অগ্রাধিকার রয়েছে এবং যাদের বিভিন্ন বা পৃথক ধরনের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন রয়েছে। স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণে বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে যোগাযোগের পর্যায় নির্ধারণ করতে তা প্রকল্পের জন্য যথাযথ হয়।

---

[1] প্রকল্পের বিস্তারিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি স্টেকহোল্ডাররাও ভিন্ন হবে। তাদের মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিবেশী প্রকল্প এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

[2] অনগ্রসর বা দুস্থ বলতে বুঝায় যারা যে কোন কারণে যেমন, তাদের বয়স, জেন্ডার, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, শারীরিক, মানসিক, বা অন্য কোন অক্ষমতা, সামাজিক, নাগরিক বা স্বাস্থ্যগত অবস্থা, যৌণ পরিচয়, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা আদিবাসী মর্যাদা এবং/বা অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা প্রকল্পের প্রভাবের কারণে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং/বা প্রকল্পের সুফল লাভের সুবিধা গ্রহনে তাদের সক্ষমতা অন্যদের তুলনায় সীমিত। এই ধরণের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মূলধারার পরামর্শমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে বা অক্ষম হতে পারে এবং এই ধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে এ কাজ করতে তাদের বিশেষ ব্যবস্থা এবং/বা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতি সহ বয়স্ক ও ছোটদের বিষয় বিবেচনা করতে হবে, যেখানে তারা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল।

১২. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের সম্ভাব্য গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে ঋণ গ্রহীতার একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততার পরিকল্পনায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণে সহায়তা দিতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদের রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা

১৩. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকার এবং এর সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের[৪] সমানুপাতিক একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা (এসইপি)[৩] প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এসইপি খসড়া প্রকাশ করা হবে এবং ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের বিশেষ করে স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যত সম্পৃক্ততার জন্য প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে মতামত চাইবে।

১৪. এসইপি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে প্রকল্পের পুরো মেয়াদজুড়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সময় ও পদ্ধতির বিবরণ দিবে। এসইপি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো এবং অন্যান্য আগ্রহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তথ্যের মাত্রা এবং তাদের কাছ থেকে চাওয়া তথ্যের ধরন সম্পর্কে বিবরণ দিবে।

১৫. এসইপি স্টেকহোল্ডারদের মূল বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য যথাযথ হবে এমন সম্পৃক্ততা, আলোচনার বিভিন্ন পর্যায় বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রণয়ন করা হবে। এসইপি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পুরো মেয়াদজুড়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবে তা নির্ধারণ করা হবে।

১৬. এসইপি বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিবে যা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণে এবং বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপের মতামত কিভাবে গ্রহণ করা হবে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। প্রযোজ্য হলে এসইপি অনগ্রসর বা ঝুঁকি সম্মুখীন বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে। এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিশেষ পদ্ধতি এবং একটি বর্ধিত পর্যায়ের সম্পদের প্রয়োজন হবে, যাতে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে যা তাদের জন্য ক্ষতিকর।

১৭. স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের[৫] ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হলে, ঋণ গ্রহীতা এ বিষয়টি যাচাই করার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রয়াস চালাবে,

---

[৩] প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে, এসইপি উপাদানগুলো ইএসসিপি'র অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং একটি একক এসইপি প্রণয়নের প্রয়োজন হতে পারে।

[৪] সম্ভব হলে, স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততায় জাতীয় পদ্ধতির মধ্যে সম্পৃক্ততার কাঠামো ব্যবহার করবে যেমন, কমিউনিটি মিটিং প্রকল্প ভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বলে সম্পূরক।

[৫] যেমন, গ্রাম প্রধান গোত্র প্রধান, সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনীতিক বা শিক্ষক।

যাতে এই ধরনের ব্যক্তিরা কার্যত ব্যক্তিবর্গ ও জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারা যথাযথ উপায়ে[৬] যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিচ্ছে।

১৮. ব্যাংকের প্রাথমিক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণকালে প্রকল্পের সঠিক অবস্থান কোথায় তা জানা না থাকলে এসইপি এই ইএসএস অনুযায়ী একটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার জন্য স্টেকহোল্ডার ও পরিকল্পনা চিহ্নিত করতে সাধারণ নীতি ও একটি সহযোগিতামূলক কৌশলের রূপরেখাসহ একটি কাঠামো কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যা প্রকল্পের অবস্থান জানা গেলে বাস্তবায়ন করা হবে।

তথ্য প্রকাশ

১৯. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধাগুলো অনুধাবন করতে স্টেকহোল্ডারদের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করবে। ঋণ গ্রহীতা যথা শিগগির সম্ভব স্টেকহোল্ডারদেরকে নিম্নলিখিত তথ্যলাভে সুযোগ দিবে :

(ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আকার;
(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্প কর্মকান্ডের মেয়াদ
(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব এবং এগুলো লাঘব করার প্রস্তাব, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো তুলে ধরতে হবে যা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষতি করে এবং এগুলো এড়ানো এবং কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ দিবে।
(ঘ) প্রস্তাবিত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপায় তুলে ধরা হবে যাতে স্টেকহোল্ডাররা অংশগ্রহণ করতে পারে।
(ঙ) প্রস্তাবিত গণপরামর্শ সভা সময় ও স্থান এবং প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সভা সম্পর্কে অবহিতকরণ, সার সংক্ষেপ ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হবে; এবং
(চ) প্রক্রিয়া ও উপায় যার মাধ্যমে ক্ষোভসমূহ উত্থাপন এবং দূর করা হবে।

২০. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভাষায় তথ্য প্রকাশ করা হবে এমনভাবে যা পাওয়া সহজ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ হবে। গোষ্ঠীগুলোর কোন বিশেষ চাহিদা থাকলে তা বিবেচনায় নিতে হবে, যা ভিন্ন ভিন্নভাবে বা বৈষম্যপূর্ণভাবে প্রকল্পের বা বিশেষ তথ্যের চাহিদা অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেমন অক্ষমতা, সাক্ষরতা, জেন্ডার, অধিগম্যতা, ভাষার বিভিন্নতা অথবা প্রবেশাধিকার)।

অর্থপূর্ণ আলোচনা

২১. ঋণ গ্রহীতা এমনভাবে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করবে, যা স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রকল্পের ঝুঁকির প্রভাব, প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের এবং ঋণ গ্রহীতাকে সেগুলো বিবেচনা করার ও সাড়া দেয়ার সুযোগ দিবে। বিভিন্ন ইস্যু, প্রভাব ও সুযোগ-সুবিধা উদ্ভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে অব্যাহতভাবে অর্থপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে।

---

[৬] যেমন, সঠিক ও সময়োচিতভাবে, ঋণ গ্রহীতার দ্বারা জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য দেয়া হয়েছে এবং ঋণ গ্রহীতার কাছেও এই ধরণের জনগোষ্ঠীর মন্তব্য ও উদ্বেগ পৌছে দেয়া হয়েছে।

২২. অর্থপূর্ণ আলোচনা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যাঃ

(ক) প্রকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাথমিক মতামত সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা প্রক্রিয়া আগেভাগে শুরু করা;

(খ) বিশেষ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও লাঘব করার ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিকল্পনা এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার উপায় হিসেবে স্টেকহোল্ডারদের মতামতকে উৎসাহ প্রদান;

(গ) ঝুঁকি ও প্রভাব দেখা দিলে চলমান ভিত্তিতে আলোচনা অব্যাহত রাখা;

(ঘ) সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ উপায়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভাষায় এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য বোধগম্য উপায়ে প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, বস্তুনিষ্ঠ, অর্থপূর্ণ ও সহজলভ্য তথ্য অগ্রাধিকার সময়োচিত ও প্রকাশ ও প্রচারণার ভিত্তিতে;

(ঙ) মতামতের বিষয়গুলো বিবেচনা করা ও সাড়াদান;

(চ) প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সক্রিয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততায় সহায়তা প্রদান;

(ছ) বাইরের অপব্যবহার, হস্তক্ষেপ, বলপ্রয়োগ, বৈষম্য ও ভীতি প্রদর্শন মুক্ত; এবং

(জ) ঋণ গ্রহীতার দ্বারা নথিবদ্ধ ও প্রকাশিত।

খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাইরের রিপোর্টিংকালে সম্পৃক্ততা

২৩. ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের মেয়াদজুড়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো এবং আগ্রহী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে এবং তথ্য প্রদান করবে যা প্রকল্পের[৭] সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি প্রভাব এবং তাদের স্বার্থের ধরনের সঙ্গে মানানসই।

২৪. ঋণ গ্রহীতা এসইপি অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা চালিয়ে যাবে এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ইতোমধ্যে গড়ে উঠা যোগাযোগের ও সম্পৃক্ততার চ্যানেলগুলোর ভিত্তিতে গড়ে তুলবে। বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের পরিবেশগত সামাজিক দক্ষতা এবং ইএসসিপি অনুযায়ী প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্পর্কে স্টেকহোল্ডাদের কাছ থেকে মতামত চাইবে।

২৫. প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে যা বাড়তি ঝুঁকি সৃষ্টি করে বিশেষ করে যেখানে এগুলো প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা এই ধরনের ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য দেবে এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে কিভাবে এসব ঝুঁকি ও প্রভাব লাঘব করা যায়। ঋণ গ্রহীতা প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করে এসইপি অনুযায়ী একটি হালনাগাদ ইএসসিপি প্রকাশ করবে।

---

[৭] প্রকল্প চক্রের মূল পর্যায়গুলোতে যেমন, পরিচালনা শুরু করার আগে এবং যে কোন সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হতে পারে, এই তথ্য প্রকাশ ও আলোচনার প্রক্রিয়া বা অভিযোগ প্রতিকার কৌশল স্টেকহোল্ডারদের সংশ্লিষ্ট বলে চিহ্নিত।

গ. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল

২৬. ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর উদ্বেগ ও অভিযোগ প্রতিকারে সাড়া দিবে। এ লক্ষ্যে, ঋণ গ্রহীতা এই ধরণের উদ্বেগ ও ক্ষোভ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং সমাধানের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার কৌশল[৮] প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করবে।

২৭. অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর অনুপাতে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ও অনুকুল হলে, অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রকল্প ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক, বা অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রয়োগ করবে। অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত আরো শর্ত পরিশিষ্ট ১ এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

(ক) অভিযোগ প্রতিকার কৌশল স্বচ্ছতার ভিত্তিতে অবিলম্বে ও কার্যকরভাবে উদ্বেগ দূর করবে যা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ হবে এবং কোন ব্যয় ও অর্থ পরিশোধ ছাড়াই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সকল পক্ষ সহজেই পেতে পারে। এই কৌশল, প্রক্রিয়া বা কার্যপদ্ধতি বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক কোন প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। ঋণ গ্রহীতা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিযোগ প্রতিকার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে অবহিত করবে এবং প্রতিকার লাভকারী সকলের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানের বিষয়ে প্রণীত নথিপত্র জনগণের জন্য সহজলভ্য করে রাখা হবে।

(খ) সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ উপায়ে অভিযোগ প্রতিকার করা হবে এবং তা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের প্রয়োজন ও উদ্বেগের বিষয়ে কৌশলী, বস্তুনিষ্ঠ, সংবেদনশীল ও সাড়াদায়ক হবে। এই কৌশল অনুযায়ী বেনামে অভিযোগ দায়ের ও তা প্রতিকারের সুযোগ থাকবে।

ঘ. সাংগঠনিক সামর্থ ও অঙ্গীকার

২৮. ঋণ গ্রহীতা এই ইএসএস অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা কর্মকাণ্ড ও প্রতিপালন বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য সুস্পষ্ট ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করবে।

---

[৮] ইএসএস এ প্রদেয় অভিযোগ প্রতিকার কৌশলটি অন্যান্য ইএসএস এর (ইএসএস৫ ও ৭ দেখুন) অধীনে প্রয়োজনীয় অভিযোগ প্রতিকার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, ইএসএস২ এর অধীনে প্রকল্প শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার কৌশল পৃথকভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ইএসএস১০- পরিশিষ্ট ১। **অভিযোগ প্রতিকার কৌশল**

----

১. অভিযোগ প্রতিকার কৌশলের আওতা, আকার ও ধরণ প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর প্রকৃতি ও আকার অনুযায়ী হতে হবে।

২. অভিযোগ প্রতিকার কৌশলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবেঃ

(ক) বিভিন্ন উপায় যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের ক্ষোভ জানাতে পারবে, এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে যেমন ব্যক্তিগতভাকে উপস্থিত হয়ে, টেলিফোনে, টেক্সট মেসেজ, মেইল, ই-মেইল, বা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে;

(খ) একটি লগ বই যাতে ক্ষোভগুলো নিবন্ধিত হবে এবং ডাটাবেইজ হিসেবে রাখা হবে;

(গ) জনসংযোগকৃত কার্যপদ্ধতি, ক্ষোভগুলোর বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান, সাড়াদান এবং সেগুলোর সমাধানের জন্য ব্যবহারকারীরা কত সময় ধরে অপেক্ষা করবে তা নির্ধারণ করবে;

(ঘ) একটি আপীল (জাতীয় বিচার পদ্ধতিসহ) প্রক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট অভিযোগগুলো পাঠানো হতে পারে যখন কোন অভিযোগের প্রতিকার করা না গেলে ।

৩. প্রস্তাবিত সমাধানের ব্যাপারে ব্যবহারকারীরা সন্তুষ্ট না হলে, ঋণ গ্রহীতা একটি বিকল্প হিসেবে মধস্থতার সুবিধা দিতে পারে।

শব্দকোষ

- **খাপ খাইয়ে নেয়ার সামর্থ** হচ্ছে দূষণকারী বস্তুর ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করার মতো পরিবেশের সামর্থ। এই মাত্রার কম হলে তা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত।

- **জীববৈচিত্র্য** হচ্ছে স্থলজ, সামুদ্রিক ও অন্যান্য জলজ প্রতিবেশগত ও ব্যবস্থাসহ সব উৎসে বিদ্যমান জীবন্ত প্রাণসমূহের ভিন্নতা এবং এগুলো এই প্রতিবেশ ব্যবস্থার অংশ; এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির, প্রজাতিগুলোর মধ্যেকার এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য।

- **দৈব সন্ধান লাভ (পদ্ধতি)**। দৈব সন্ধান লাভ হচ্ছে প্রকল্পের নির্মাণ বা পরিচালনার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া। দৈব সন্ধান লাভ পদ্ধতি প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ কার্যপদ্ধতি যা প্রকল্প চলাকালে পূর্বে অজানা কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। এই ধরণের কার্যপদ্ধতি অনুসরণকালে সাধারণত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রাপ্ত কোন বস্তু বা স্থান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবহিত করা, অন্য কোন ঝামেলা এড়াতে প্রাপ্ত বস্তু বা এলাকায় বেড়া দেয়া; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সন্ধানপ্রাপ্ত বস্তু বা স্থানটির একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা; ইএসএস৮ ও জাতীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ পদক্ষেপ চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করা; এবং দৈব সন্ধান লাভ পদ্ধতির বিষয়ে প্রকল্প কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রকল্পের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- **সম্মিলিত সম্পৃক্ততা** অর্থ হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে পবিত্র স্থানগুলোর মতো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলো সহ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন বা রীতিমত ব্যবহৃত বা দখলে থাকা ভূমি বা ভূখণ্ডে তাদের ভৌত উপস্থিতি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক;

- **একটি প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড** হচ্ছে সেইসব উৎপাদন এবং/বা সেবা যা একটি বিশেষ প্রকল্পের জন্য অপরিহার্য এবং এগুলো ছাড়া প্রকল্প অব্যাহত থাকতে পারে না।

- **গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল** বলতে বুঝায় জীববৈচিত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, যেমন: (ক) অত্যন্ত হুমকির সম্মুখীন বা অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা; (খ) অত্যন্ত বিপন্ন বা বিপন্ন প্রজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল; যা প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের (আইইউসিএন) লাল তালিকায় বা জাতীয় আইনের অধীনে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত; (গ) ব্যাপক বা নিষিদ্ধ প্রজাতির গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল; (ঘ) পরিযায়ী বা দলবদ্ধভাবে অবস্থানকারী প্রজাতির গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল যা বৈশ্বিক বা জাতীয় পর্যায়ে সমর্থন পাচ্ছে ; অথবা (ঙ) প্রতিবেশ ভিত্তিক কার্যকলাপ অথবা বৈশিষ্ট্য যা ওপরে (ক) ও (ঘ) -তে বর্ণিত জীববৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য জরুরি।

- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** বলতে বুঝায় সেইসব সম্পদ যা মানুষ তাদের ক্রমাগত বিকাশমান মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জ্ঞান ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন এবং অভিব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে।

- **অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন ব্যক্তি** হচ্ছে যারা নানা কারণে যেমন তাদের বয়স, লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, শারীরিক, মানসিক বা অন্যান্য অক্ষমতা, সামাজিক, নাগরিক বা স্বাস্থ্যের অবস্থা, যৌন, লিঙ্গ পরিচয়, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা আদিবাসী অবস্থা এবং/বা অনন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য প্রকল্পের প্রভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এবং/বা একটি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ অন্যদের তুলনায় কম। এই রকম ব্যক্তি/গোষ্ঠী মূলধারার আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে বা সম্পূণরূপে অংশগ্রহণে অক্ষম হতে পারে এবং তা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন এবং/বা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। বয়সের বিবেচনায় বিভিন্ন পরিস্থিতি সহ বয়স্ক ও ছোটদের

অর্ন্তভুক্ত করতে হবে যেখানে তারা পরিবার, জনগোষ্ঠী বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল।

- **প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা** হচ্ছে কিছু সুবিধা যা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে পেয়ে থাকে। প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবা চারটি ধরনে বিন্যস্ত: (১) সুবিধাজনক সেবা, যা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে পায় এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, মিঠাপানি, কাঠ, তন্তু, ভেষজ উদ্ভিদ; (২) নিয়ন্ত্রিত সেবা, এগুলো মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে যেমন, ভূ পৃষ্ঠের পানি পরিশোধন, কার্বন স্টোরেজ এবং স্বতন্ত্র করে রাখা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা; (৩) সাংস্কৃতিক সেবা, এসব অবস্তুগত সুবিধা মানুষ প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে পায় যেমন প্রাকৃতিক এলাকা যা পবিত্র স্থান এবং মনোরঞ্জনের ও নান্দনিক উপভোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান; এবং (৪) সহায়ক সেবা, যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য সেবা বজায় রাখে যেমন মৃত্তিকার গঠন, পুষ্টি চক্র প্রাথমিক উৎপাদন।

- **পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা নির্দেশিকা (ইএইচএসজিএস)** হচ্ছে অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতির সাধারণ ও শিল্প ভিত্তিক বিবৃতি সহ কারিগরি তথ্য বিষয়ক নথিপত্র। ইএইচএসজিএস পদ্ধতিতে রয়েছে কর্মদক্ষতার পর্যায় ও অন্যান্য ব্যবস্থা যা সাধারণত যুক্তিসঙ্গত খরচে বিদ্যমান প্রযুক্তির দ্বারা নতুন সুবিধার ক্ষেত্রে অর্জন করা সম্ভব বলে বিবেচ্য। আরো তথ্যের জন্য দেখুন: *the World Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines*, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/.

- **আর্থিক সম্ভাব্যতার** ভিত্তি হচ্ছে প্রাসঙ্গিক আর্থিক বিবেচনাসমূহ এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের বিনিয়োগ, অপারেটিং, এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচের তুলনায় এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহনের ক্রমবর্ধমান খরচের সংশ্লিষ্ট মাত্রা এবং এই ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঋণ গ্রহীতার জন্য প্রকল্পটিকে অলাভজনক করে তুলবে কিনা।

- **জোরপূর্বক উচ্ছেদ** বলতে বুঝায় ব্যক্তি, পরিবার, এবং/অথবা সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বাড়ি-ঘর এবং/বা ভূমি থেকে সরিয়ে দেয়া যা তারা ইএসএস৫ -এ বর্ণিত সকল প্রযোজ্য কার্যবিধি ও নীতি সহ যথাযথ আইনগত ও অন্যান্য সুরক্ষামূলক বিধান ছাড়াই দখলে রেখেছিল এবং সুবিধা ভোগ করছিল। ঋণ গ্রহীতার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ, বাধ্যতামূলক অধিগ্রহন বা অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ জোরপূর্বক উচ্ছেদ বলে বিবেচিত হবে না, যেখানে জাতীয় আইন ও ইএসএস৫ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রতিপালন করা হয়েছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় মূল নীতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে (আগাম নোটিশের বিধান, আপত্তি জানানো ও আপীল করার জন্য অর্থপূর্ণ সুযোগ প্রদান, এবং অপ্রয়োজনীয়, অসঙ্গত ও অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ)।

- **অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতি (জিআইআইপি)** হচ্ছে পেশাগত দক্ষতা, যত্নশীলতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতার অনুশীলন যা বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একই বা অনুরূপ পরিস্থিতিতে একই ধরণের পদক্ষেপের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের কাছ থেকে যৌক্তিকভাবে আশা করা যায়। এই ধরণের অনুশীলনের ফলাফল হতে হবে যে, প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সর্বাধিক উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে।

- **আবাসস্থল** হচ্ছে স্থলজ, মিঠাপানির, বা সামুদ্রিক ভৌগোলিক ইউনিট বা বায়ুপথ যা জীবন্ত প্রাণীর সমবেত অবস্থান এবং অপ্রাণ পরিবেশের সঙ্গে তাদের পাস্পরিক সম্পর্ককে সমর্থন করে। এসব আবাস স্থল নানা ধরণের প্রভাবের ক্ষেত্রে তাদের সংবেদনশীলতার জন্য ভিন্ন হয় এবং সমাজে সেগুলোর বিভিন্ন মূল্য রয়েছে।

- **ঐতিহাসিক দূষণ** হচ্ছে ভূমি ও পানি সম্পদের জন্য ক্ষতিকর অতীতের কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত দূষণ যার কোন পক্ষ তা দূর করতে বা প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক কাজ সম্পন্ন করার কোন দাযিত্ব গ্রহন করে না বা অর্পন করে না।

- **অন্তর্ভুক্তি** হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং তা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সকল নাগরিকের ক্ষমতায়ন। অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, অবকাঠামো, সাশ্রয়ী জ্বালানি, কর্মসংস্থান, আর্থিক সেবা, এবং উৎপাদনশীল সম্পত্তিতে

দরিদ্র ও পশ্চাদপদ জনগণের প্রবেশাধিকার উন্নত করার মাধ্যমে সুযোগ সুবিধার সমতা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালার সম্মিলন। এটি প্রায়ই যাদের বাদ দেয়া হয়, যেমন নারী, শিশু, যুবা, এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বাধা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহন এবং নিশ্চিত করবে যে, সকল নাগরিকের কথা শোনা যেতে পারে।

- **সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)** হচ্ছে কৃষক চালিত ও পরিবেশ ভিত্তিক একটি মিশ্র ব্যবস্থা যা সিন্থেটিক রাসায়নিক কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা কমাতে চাইছে। এই ব্যবস্থায় রয়েছে : (১) কীট নির্মূল করার পরিবর্তে কীট ব্যবস্থাপনা (অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর মাত্রা নীচে রেখে) (খ) কীটের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বহুমুখী পদ্ধতির (কীটপতঙ্গের জনসংখ্যা কম রাখতে) ব্যবহার, এবং (গ) যখন ব্যবহার করতে হবে তখন কীটনাশক বাছাই ও প্রয়োগ, সেগুলোর ব্যবহার করতে হবে যাতে অন্যান্য প্রাণ, মানুষ, এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা যায়।

- **সমন্বিত ভেক্টর ব্যবস্থাপনা (আইভিএম)** হচ্ছে ভেক্টর নিয়ন্ত্রণে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে রোগ-ব্যাধির ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকার, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও টেকসই ব্যবস্থার উন্নতি করা।

- **অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন**। প্রকল্প সংক্রান্ত ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে ভৌত স্থানচ্যুতি (স্থানান্তর, আবাসিক জমি বা আশ্রয় হারানো), অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি (আয়ের উৎস বা জীবিকার অন্য কোন মাধ্যম হারানোসহ ভূমি, সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকার হারানো) বা উভয় ধরণের ক্ষতি হতে পারে। **'অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন'** শব্দ দ্বারা এসব প্রভাব বোঝায়। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের যখন জমি অধিগ্রহণ বা স্থানচ্যুতির ফলে যে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকে না, তখন পুনর্বাসনকে অনৈচ্ছিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

- **জমি অধিগ্রহণ** হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভূমি গ্রহন করার সব পদ্ধতি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সরাসরি ক্রয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং প্রবেশের অধিকার অধিগ্রহণ, অন্য কোন উপায়ে অধিকার বা ভূমি অধিগ্রহণ। ভূমি অধিগ্রহনে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে: (ক) দখলবিহীন বা অব্যবহৃত ভূমি অধিগ্রহন, ভূমির মালিক আয় বা জীবিকার উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমির উপর নির্ভরশীল থাকুক বা না থাকুক, (খ) ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যবহার বা দখলে থাকা সরকারি জমি। "ভূমি" বলতে বুঝাবে ভূমির ওপর ওঠতি বা স্থায়ী কোন কিছু যেমন ফসল, ভবন ও অন্যান্য অগ্রগতি।

- **জীবিকা** বলতে সব ধরণের উপায় বুঝায় যা ব্যক্তি, পরিবার, এবং জনগোষ্ঠী জীবন যাপনের জন্য ব্যবহার করে যেমন মজুরি ভিত্তিক আয়, কৃষি, মৎস, শিকার, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা, ক্ষুদে ব্যবসা এবং লেনদেন।

- **পরিবর্তিত আবাসস্থল** হচ্ছে এমন সব এলাকা যেখানে রয়েছে অস্থানীয় প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং/অথবা প্রাণীর বিপুল উপস্থিতি, এবং/বা যেখানে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে একটি এলাকার প্রাথমিক পরিবেশগত কর্মকাণ্ড এবং প্রজাতির বৈচিত্র্য যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত আবাসস্থল হতে পারে যেমন, কৃষি, বনায়নের জন্য ব্যবস্থাপনার অধীন এলাকা, উদ্ধারকৃত উপকূলীয় অঞ্চল এবং উদ্ধারকৃত জলাভূমি।

- **প্রাকৃতিক আবাসস্থল** হচ্ছে মূলত স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ এবং/বা প্রাণীর বিপুল উপস্থিতি এবং/বা যেখানে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে একটি এলাকার প্রাথমিক পরিবেশগত এবং প্রজাতির বৈচিত্র্যে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

- **দূষণ** হচ্ছে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় ক্ষতিকারক বা অক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তু এবং অন্যান্য উপাদান যেমন পানিতে তাপ নিঃসরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী, দুর্গন্ধ, শব্দ দূষণ, কম্পন, বিকিরণ, বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তি, এবং আলোকসহ সম্ভাব্য ভিজ্যুয়াল প্রভাব সৃষ্টি।

- **দূষণ ব্যবস্থাপনার** মধ্যে রয়েছে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু দূষণকারী সহ দূষণ নির্গমন এড়ানো বা কমিয়ে আনার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা, বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এই ধরণের ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে জ্বালানি ও কাঁচামাল ব্যবহার হ্রাস

উৎসাহিত করা, সেইসাথে স্থানীয় দূষণ এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ূ দূষণ নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আনতে উৎসাহিত করা।

- **প্রাথমিক সরবরাহকারী** হচ্ছে, যারা চলমান ভিত্তিতে, প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য পণ্য বা উপকরণ সরাসরি প্রদান করে।

- **প্রকল্প** হচ্ছে বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক সেব কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করে এবং যা ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে প্রকল্পের আইনি চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত। এছাড়া প্রকল্প হচ্ছে সেগুলো যার জন্য ওপি/বিপি ১০.০০ বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন প্রযোজ্য। উন্নয়ন নীতি ঋণদান কর্মসূচি দ্বারা সমর্থিত কর্মকাণ্ড (যার জন্য পরিবেশগত বিধান ওপি/বিপি ৮.৬০, উন্নয়ন নীতি ঋণদান নির্ধারণ করা হয়েছে), অথবা যেসব কর্মসূচি প্রোগ্রাম-ফর-রিজাল্ট ফাইন্যান্সিং দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত (যার জন্য পরিবেশগত বিধান ওপি/বিপি ৯.০০, প্রোগ্রাম-ফর-রিজাল্ট ফাইন্যান্সিং নির্ধারণ করা হয়েছে), সেগুলো বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি সমর্থন করে না।

- **প্রকল্প কর্মী** বলতে বোঝায়: (ক) প্রকল্পের **(সরাসরি শ্রমিক)** সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট কাজ করার জন্য ঋণ গ্রহীতা, প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং /অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তি; (খ) অবস্থান নির্বিশেষে, প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত বা সম্পৃক্ত **(ঠিকা শ্রমিক)**; (গ) ঋণ গ্রহীতার প্রাথমিক সরবরাহকারী **(প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক)** কর্তৃক নিয়োগকৃত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তি; এবং (ঘ) সম্প্রদায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পে **(কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিক)** কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি। এদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন, অস্থায়ী, মৌসুমী ও অভিবাসী শ্রমিক। অভিবাসী শ্রমিক হচ্ছে যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা দেশের এক অংশ থেকে অন্যত্র কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে।

- **প্রতিস্থাপন খরচ** অর্থ হচ্ছে সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদায়ক মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি এবং সম্পদ প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয়। যেখানে কার্যকর বাজার মূল্য রয়েছে, সেখানে প্রতিস্থাপন খরচ হচ্ছে বাজার মূল্যের অনুরূপ যা নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত রিয়েল এস্টেট মূল্যনির্ধারণ এবং লেনদেনের ব্যয় বিবেচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে অনুরূপ বাজার নেই সেখানে, সেখানে বিকল্প উপায়ে যেমন জমি বা উৎপাদনশীল সম্পদের মূল্যের হিসাব, প্রতিস্থাপিত সামগ্রীর অবচয় মূল্য, কাঠামো নির্মানে শ্রম মূল্য বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি, এবং লেনদেনের খরচ হিসাব করার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারিত হতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই, যেখানে ভৌত স্থানচ্যুতির ফলে আশ্রয় হারাতে হয়েছে, সেখানে প্রতিস্থাপন খরচ গৃহ ক্রয় বা নির্মানের জন্য অন্তত যথেষ্ঠ হতে হবে যা জনগোষ্ঠীর গ্রহনযোগ্য নূন্যতম গুণগত মান ও নিরাপত্তা পূরণ করবে। প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণের জন্য মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি নথিবদ্ধ রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা নথিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লেনদেনের খরচের মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক চার্জ, রেজিস্ট্রেশন বা নাম জারি ফি, যুক্তিসঙ্গত স্থানান্তর খরচ, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর আরোপিত অনুরূপ অন্য কোন খরচ। প্রতিস্থাপন খরচের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য, প্রকল্প এলাকায় পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণের হার হালনাগাদ করার প্রয়োজন হতে পারে যেখানে মূল্যস্ফীতির হার বেশী বা ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সময়ের ব্যাপক ব্যবধান অনেক।

- **ভূমি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ** অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরাসরি চালু ও কার্যকর করা বিধি যা কৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক বা অন্যান্য কাজে ভূমির ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা বা নিষেধাজ্ঞা বোঝায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আইনগতভাবে মনোনীত পার্ক ও সুরক্ষিত স্থানে, অন্যান্য সাধারণ মালিকানাধীন সম্পদে প্রবেশাধিকার, এবং ইউটিলিটি সুবিধা বা সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।

- **ভোগদখলের নিরাপত্তা** হচ্ছে পুনর্বাসিত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যারা একটি স্থানে পুনর্বাসিত হয়েছে যেখানে তারা আইন সঙ্গতভাবে থাকতে পারে, যেখানে তারা উচ্ছেদের ঝুঁকি মুক্ত এবং যেখানে তাদের ভোগ দখলের অধিকার দেয়া হয়েছে তা

সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপযুক্ত। কোন অবস্থাতেই পুনর্বাসিত ব্যক্তিকে এমন ভোগ দখলের অধিকার দেয়া যাবে না, যা তারা যেখান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে সেখানে তারা ভূমি বা সম্পদে যে অধিকার ভোগ করছিল তা চেয়ে কম।

- **কারিগরি সম্ভাব্যতা** হচ্ছে বিদ্যমান স্থানীয় বিষয়গুলো যেমন জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, নিরাপত্তা, শাসন ব্যবস্থা, সক্ষমতা, এবং কর্মক্ষম নির্ভরশীলতা বিবেচনা করে বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য দক্ষতা, সরঞ্জাম এবং উপকরণ ব্যবহার করে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে কিনা।

- **সার্বজনীন প্রবেশাধিকার** হচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও নানা অবস্থায় সব বয়সের ও সক্ষমতার মানুষের জন্য নির্বিঘ্ন সুযোগ।

(সমাপ্ত)

******